গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারসমূহ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের

সংস্কারসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত প্রধান সংস্কার উদ্যোগসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জানুয়ারি ২০২৬

সূচিপত্র

ভূমিকা

I. সুশাসন, জননিরাপত্তা ও জনসেবা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
ভূমি মন্ত্রণালয়

II. সরকারি অর্থব্যবস্থা ও পরিকল্পনা

অর্থ বিভাগ
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিসংখ্যান ও তথ্যব্যবস্থাপনা বিভাগ
বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

III. স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

IV. জ্বালানি ও অবকাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগ
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

V. বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

VI. পরিবহন ও যোগাযোগ

সেতু বিভাগ
রেলপথ মন্ত্রণালয়
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

VII. পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
কৃষি মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
খাদ্য মন্ত্রণালয়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

VIII. বাণিজ্য, শিল্প ও কর্মসংস্থান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
শিল্প মন্ত্রণালয়
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

IX. সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়ন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

২০২৪ সালের ০৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর ১৬ বছরের বেশি সময় ধরে শাসন করা স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটে এবং স্বৈরশাসক দেশত্যাগ করে। নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ২০২৪ সালের ০৮ আগস্ট একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। এই অভূতপূর্ব গণঅভ্যুত্থানে শিক্ষার্থী, শ্রমিক ও নারীসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ৩৬ দিনব্যাপী এই আন্দোলনে ৮০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হন এবং ১৪,০০০ এর অধিক মানুষ আহত হন। এই আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ—শাসনব্যবস্থায় কাঠামোগত পরিবর্তন এনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং একটি নতুন অর্থনৈতিক যুগের সূচনা করা, যা বৈষম্য নির্মূলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

১৯৭১ সালে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সমতা, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের যে আকাঙ্ক্ষা জনগণের মধ্যে ছিল, এই গণঅভ্যুত্থানের পর তা এক দৃপ্ত আহ্বানে পরিণত হয়। এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রয়োজন নানা ধরনের সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। দায়িত্ব গ্রহণের পর অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে এবং এগারো (১১)টি সংস্কার কমিশন গঠনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। একই সঙ্গে সরকার শাসনব্যবস্থায় নানামুখী সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে। এরপর থেকে নয়টি খাতে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

এই পুস্তিকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক বিভিন্ন খাতে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উদ্যোগসমূহ তুলে ধরা হয়েছে, তবে সংবিধানসংক্রান্ত বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত নয়। সংবিধানসংক্রান্ত বিষয়গুলো ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ এ নথিভুক্ত রয়েছে, যা নয় মাসব্যাপী আলোচনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে ২৫ টি রাজনৈতিক দল স্বাক্ষর করে। এই পুস্তিকায় বর্ণিত সংস্কার কার্যক্রম সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, বৈষম্যমুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের প্রতি অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

এই সংকলনটি ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ের একটি চিত্র তুলে ধরে এবং এটি একটি চলমান ও ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়ার অংশ। এটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা নয়; বরং একটি জীবন্ত দলিল, যা সংস্কার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং নতুন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে।

এই খাতের সংস্কার উদ্যোগগুলো জুলাই গণঅভ্যুত্থানের গভীর পরিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত, যা শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে দশকের পর দশক ধরে চলমান প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয় ভেঙে দেওয়ার প্রত্যয়ে পরিচালিত হয়েছিল। ‘নতুন বাংলাদেশ’-এর প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে অন্তর্বর্তী সরকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে গভীরতর কাঠামোগত সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাতে জবাবদিহিতা ও মানবাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায়।

আইন ও বিচার বিভাগ বর্তমানে এমন মৌলিক আইনগত কাঠামোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা স্বৈরশাসনের পুনরুত্থান রোধ করতে সক্ষম। অন্যদিকে ভূমি মন্ত্রণালয় সাধারণ নাগরিকের অধিকার সুরক্ষায় ডিজিটাল স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এসব উদ্যোগ কেবল প্রশাসনিক পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এগুলো হলো দলীয় প্রভাব দূরীকরণ এবং রাজপথের লড়াই-সংগ্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার এক বিপ্লবী প্রয়াস। গণঅভ্যুত্থানের চেতনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এই খাত একটি সার্বভৌম ভবিষ্যৎ নির্মাণে কাজ করছে, যা সমতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

খাত-১

সুশাসন, জননিরাপত্তা এবং জনসেবা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

১. গভর্ন্যান্স পারফরম্যান্স মনিটরিং সিস্টেম

ধরন: সংস্কার উদ্যোগ

২০২৪ সালের জুলাই এর গণঅভ্যুত্থান এবং পরবর্তী সামাজিক জাগরণের পর, সরকারি প্রশাসন ও এর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতার বিষয়ে জনগণের প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই উচ্চতর প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে এবং সরকারের বৃহত্তর সংস্কার কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আরও বাস্তবসম্মত, কাঠামোবদ্ধ এবং ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা জোরালোভাবে দেখা দেয়।

এই প্রয়োজন পূরণে সরকার **গভর্ন্যান্স পারফরম্যান্স মনিটরিং সিস্টেম (GPMS)** চালু করে, যা একটি নিয়মিত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং আইসিটি নির্ভর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য হলো সাংগঠনিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মধ্যে সংযোগ আরও দৃঢ় করা। এই ব্যবস্থায় পরিমাপযোগ্য এবং ফলাফলমুখী অর্জনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে সামগ্রিকভাবে সুশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়।

প্রথমবারের মতো এই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে **প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়**, যা **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের** সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু করবে এবং এর পরবর্তী অর্থবছর থেকে বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থাগুলো বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করবে।

এছাড়াও, ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং চলমান পরিকল্পনা চক্র নিশ্চিত করার জন্য, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে এক বছরের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। GPMS কাঠামোর আওতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে একটি বাস্তবসম্মত, লক্ষ্যভিত্তিক তিন বছর মেয়াদি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে বার্ষিক কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত থাকবে।

২. সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নামযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম পরিবর্তন

ধরন: সরকারি সিদ্ধান্ত
তারিখ: ২৬ জুন, ২০২৫

২৬ জুন ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষণা দেয় যে, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা **৮০৮টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন**

করা হয়েছে। সরকার আরও জানায় যে, অতিরিক্ত **১৬৯টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে**।

প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, **যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের** অধীনে সর্বাধিক নাম পরিবর্তন হয়েছে, যেখানে **২০৫টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে**। **মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ** দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে—এখানে **১৮১টি প্রতিষ্ঠানের নাম ইতোমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে** এবং আরও **১৩৪টি প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের প্রক্রিয়াধীন**। এছাড়াও, **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের** অধীনে **৮৪টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে**।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. বিসিএস (সরাসরি নিয়োগের জন্য বয়স, যোগ্যতা এবং পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪

ধরন: বিধিমালা সংশোধন
তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৪ এবং ২৭ মে ২০২৫

বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের আবেদন ফি সাধারণ প্রার্থীদের জন্য **৭০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২০০ টাকা** করা হয়েছে এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রার্থীদের জন্য **১০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ টাকা** করা হয়েছে।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর **২০০ থেকে কমিয়ে ১০০** করা হয়েছে।

এছাড়াও কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডারে দ্রুত জনবল নিয়োগের সুবিধার্থে বিশেষ বিসিএস পরীক্ষা আয়োজনের সুযোগ রেখে বিধিমালায় সংশোধনী আনা হয়েছে।

২. বিপিএটিসি প্রকাশনা নীতিমালা ২০২০-এর সংশোধন

ধরণ: অভ্যন্তরীণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ
তারিখ: পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত: ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বিপিএটিসি প্রকাশনা নীতিমালা প্রথম প্রণীত হয় ২০০২ সালে এবং ২০২০ সালে এটি ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়। সংশোধিত নীতিমালায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
(ক) প্রকাশনাসমূহকে একাডেমিক ও নন-একাডেমিক শ্রেণিতে বিভাজন;
(খ) একাডেমিক ও নন-একাডেমিক প্রকাশনা তদারকির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কার্যপরিধি (Terms of Reference) স্পষ্টীকরণ; এবং
(গ) *'বাংলাদেশ জার্নাল অফ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন'* এর জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রণয়ন।

পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের পর থেকে সংশোধিত প্রকাশনা নীতিমালা কার্যকর রয়েছে এবং এটি বিপিএটিসি-এর সকল প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনায় দিকনির্দেশনা প্রদান করে আসছে।

৩. প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) ২০২৪-এর সংশোধন

ধরণ: অভ্যন্তরীণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ
তারিখ: পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিপিএটিসি-এর প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা (সংশোধিত ২০২৪) বিপিএটিসি এবং এর আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণ কোর্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর মধ্যে রয়েছে বুনিয়াদি, স্বল্পমেয়াদি এবং বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স, পাশাপাশি বিপিএটিসি-এর তত্ত্বাবধানে অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত কোর্সসমূহ।

সংশোধিত নীতিমালায় সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য একটি ন্যায্য, স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণ মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধনসমূহ প্রশিক্ষণের গুণগত মান বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ পরিচালনা/সহায়তা কার্যক্রম জোরদার, প্রশিক্ষণার্থীদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে।

৪. বিপিএটিসি গবেষণা নীতিমালা, ২০২১-এর সংশোধন

ধরণ: অভ্যন্তরীণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ
তারিখ: পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিদ্যমান গবেষণা নীতিমালা ২০২১-এর প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ পর্যালোচনা করে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মূল পরিবর্তনসমূহের মধ্যে রয়েছে— গবেষণা প্রকল্পের নৈতিক বিষয়সমূহ তদারকির জন্য একটি **গবেষণা নৈতিকতা কমিটি (Research Ethics Committee)** গঠন; প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য দুইজন মূল্যায়নকারী নিয়োগের মাধ্যমে গবেষণা প্রস্তাব বাছাই প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং মতামত প্রদানের জন্য উপস্থাপনা সেশন চালু করা।

এছাড়াও বাজেট সংক্রান্ত বিধিমালা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং বিপিএটিসি-এর পরামর্শক (consultancy) সেবাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালাটি প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং সিভিল সার্ভিসের সার্বিক সক্ষমতা উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৫. বিপিএটিসি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২৪-এর অনুমোদন

ধরণ: অভ্যন্তরীণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ
তারিখ: পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিপিএটিসি-এর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রণীত **বিপিএটিসি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০২৪** পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে; যেখানে কার্যকর ক্লিনিক ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব বিধানের মধ্যে রয়েছে সম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, সেবার মান উন্নয়ন এবং কারিগরি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

নির্দেশিকায় ক্লিনিক ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার ধাপসমূহও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসক ও কর্মচারীদের উপস্থিতি এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। চাহিদাভিত্তিকভাবে ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অতিরিক্তভাবে, প্রতি কর্মচারীর জন্য বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের বার্ষিক সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে এবং কিডনি, হৃদরোগ, যকৃত, ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপজনিত রোগসহ দীর্ঘমেয়াদি বা জটিল রোগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধার বিধান রাখা হয়েছে।

৬. বিপিএটিসি আবাসন নির্দেশিকা ২০০২-এর সংশোধনী

(২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত)
ধরণ: অভ্যন্তরীণ নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ
তারিখ: পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন: ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বিপিএটিসি'র আবাসন নির্দেশিকা ২০০২ বিভিন্ন সময় হালনাগাদ করা হয়েছে, যার সর্বশেষ বড় ধরনের সংশোধনী ২০২০ সালে করা হয়। পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এই হালনাগাদসমূহ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়। মূল পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে জাতীয় আবাসন মানদণ্ডের সাথে অধিক সামঞ্জস্য আনতে বাড়ির ধরনসমূহের পুনঃশ্রেণিবিন্যাস এবং বরাদ্দ প্রক্রিয়ায় সংস্কার, যাতে এটি আরও স্বচ্ছ, দক্ষ এবং ব্যবহারবান্ধব হয়।

৭. বয়সসীমা ৩০ থেকে ৩২ বছরে বৃদ্ধি

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১৮ নভেম্বর ২০২৪

একটি অধ্যাদেশ জারি করে সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, পাশাপাশি সরকারি অ-আর্থিক কর্পোরেশন এবং স্ব-শাসিত সংস্থাসমূহে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩০ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৩২ বছর করা হয়েছে।

৮. জনপ্রশাসনের জন্য প্রশিক্ষণ
ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫

জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারণ করেছে। এর অংশ হিসেবে ইন-সার্ভিস কর্মকর্তাদের মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৪৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৪৭ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া নন-ক্যাডার কর্মচারীদের জন্য ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৫০ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৫৫ বছর করা হয়েছে।

জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কাউন্সিল বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য র‍্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান নিশ্চিতকরণে কৌশল নির্ধারণ এবং প্রশিক্ষণের ফলাফল পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য সংস্কার

১. সরাসরি নিয়োগে অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণ
ধরণ: পরিপত্র
তারিখ: ২৫ আগস্ট ২০২৫
মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং তাদের অধীনস্থ সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনের সকল গ্রেডের পদে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে অপেক্ষমাণ তালিকা সংরক্ষণ সংক্রান্ত একটি পরিপত্র জারি করা হয়েছে। শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রার্থীর জন্য ১:২ (এক অনুপাত দুই) হারে অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্তুত করা হবে।

২. ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে ছুটি বৃদ্ধি
ধরণ: নির্বাহী আদেশ
তারিখ: ২১ অক্টোবর, ২০২৪
ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে সরকারি ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার ছুটি ৩ দিন থেকে বাড়িয়ে ৫ দিন করা হয়েছে এবং দুর্গাপূজার ছুটি ১ দিন থেকে বাড়িয়ে ২ দিন করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কার

১. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এ অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন সংক্রান্ত ১৭৩(ক) ধারা অন্তর্ভুক্তকরণ

ধরণ: আইন সংশোধনকারী অধ্যাদেশ
তারিখ: ১০ জুলাই ২০২৫
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-কে ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে ১৭৩(ক) ধারা সংযোজন করা হয়েছে। ১৭৩(ক) ধারার অধীনে, উপযুক্ত পুলিশ কর্তৃপক্ষ তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তাধীন কোনো মামলার অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দিতে পারবে। যদি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া না যায়, তবে তাকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ওই প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেট বা ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা যেতে পারে। অব্যাহতি প্রদান সত্ত্বেও, পরবর্তীতে যদি যথেষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায়, তবে তদন্তকারী কর্মকর্তা চূড়ান্ত পুলিশ প্রতিবেদনে অভিযুক্তের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন।

২. ফৌজদারি কার্যবিধি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: আইন সংশোধনকারী অধ্যাদেশ
তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২৫
ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-কে ফৌজদারি কার্যবিধি (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য হলো ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-কে আধুনিকায়ন করা এবং ফৌজদারি তদন্ত, গ্রেপ্তার, আটক, রিমান্ড এবং বিচার প্রক্রিয়ায় কার্যকর পদ্ধতিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সংশোধনীটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য বৃদ্ধি করতে চায়।

৩. পুলিশ যাচাই ছাড়াই পাসপোর্ট ইস্যু

ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-58.00.0000.043.99.002.24 (part-2).97; তারিখ: ১৮/০২/২০২৫ অনুযায়ী পাসপোর্ট ইস্যুর ক্ষেত্রে পুলিশ যাচাই শিথিল করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশে আবেদনকারীদের ১০,৯২,৪১০টি নতুন পাসপোর্ট সময়মতো ইস্যু করা হয়েছে এবং প্রবাসী

বাংলাদেশিদের ১০,৬৪৭টি পাসপোর্ট পুলিশ যাচাই ছাড়াই ইস্যু করা হয়েছে (১০/০৯/২০২৫ পর্যন্ত)।

৪. বিদেশিদের (ভিসা ক্ষেত্রে) অতিরিক্ত অবস্থানে জরিমানা বৃদ্ধি

ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: ০৪ ডিসেম্বর ২০২৪
বাংলাদেশে অবৈধ অবস্থান নিরুৎসাহিত করতে অবৈধভাবে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত অবস্থান জরিমানা দৈনিক সর্বোচ্চ ৩০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৫. সন্ত্রাসবিরোধী আইন

ধরণ: আইন সংশোধনকারী অধ্যাদেশ
তারিখ: ১১ মে ২০২৫
সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯-এর ১৮ ও ২০ ধারায় সংশোধনী এনে সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ সংশোধনাগার সেবা আইন, ২০২৫

ধরণ: বন্দীদের সংশোধন ও পুনর্বাসন
তারিখ: ২০২৬ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত

এই আইনটি একটি পেশাদার কারা সেবা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যা সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মানব মর্যাদা বজায় রেখে নিরাপদ হেফাজত নিশ্চিত করবে। এটি বন্দীদের উন্নয়ন, সমাজে পুনর্বাসন এবং বন্দিমুক্তি প্রক্রিয়া পরিচালনার পাশাপাশি কারা প্রশাসন ও পরিদর্শন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করবে। বন্দীদের পুনর্বাসন ও অধিকার নিশ্চিত করতে একটি আধুনিক আইনগত কাঠামো প্রদানের লক্ষ্যে এই আইনটি কারা আইন, ১৮৯৪ এবং বন্দী আইন, ১৯০০ বাতিল করে প্রতিস্থাপন করবে এবং দেশীয় দণ্ডবিধি ব্যবস্থাকে সমসাময়িক সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে।

৭. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (কর্মকর্তা-কর্মচারী)

অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা, ২০২৪
ধরণ: নীতিমালা
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৪

মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে নিরস্ত্র কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধে কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অস্ত্র সংগ্রহ ও ব্যবহার নীতিমালা, ২০২৪' প্রণয়ন ও ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে গেজেট/প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে। উপপরিদর্শক থেকে উপপরিচালক পর্যন্ত মোট ৫৭৯ জন কর্মকর্তাকে ৯ মিমি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল বহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৬০ জন কর্মকর্তা অস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

৮. পুলিশ কমিশন গঠন

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫

পুলিশ সংস্কার কমিশন বিষয়টি সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 'পুলিশ কমিশন' গঠনের বিষয়ে নীতিগত ঐকমত্যে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (অধ্যাদেশ নং ৭৬/২০২৫) জারি করা হয়।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. আনসার ব্যাটালিয়ন বিধিমালা

ধরণ: আইন সংশোধনকারী অধ্যাদেশ
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

আনসার ব্যাটালিয়ন আইন-২০২৩ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় জটিলতা সৃষ্টি করছে, যেমন— 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ', 'শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়ায় অক্ষমতার সংজ্ঞা', 'শৃঙ্খলামূলক প্রক্রিয়ায় কর্তৃত্ব নির্ধারণ' ইত্যাদি। এসব বিষয় সমাধান না করলে আনসার ব্যাটালিয়নের সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনায় বিভিন্ন বিরোধ ও জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য অধ্যাদেশ জারির প্রস্তাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

২. ভিডিপি প্রবিধান

ধরণ: সংশোধনী প্রবিধান
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (VDP) ভিডিপি আইন-১৯৯৫ এর আওতায় পরিচালিত হয়। এটি একটি বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। যদিও আইনটি ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়েছে, এখন পর্যন্ত কোনো প্রবিধান জারি করা হয়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ে ভিডিপি সদস্যদের দায়িত্ব নির্ধারণে ব্যাপক বিভ্রান্তি দেখা দেয়। প্রবিধান না থাকায় ভিডিপি সদস্যদের সুযোগ-সুবিধাও সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত নয়। এসব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভিডিপি প্রবিধান প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. আনসার প্রবিধান

ধরণ: সংশোধনী প্রবিধান
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

আনসার আইন ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয় এবং আনসার প্রবিধান ১৯৯৬ সালে কার্যকর হয়। বর্তমানে উত্থাপিত বিভিন্ন পরিচালনাগত ও প্রশাসনিক প্রশ্নের সমাধানের জন্য বিদ্যমান আনসার প্রবিধান সংশোধন করা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে আনসার সদস্যদের বয়সসীমা পুনর্নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, শিক্ষাগত ও শারীরিক যোগ্যতা ইত্যাদি। সংশোধিত প্রবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

৪. TO&E সংস্কার

ধরণ: TO&E সংস্কার
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি ১৯৯২ সালে মার্শাল ল' কমিটি কর্তৃক প্রণীত সংগঠন কাঠামো সংক্রান্ত TO&E অনুসরণ করে আসছে, যা এখন পর্যন্ত খুব সামান্য সংশোধিত হয়েছে। বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাহিনীর পরিচালনা, প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে TO&E হালনাগাদ করা প্রয়োজন বলে মনে করা হচ্ছে।

৫. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩

ধরণ: আইন সংশোধনকারী অধ্যাদেশ
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন আইন, ২০০৩ সংশোধন করা প্রয়োজন, যাতে দায়িত্ব, দণ্ড এবং কার্যপরিধি আরও স্পষ্ট হয়। বর্তমানে পরিচালিত কিছু কার্যক্রম আইনগত সংজ্ঞার বাইরে

রয়েছে—সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনা জরুরি। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো জননিরাপত্তা, স্বচ্ছতা এবং নিয়ন্ত্রণ তদারকি জোরদার করবে।

৬. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন বিধিমালা, ২০২৫

ধরণ: নীতিমালা
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপন বিধিমালা ২০১৪ সালে অনুমোদিত হলেও তা স্থগিত ছিল। পূর্বের বিধিমালা বর্তমান প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, নগরায়ন এবং নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে সক্ষম নয়। আধুনিক ভবন, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রাসায়নিক কারখানার জন্য আরও নির্দিষ্ট বিধান প্রয়োজন, যার মধ্যে উন্নত অগ্নি শনাক্তকরণ ব্যবস্থা, অ্যালার্ম, স্প্রিংকলার এবং ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রস্তাবিত নতুন বিধিমালা ২০২৫ দায়িত্ব নির্ধারণ, অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং জরিমানা নির্ধারণ স্পষ্ট করবে, পাশাপাশি ফি ও সেবা চার্জে পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৭. কারা অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫

ধরণ: বিধিমালা সংস্কার
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে প্রত্যাশিত

কারা অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ (২০১৭ সংশোধিত) এর নিয়োগ, পদায়ন, বদলি, পদোন্নতি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি সংক্রান্ত অস্পষ্টতা ও জটিলতা দূর করা প্রয়োজন। সেবা বিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে এবং নতুন পদ অন্তর্ভুক্ত করে কারা প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে নতুন নিয়োগ ও পদায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি। এসব উদ্দেশ্য পূরণে পুরাতন কারা অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ (২০১৭ সংশোধিত) বাতিল করে কারা অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৮. ডোপ টেস্ট বিধিমালা

ধরণ: বিধিমালা
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি কারিগরি ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটির ধারাবাহিক সভা ও সুপারিশের ভিত্তিতে ‘ডোপ টেস্ট বিধিমালা’ এর খসড়া প্রস্তুত এবং ধাপে ধাপে সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে

সংশোধিত ‘ডোপ টেস্ট বিধিমালা, ২০২৫’ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণ অনুসারে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খসড়াটি পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত করে পুনরায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

৯. আইন বাতিল/সংশোধন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ

ধরণ: অধ্যাদেশ (আইন বাতিল/সংশোধন)
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

- পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জাতির পিতার পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯ বাতিল করা হয়েছে (০৯/০৯/২০২৫)।
- দালাল নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং জুয়া প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে দালাল আইন, ১৮৭৯ (আইন নং XVIII of 1879) এবং পাবলিক গ্যাম্বলিং আইন, ১৮৬৭ বাতিল করে নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ভাষার মানসম্মতকরণের জন্য খসড়াটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. বাধ্যতামূলক জিডি নিবন্ধন

থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) নিবন্ধন বাধ্যতামূলক, এবং কোনো অবস্থাতেই জিডি গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানানো যাবে না।

সকল থানায় পর্যায়ক্রমে অনলাইন জিডি (General Diary) নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে আবেদনকারীরা থানায় সরাসরি উপস্থিত না হয়েও অনলাইনে জিডি করতে পারবেন, যা জিডি গ্রহণে অস্বীকৃতি বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা দূর করবে।

বর্তমানে দেশের ৭৫% থানা/ইউনিটে অনলাইন জিডি সেবা চালু হয়েছে এবং বাকি থানাগুলোতেও দ্রুত এ ব্যবস্থা চালু করার কাজ চলমান রয়েছে।

১১. এনটিএমসি সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন

(ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নজরদারি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ২০২৫)

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১৫ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে

প্রস্তাবিত **ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সুরক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নজরদারি নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ২০২৫** বাংলাদেশের নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত করা এবং রাষ্ট্রীয় নজরদারি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই অধ্যাদেশে গোপনীয়তার অধিকার, ডিজিটাল যোগাযোগ এবং নজরদারি ব্যবস্থার পরিধি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, ব্যবহার এবং তথ্য আটক/অবৈধভাবে নজরদারির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আইনগত সীমারেখা নির্ধারণ করা হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

চলমান সংস্কারসমূহ

১. একটি পূর্ণাঙ্গ 'অভিবাসী সম্পৃক্ততা নীতি' প্রণয়ন

এই নীতিটি প্রণয়ন করা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানকে কাজে লাগাতে এবং জাতীয় উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে।

২. মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধে জাতীয় রোডম্যাপ প্রণয়ন

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ দপ্তর (UNODC)-এর সহযোগিতায় ২০২৫ সালের শুরুর দিকে একটি যৌথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত করা।

৩. বিদেশে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা সম্প্রসারণ

সরকার বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে ই-পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র সেবা সম্প্রসারণ করছে, যাতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আরও উন্নত সেবা প্রদান করা যায়।

৪. জোরপূর্বক গুম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে যোগদান

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ **জোরপূর্বক গুম থেকে সকল ব্যক্তির সুরক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশনে** যোগদান করেছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ এই কনভেনশনের **৭৬তম রাষ্ট্র** হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্পর্কিত সকল **নয়টি মূল চুক্তির** পক্ষভুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এই যোগদানের পর সরকার আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী দেশীয় আইনসমূহকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সরকার ইতোমধ্যে **জোরপূর্বক গুম (দমন, প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) অধ্যাদেশ, ২০২৫**-এর একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে, যা সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সঙ্গে যথাযথ পরামর্শ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর চূড়ান্ত করা হবে।

৫. “Postal Vote BD” অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য ডাকযোগে ভোটদান ব্যবস্থা চালু ও বাস্তবায়ন

(বিদেশে অবস্থানরত ভোটারদের ভোটদান ও ডাক ব্যালট ব্যবস্থা)
তারিখ: চলমান

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ প্রবাসী ভোটারদের জন্য ডাকযোগে ভোটদান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা আসন্ন **১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন** এবং সংশ্লিষ্ট গণভোটে বিদেশ থেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।

“Postal Vote BD” অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল নিবন্ধনের মাধ্যমে যোগ্য প্রবাসী ভোটাররা বিদেশে অবস্থান করেও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে প্রবাসী কমিউনিটিগুলোর মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত তথ্য প্রচার এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করছে, যাতে উদ্যোগটি কার্যকর ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়িত হয়।

অন্যান্য সংস্কার

১. ঐতিহাসিক ১৮ দফা চুক্তি ও যৌথ ঘোষণা

২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে শ্রমিক প্রতিনিধি ও নিয়োগকর্তাদের মধ্যে এই যৌথ ঘোষণা সহজতর করা হয়। এতে ন্যূনতম মজুরি, চাকরি-সংক্রান্ত সুবিধা, অবৈধ বরখাস্ত এবং শ্রমিক কল্যাণসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এতে ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে কার্যকরভাবে তৈরি পোশাক (RMG) খাতে বার্ষিক অতিরিক্ত **৪% ইনক্রিমেন্ট** প্রদান বিষয়ে সম্মতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

অক্টোবর ২০২১ সালে চালু হওয়া বিদ্যমান অনলাইন নিবন্ধন ব্যবস্থা **myGov প্ল্যাটফর্মের আওতায়** আরও উন্নত করা হচ্ছে, যাতে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ হয়।

চলমান বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনীতে ইউনিয়ন গঠনের জন্য সদস্যপদ নির্ধারণে মোট শ্রমিকের শতাংশের পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

৩. শ্রম পরিদর্শন ও আইন প্রয়োগ ব্যবস্থা উন্নয়ন

এই উদ্যোগের আওতায় শূন্যপদে শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ, নতুন পদ সৃষ্টি এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা অ্যাপ্লিকেশন (LIMA) ব্যবস্থা শ্রমিক কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) সকল অফিসে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শ্রম অভিযোগ ও তদন্ত বিষয়ক **স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর (SOP)** অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও করা হয়েছে।

৪. শ্রম আদালত শক্তিশালীকরণ ও মামলা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও কুমিল্লার মতো এলাকায় নতুন শ্রম আদালত স্থাপন করে কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং বিচারক ও প্রতিনিধিদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আইএলও (ILO)-এর সহায়তায় একটি অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে, যাতে মামলা পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং জট/বকেয়া মামলা কমানো সম্ভব হয়।

৫. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) ব্যবস্থা উন্নয়ন

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রম অধিদপ্তরে একটি **মীমাংসা ও সালিশ সেল** স্থাপন করা হয়।

মীমাংসার জন্য একটি **SOP** চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং সরকার ADR ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কার্যকর করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। লক্ষ্য হলো শ্রমিকদের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য বিচার নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬. ইউনিয়ন-বিরোধী বৈষম্য (AUD) এবং অন্যায্য শ্রমচর্চা (ULP) মোকাবিলা

এই উদ্যোগের আওতায় কারখানার নিরাপত্তা কর্মী ও পুলিশের জন্য নিয়মিত সচেতনতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হচ্ছে।

চলমান শ্রম আইন সংশোধনীতে AUD ও ULP-এর জন্য আর্থিক জরিমানা তিনগুণ বৃদ্ধি করার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এছাড়া শ্রমিকদের **বায়োমেট্রিক ব্ল্যাকলিস্টিং নিষিদ্ধ করার বিধান** সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৭. ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদসমূহ পুনর্গঠন

জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ এবং RMG-TCC সহ বিভিন্ন কাউন্সিল পুনর্গঠন করা হয়েছে। শ্রমিক ও নিয়োগকর্তা প্রতিনিধিদের একটি সার্চ কমিটির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়।

৮. আইএলও নিরাপত্তা কনভেনশনসমূহ অনুমোদনের বিষয় বিবেচনা

বাংলাদেশ পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইএলও'র মৌলিক কনভেনশনসমূহ অনুমোদনের বিষয় বিবেচনা করছে:

- **C155 (১৯৮১)**
- **C187 (২০০৬)**

৯. নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন বিষয়ক গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (GCM)-এর সক্রিয় বাস্তবায়ন

বাংলাদেশে GCM বাস্তবায়ন করা হচ্ছে **বাংলাদেশ মাইগ্রেশন কমপ্যাক্ট টাস্কফোর্স** -এর মাধ্যমে, যার সহ-সভাপতিত্ব করছে **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়** এবং **প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়**। GCM-এর লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উদ্যোগে একটি **জাতীয় কর্মপরিকল্পনা** প্রণয়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে।

১০. বাংলাদেশের স্বেচ্ছামূলক জাতীয় পর্যালোচনা প্রস্তুতি

এই পর্যালোচনাটি **আন্তর্জাতিক অভিবাসন পর্যালোচনা ফোরাম (IMRF) ২০২৬**-এ জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এতে GCM বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও উত্তম চর্চাগুলো তুলে ধরা হবে। খসড়া প্রতিবেদন **ফেব্রুয়ারি ২০২৬**-এর মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং চূড়ান্ত সংস্করণ **জুন ২০২৬**-এর মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার আশা করা হচ্ছে।

১১. দ্বিপাক্ষিক শ্রম অভিবাসন অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণ

এ উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে **ইইউ–বাংলাদেশ ট্যালেন্ট পার্টনারশিপ (২০২৪–২০২৭)**, যা নিরাপদ ও বৈধ পথে বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা-ভিত্তিক অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রণীত।

১২. নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল

বাংলাদেশ **নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা অবমাননাকর আচরণ বা দণ্ডের বিরুদ্ধে কনভেনশনের ঐচ্ছিক প্রোটোকল**-এ যোগদান করেছে এবং এর মাধ্যমে উক্ত দলিলের **৯৫তম রাষ্ট্রপক্ষ** হয়েছে। প্রোটোকলে যোগদানের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংস্থাগুলোর আটক কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনের সক্ষমতা স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রোটোকলের বিধান অনুযায়ী একটি **জাতীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা** গঠনের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

আইন ও বিচার বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর সংস্কার
ধরণ: সংশোধনী
অবস্থা: বাস্তবায়িত

এই আইনের সংশোধনীগুলো আন্তর্জাতিক বিচারমানদণ্ডের সঙ্গে আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ব্যাপক সংস্কার এনেছে, যা স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করে। এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:
(ক) জোরপূর্বক গুমকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান,
(খ) জনআস্থা বৃদ্ধির জন্য বিচার কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা,
(গ) স্থানীয় আইনজীবীদের পাশাপাশি বিদেশি আইনজীবীদের অন্তর্ভুক্তি,
(ঘ) অন্তর্বর্তী আপিলের সুযোগ সংযোজন,
(ঙ) আন্তর্জাতিক অপরাধে অভিযোগপত্র দাখিল হলে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণার বিধান।

দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে এবং প্রধান কৌঁসুলিসহ প্রসিকিউটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যাতে সংশোধিত কাঠামো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়।

২. সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ প্রক্রিয়ার সংস্কার
ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ বিচারপতি নিয়োগে স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করেছে। পূর্বে নির্দিষ্ট আইনগত কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিল। নতুন সংস্কারের অধীনে **সুপ্রিম কোর্ট জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল** গঠন করা হয়েছে, যা আবেদন আহ্বান, সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করে। এই প্রক্রিয়ায় সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টে **২৫ জন বিচারপতি** নিয়োগ পেয়েছেন।

৩. দেওয়ানি কার্যবিধির অধীনে দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থার সংস্কার
ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

দেওয়ানি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ দেওয়ানি বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিক করেছে, যা বিচারকে দ্রুততর, কম ব্যয়বহুল এবং প্রযুক্তি-বান্ধব করেছে। প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:
(ক) লিখিত জবাব ও আরজি এখন শুধুমাত্র লিখিতভাবে দাখিল করা হবে—আদালতে মৌখিক উপস্থাপনার পূর্ববর্তী বাধ্যবাধকতা বাতিল করা হয়েছে; যা আগে বছরখানেক লাগতো তা এখন একদিনেই সম্পন্ন করা সম্ভব।
(খ) ডিক্রি বাস্তবায়ন এখন মূল মামলার মধ্যেই করা যাবে, আলাদা নির্বাহী মামলা করার প্রয়োজন হবে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে আদালতের আদেশ সরাসরি কার্যকর হবে, ফলে বছরের পর বছর বিলম্ব কমবে।
(গ) ঘনঘন মুলতবি সীমিত করা হয়েছে, মিথ্যা মামলার ক্ষতিপূরণ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সমন এখন মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে জারি করা যাবে, যা সময় ও ব্যয় সাশ্রয় করবে।

৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংস্কার

ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

এই সংশোধনী অধ্যাদেশ নারী ও শিশু সংক্রান্ত মামলায় দ্রুত ও ন্যায়সঙ্গত বিচার নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এনেছে। এতে পৃথক **'শিশু ধর্ষণ ট্রাইব্যুনাল'** গঠনের বিধান রয়েছে, তদন্ত **৩০ দিনের মধ্যে** সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা এবং বিচার কার্যক্রম **৯০ দিনের মধ্যে** শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পুরুষ শিশুর যৌন নির্যাতনকে পৃথক ও দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫. পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সংক্রান্ত সংস্কার

ধরণ: বিধিমালা
অবস্থা: বাস্তবায়িত

সাম্প্রতিক সংশোধনী প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য অনলাইন সত্যায়নের মাধ্যমে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন সহজ করেছে। পূর্বে বিদেশ থেকে পাওয়ার অব অ্যাটর্নি করতে বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক ছিল, যা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করত। নতুন বিধিমালায় এখন বিদেশি পাসপোর্টে **"No Visa Required (NVR)"** স্টিকার, অথবা বাংলাদেশি জন্মসনদ, অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) থাকলে বাংলাদেশি পাসপোর্ট ছাড়াও পাওয়ার অব অ্যাটর্নি সম্পাদন করা যাবে। ফলে বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের সম্পত্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য আইনগত কাজে সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬. আদালত তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত সংস্কার
ধরণ: উদ্যোগ ও নির্বাহী পদক্ষেপ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

নাগরিকদের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে সকল প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালত প্রাঙ্গণে **তথ্য ও সেবা কেন্দ্র** স্থাপন করা হয়েছে। মামলাকারীরা এখন সহজে মামলার হালনাগাদ অবস্থা, শুনানির তারিখ এবং প্রক্রিয়াগত তথ্য জানতে পারবেন, যা হয়রানি কমাবে এবং বিচারসেবায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করবে।

৭. বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা সংস্কার
ধরণ: বিধিমালা
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন অনলাইনে করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। কাবিননামা ফরম আধুনিকীকরণ করে বর ও কনের ছবি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং লিঙ্গবৈষম্যমূলক শব্দ **'কুমারী'** (অবিবাহিত মেয়ে) অপসারণ করা হয়েছে, যাতে স্পষ্টতা ও সমতা নিশ্চিত হয়।

৮. সরকারি সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সংক্রান্ত সংস্কার
ধরণ: প্র্যাকটিস ডাইরেকশন/সার্কুলার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

পূর্বে বিচারক, ডাক্তার এবং পুলিশ কর্মকর্তাসহ সরকারি সাক্ষীদের সাক্ষ্য দিতে দূরবর্তী আদালতে সরাসরি উপস্থিত হতে হতো, ফলে কর্মঘণ্টা নষ্ট এবং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেত। নতুন বিধান অনুযায়ী সরকারি সাক্ষীরা এখন অনলাইনে সাক্ষ্য দিতে পারবেন, যা সময় ও জনঅর্থ সাশ্রয় করবে এবং বিচার প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও কার্যকর করবে।

৯. বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টি ও নিয়োগ বিধিমালা সংক্রান্ত সংস্কার
ধরণ: বিধিমালা
অবস্থা: বাস্তবায়িত

তিনটি নতুন বিধিমালার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জোরদার করা হয়েছে। এতে সুপ্রিম কোর্টের নেতৃত্বাধীন একটি কমিটিকে বিচার বিভাগীয় পদ সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, ফলে আন্তঃমন্ত্রণালয় অনুমোদনজনিত বিলম্ব দূর হবে। বিচারকদের বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি এবং চাকরির শর্তাবলি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান যুক্ত করা হয়েছে যাতে

স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়। পাশাপাশি সহায়ক কর্মচারীদের স্থানীয়ভাবে নিয়োগের পরিবর্তে **বিচার বিভাগীয় সেবা কমিশনের অধীনে কেন্দ্রীয় নিয়োগ ব্যবস্থা** চালু করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ নিশ্চিত করবে।

১০. ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সংস্কার

ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

ফৌজদারি কার্যবিধি (সংশোধন) অধ্যাদেশ আইনগত সুরক্ষা জোরদার করেছে, দ্রুত বিচার নিশ্চিত করেছে এবং ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা বৃদ্ধি করেছে। প্রধান সংস্কারসমূহ হলো:
● গ্রেপ্তারের সময় পুলিশকে নামফলক ও পরিচয়পত্র বহন করতে হবে। গ্রেপ্তারকারী থানা কর্তৃপক্ষকে আত্মীয়স্বজনকে অবহিত করতে হবে এবং গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি আহত বা অসুস্থ হলে বিচারিক তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
● মিথ্যা অভিযোগের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের আর পৃথকভাবে মামলা দায়ের করতে হবে না; বিচারক সরাসরি অভিযোগকারীকে শাস্তি দিতে পারবেন এবং মিথ্যা মামলার জন্য শাস্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে।
● সাক্ষী ও ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা আরও জোরদার করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিকে আরও কার্যকর করা হয়েছে।
● তদন্ত-পূর্ব যাচাই এবং অপ্রয়োজনীয় গ্রেপ্তারে সীমাবদ্ধতা আরোপের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

১১. মামলা দায়েরের পূর্বে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা

ধরণ: অধ্যাদেশ/বিধিমালা
অবস্থা: বাস্তবায়িত

সাম্প্রতিক সংশোধনের মাধ্যমে পারিবারিক বিরোধ, পিতামাতার ভরণপোষণ, বাড়িভাড়া সংক্রান্ত বিরোধ, ক্রয় পূর্ব এবং কিছু বণ্টন বিষয়ক মামলার ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের আগে বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা চালু করা হয়েছে। এই সংস্কারের লক্ষ্য হলো দীর্ঘ আদালত প্রক্রিয়ায় না গিয়ে দ্রুত, বিনামূল্যে এবং হয়রানিমুক্তভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

১২. আইনগত সহায়তা সেবা শক্তিশালীকরণ সংক্রান্ত সংস্কার

ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

জেলা আইনগত সহায়তা অফিস সম্প্রসারণ করে একজনের পরিবর্তে তিনজন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইনগত সহায়তার আওতায় সম্পাদিত মধ্যস্থতা চুক্তি এখন চূড়ান্ত, বাধ্যতামূলক এবং আদালতের ডিক্রির মতো কার্যকরযোগ্য। জনগণের বিচারপ্রাপ্তি সহজ করতে বিনামূল্যে আইনি পরামর্শের জন্য সহজে মনে রাখার মতো একটি হটলাইন নম্বর (১৬৬৯৯) চালু করা হয়েছে।

১৩. দেওয়ানি আদালতের নামকরণ সংক্রান্ত সংস্কার

ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: বাস্তবায়িত

এই অধ্যাদেশে 'সহকারী জজ আদালত' এবং 'সিনিয়র সহকারী জজ আদালত'-এর নাম পরিবর্তন করে যথাক্রমে 'সিভিল জজ আদালত' এবং 'সিনিয়র সিভিল জজ আদালত' করা হয়েছে। এই সংস্কার ভাষাগত অসামঞ্জস্য এবং আদালতের এখতিয়ার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে জনসাধারণের বিভ্রান্তি দূর করেছে, ফলে বিচার কাঠামো আরও স্পষ্ট ও মামলাকারীদের জন্য অধিক বোধগম্য হয়েছে।

১৪. দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পৃথকীকরণ সংক্রান্ত সংস্কার

ধরণ: প্রশাসনিক ও কাঠামোগত সংস্কার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

পূর্বে বিচারকরা একইসঙ্গে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করতেন, যা বিচারপ্রক্রিয়াকে ধীর করত এবং মামলাকারীদের ভোগান্তি বাড়াত। মামলার জট কমাতে এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে এখন দেশব্যাপী দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত পৃথক করা হয়েছে। পাশাপাশি, শিশু ধর্ষণ প্রতিরোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৮৭১টি নতুন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল বিভিন্ন স্তরে স্থাপন করা হয়েছে, যা বিচারকদের দ্বৈত দায়িত্ব কমিয়ে বিচারপ্রদান প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করেছে।

১৫. দলিল সত্যায়ন সেবার পূর্ণ আধুনিকায়ন

ধরণ: ডিজিটাল সংস্কার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

পূর্বে বিদেশে পড়াশোনা বা চাকরির জন্য দলিল যাচাই ও সত্যায়নের প্রক্রিয়া ছিল ম্যানুয়াল, সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং জটিল। আবেদনকারীদের একাধিক সরকারি দপ্তরে যেতে হতো এবং দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হতো। এখন পুরো প্রক্রিয়া ডিজিটাল করা হয়েছে, ফলে আবেদনকারীরা ঘরে বসেই অনলাইনে দলিল জমা দেওয়া থেকে শুরু করে ফি পরিশোধ পর্যন্ত সব ধাপ সম্পন্ন করতে পারেন। এই সংস্কার বিদেশগামী ব্যক্তিদের সময় ও ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছে এবং হয়রানি ও অপ্রয়োজনীয় ভোগান্তি দূর করেছে।

১৬. হয়রানিমূলক মামলা প্রতিরোধে আইন সংশোধন

ধরণ: আইনগত সংস্কার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

মিথ্যা বা হয়রানিমূলক মামলার মাধ্যমে নির্যাতন বন্ধ করতে ফৌজদারি কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে এবং সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফৌজদারি কার্যবিধির সংশোধনের মাধ্যমে অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের বিধান যুক্ত করা হয়েছে, যা মিথ্যা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুত স্বস্তি দিতে সহায়তা করবে।

১৭. আইন মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

ধরণ: প্রশাসনিক ও আইনগত সংস্কার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

১৯,০০০-এর বেশি হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর আওতায় বাক-অপরাধ সংক্রান্ত মোট ৪০৮টি মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়াও, এসব আইনের আওতায় বাক-অপরাধ সংক্রান্ত সকল দণ্ডাদেশ এবং চলমান তদন্ত বা বিচার কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডসহ গুরুতর অপরাধের মামলাগুলোর যথাযথ ও দক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৮. বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন

বিচার প্রশাসনে নির্বাহী বিভাগের প্রভাব কমাতে সরকার সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করেছে। এর মাধ্যমে সচিবালয়ের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ মাননীয় প্রধান বিচারপতির অধীনে দেওয়া হয়েছে এবং সুপ্রিম কোর্ট ও সংশ্লিষ্ট বিচার প্রশাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক

স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরে কোনো সরকার এমন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

১৯. গুম: আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রতিশ্রুতি ও দেশীয় আইনগত কাঠামো

অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে গুম প্রতিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (ICPPED)-এ যোগদান করেছে এবং প্রথমবারের মতো গুম সংক্রান্ত একটি দেশীয় আইনগত দলিল প্রণয়ন করেছে। এটি দীর্ঘদিনের দায়মুক্তির সংস্কৃতি পরিবর্তন এবং আইনের আওতায় প্রতিরোধ, তদন্ত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জরুরি প্রয়োজনকে প্রতিফলিত করে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এই আইনে প্রদত্ত সুরক্ষা ও ব্যবস্থাগুলো নিশ্চিত করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

২০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন: ক্ষমতা, স্বাধীনতা ও প্রতিরোধমূলক তদারকি

সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের স্বাধীনতা, বহুত্ববাদিতা এবং কার্যকারিতা জোরদার করতে একটি নতুন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ জারি করেছে, যা প্যারিস নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অধ্যাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বিষয়ভিত্তিক কাঠামোর মাধ্যমে সুসংগঠিত কার্যক্রম পরিচালনার বিধান রাখা হয়েছে। পাশাপাশি এটি নির্যাতনবিরোধী ঐচ্ছিক প্রোটোকল (OPCAT) অনুযায়ী প্রতিরোধমূলক তদারকি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যার মধ্যে আটক কেন্দ্রসমূহে প্রতিরোধমূলক পরিদর্শন পরিচালনার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত।

২১. ফৌজদারি প্রক্রিয়ায় মানবাধিকার সুরক্ষা

(সিআরপিসি সংস্কার)

সরকার ফৌজদারি কার্যবিধি (Criminal Procedure Code) সংশোধন করে গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা যুক্ত করেছে—যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো: গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তার পরিচয় স্পষ্টভাবে প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা, আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তারের নথি প্রস্তুতকরণ, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পরিবারের সদস্যদের অবহিতকরণ, আইনজীবী/স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ প্রদান, এবং আঘাতের উপস্থিতি থাকলে চিকিৎসা পরীক্ষা নিশ্চিত করার বাধ্যবাধকতা। এসব সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রেপ্তার ও আটক প্রক্রিয়ায় খামখেয়ালিপনা কমানো এবং স্বাধীনতা হরণের প্রাথমিক পর্যায়েই স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, জুলাইয়ের গণআন্দোলনের পর বিপুল সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (যার মধ্যে পূর্ববর্তী শাসক দলের নেতা ও সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত) জড়িত করে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়, যা সরকার নয়—ব্যক্তিগত অভিযোগকারীদের দ্বারা করা হয়। প্রচলিত ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় সাধারণ তদন্ত ও আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে এসব মামলা যাচাই করতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। তাই সরকার ফৌজদারি কার্যবিধিতে একটি নতুন বিধান যুক্ত করেছে, যার মাধ্যমে তদন্ত চলাকালীন সময়ে একটি অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন ম্যাজিস্ট্রেট/ট্রাইব্যুনালের সামনে উপস্থাপন করা যাবে, যাতে তদন্তাধীন অবস্থায় সম্ভাব্য অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব হয়। এতে ফৌজদারি মামলার অপব্যবহার নিরুৎসাহিত হবে, অপ্রয়োজনীয় গ্রেপ্তার কমবে এবং একই সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য মামলাগুলো অগ্রসর হতে পারবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অভিযুক্ত ব্যক্তি অব্যাহতি পেয়েছেন।

২২. আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং জাতিসংঘ

অন্তর্বর্তী সরকার জাতিসংঘের মানবাধিকার কার্যক্রম আরও জোরদার করতে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের কার্যালয় (OHCHR)-এর সঙ্গে তিন বছরের একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে, যার মাধ্যমে ঢাকায় একটি মিশন স্থাপন করা হবে। এই মিশনের লক্ষ্য হবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ এবং সংস্কার বাস্তবায়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান।

অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই–আগস্ট ২০২৪-এর গণআন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুতর লঙ্ঘনের বিষয়ে OHCHR-এর স্বাধীন তথ্য-অনুসন্ধান কার্যক্রমও সহজতর করেছে। OHCHR উপসংহারে জানিয়েছে যে নথিভুক্ত নির্যাতন ও লঙ্ঘনগুলো আরও ফৌজদারি তদন্তের দাবি রাখে এবং তা মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

২৩. জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৫

সরকার **জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫** জারি করেছে, যেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান যুক্ত করা হয়েছে—যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি যদি ন্যূনতম পাঁচ বছর ধরে নিখোঁজ বা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকেন, তবে ট্রাইব্যুনাল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘গুম হওয়া ব্যক্তি’ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে পারবে।

এই সংশোধনী অনুযায়ী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার জোরপূর্বক গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার ট্রাইব্যুনালে পর্যাপ্ত সংখ্যক সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ দিতে পারবে।

এছাড়াও, ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ বাড়াতে সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, ভুক্তভোগী বা অভিযোগকারী ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে নিজের পছন্দের আইনজীবী নিয়োগ করে প্রতিনিধিত্ব করাতে পারবেন।

২৪. বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ ২০২৬

ধরণ: নীতিগত উদ্যোগ

বাণিজ্যে ন্যায্যতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার **বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৬** জারি করেছে। এই অধ্যাদেশে বাণিজ্যিক বিরোধের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে ব্যবসায়ীদের দৈনন্দিন লেনদেন—যার মধ্যে ব্যবসায়ী, ব্যাংক, বণিক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভুক্ত—আবদ্ধ থাকবে। এছাড়া বাণিজ্যিক দলিলের প্রয়োগ, ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত বিরোধ এবং রপ্তানি-আমদানি সংক্রান্ত বিরোধও এর আওতায় আসবে।

এই অধ্যাদেশের পরিধি আরও বিস্তৃত করে ফ্র্যাঞ্চাইজিং, বিতরণ, লাইসেন্সিং, ব্যবস্থাপনা, পরামর্শসেবা, যৌথ উদ্যোগ, শেয়ারহোল্ডার ও অংশীদারিত্ব চুক্তি এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত চুক্তিসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেবা খাতের লেনদেন, যেমন আউটসোর্সিং ও আর্থিক সেবা, স্পষ্টভাবে এর এখতিয়ারের আওতায় আনা হয়েছে।

বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে নথিভিত্তিক বিচার, ৯০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি, মধ্যস্থতা, ভার্চুয়াল শুনানি এবং অনলাইন মামলা ব্যবস্থাপনা সুবিধা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. স্থায়ী অ্যাটর্নি সার্ভিস

ধরণ: অধ্যাদেশ
অবস্থা: প্রক্রিয়াধীন

রাষ্ট্রীয় মামলা পরিচালনা ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করার জন্য একটি স্থায়ী ও দক্ষ অ্যাটর্নি সার্ভিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. জামিন বন্ড ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রবর্তন

ধরণ: ডিজিটাল সংস্কার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

পূর্বে জামিন আদেশ দেওয়ার পর জামিন বন্ড আইনজীবী থেকে আদালত হয়ে কারাগারে পৌঁছাতে মোট ১২টি প্রক্রিয়াগত ধাপ অতিক্রম করতে হতো, যা বিলম্ব ও জটিলতা সৃষ্টি করত। ফলে জামিন মঞ্জুর হলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রায়ই কয়েক দিন হেফাজতে থাকতে হতো। বর্তমানে নতুনভাবে উন্নয়নকৃত জামিন বন্ড সফটওয়্যারের মাধ্যমে এক ক্লিকেই জামিন বন্ড কারাগারে পাঠানো যায়, ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি দ্রুত ও ঝামেলাহীনভাবে মুক্তি পেতে পারেন।

২. অনলাইন সমন, কারণ তালিকা এবং ই-ফ্যামিলি কোর্ট

ধরণ: ডিজিটাল ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বিচারিক ও আইনগত সেবা সহজ ও আধুনিক করার লক্ষ্যে আইন সহায়তা অফিসের মাধ্যমে অনলাইন মধ্যস্থতা, অনলাইন বিবাহ নিবন্ধন, এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলায় অনলাইনে সমন জারির জন্য নতুন বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি ই-ফ্যামিলি কোর্ট স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যা একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও সহজপ্রাপ্য বিচার ব্যবস্থার দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) এবং সাংবাদিক নীতিমালা (সংশোধনী), ২০২৫

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা (স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক) এবং সাংবাদিক নীতিমালা কমিশন কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাসমূহের নিবন্ধনের জন্য একটি প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বিশেষায়িত উইংসমূহ

ধরণ: আইন প্রণয়ন গবেষণা, আইন প্রণয়ন সম্পাদনা এবং চুক্তি ব্যবস্থাপনার জন্য সাংগঠনিক কাঠামো স্থাপন।
তারিখ: ১০ জুলাই ২০২৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে তিনটি উইং— যথা আইন প্রণয়ন গবেষণা উইং, আইন প্রণয়ন সম্পাদনা উইং এবং চুক্তি উইং প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

আইন প্রণয়ন গবেষণা উইং সরকারকে নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ, প্রস্তাবিত আইনের সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন ইত্যাদি কাজে সহায়তা করবে। আইন প্রণয়ন সম্পাদনা উইং আইন প্রণয়নের খসড়া নির্ভুল ও সঠিকভাবে প্রস্তুত নিশ্চিত করবে। চুক্তি উইং সরকার কর্তৃক অন্যান্য সরকার বা সংস্থার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি/সমঝোতার বাস্তবায়নের সকল ধাপে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।

২. অধস্তন আইনসমূহের সংকলন ও বিধিবদ্ধকরণ

ধরণ: অধস্তন আইনসমূহের সংকলন ও বিধিবদ্ধকরণ
তারিখ: জুন ২০২৬-এর মধ্যে বিধিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হবে এবং ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে অনলাইনে প্রকাশ সম্পন্ন হবে।

১৭৯৯ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান সকল অধস্তন আইন (বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, আদেশ ইত্যাদি) সংকলন করে প্রকাশ করা হবে। সংকলনের সম্পূর্ণ কাজ জুন ২০২৬-এর মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। পরবর্তীতে ডিসেম্বর ২০২৬-এর মধ্যে অনলাইনে প্রকাশ করা হবে।

সংকলন কার্যক্রম পাঁচটি প্যাকেজে সম্পন্ন হবে। তিনটি প্যাকেজের জন্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কাজ সম্পন্ন হলে সকল অধস্তন আইন হার্ড কপি ও সফট কপি উভয় আকারে এক জায়গায় পাওয়া যাবে, যা ব্যবহারকারীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে।

৩. "Laws of Bangladesh" ওয়েবসাইট হালনাগাদ

ধরণ: আইনে প্রবেশাধিকার
তারিখ: জুন ২০২৬ এর মধ্যে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হবে।

বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাদার সেবা সংগ্রহের জন্য এবং "Laws of Bangladesh" ওয়েবসাইট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলোর জমাকৃত প্রস্তাবসমূহ কারিগরি কমিটি মূল্যায়ন করছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. আইন প্রণয়ন প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট

ধরণ: প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা
তারিখ: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব/প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এটি একটি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তাদের আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে।

২. নির্বাচিত আইনসমূহের অনুবাদ

ধরণ: আইনে প্রবেশাধিকার
তারিখ: জুন ২০২৬ এর মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন হবে।

একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ১২০টি আইনের অনূদিত কপি জমা দিয়েছে। একটি প্যানেল কর্তৃক যাচাই-বাছাই শেষে কপিগুলো মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানো হয়েছে। আরও ১৩০টি আইন অনুবাদের জন্য পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

ধরণ: বিধিমালা (ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিধিমালা, ২০২৪)
তারিখ: ২৪ অক্টোবর ২০২৪
এই বিধিমালার উদ্দেশ্য হলো আইনগত কাগজপত্র থাকা ভূমি মালিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দ্রুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে ভূমি রক্ষা করা।

২. ভূমি সেবা সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন

ধরণ: নির্দেশিকা (ভূমি সেবা সহায়তা নির্দেশিকা, ২০২৫)
তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২০২৫
নির্ধারিত সেবা ফি'র বিনিময়ে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে নাগরিকদের ভূমি সেবা প্রদানের জন্য ভূমি সেবা সহায়তা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো আবেদন জমাদানের প্রক্রিয়া সহজ করা। এ পর্যন্ত ৬১টি জেলায় ৮২০টি ভূমি সেবা সহায়তা কেন্দ্র (LSFC) চালু করা হয়েছে।

৩. ভূমি আপিল বোর্ড

ধরণ: পূর্ববর্তী বিধিমালার সংশোধনী (ভূমি আপিল বোর্ড বিধিমালা, ২০২৫)
তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০২৫
ভূমি আপিল বোর্ড বিধিমালা অনুযায়ী, চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ যৌথভাবে পক্ষসমূহের শুনানি শেষে আপিল বা রিভিশন বিষয়ে আদেশ প্রদান করবেন এবং সেই আদেশ বোর্ডের আদেশ হিসেবে গণ্য হবে। সদস্য বা চেয়ারম্যান এককভাবে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন না।

৪. হাট ও বাজার স্থাপন এবং নির্মাণ

ধরণ: বিধিমালা 'হাট ও বাজার (স্থাপন ও নির্মাণ) বিধিমালা, ২০২৫'
তারিখ: ০৬ অক্টোবর, ২০২৫

এই বিধিমালা হাট ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বহুতল ভবন নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্য রয়েছে।

৫. অর্পিত সম্পত্তির ইজারা মূল্যহার নির্ধারণ

ধরণ: পরিপত্র
তারিখ: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক সংগঠনসমূহের (অ-বাণিজ্যিক ও অলাভজনক উদ্দেশ্যে পরিচালিত) অনুকূলে ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির ইজারা মূল্যহার নির্ধারণ করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. ভূমি ব্যবহার ও সংরক্ষণ

ধরণ: অধ্যাদেশ (ভূমি ব্যবহার ও কৃষিজমি সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫)
তারিখ: খসড়া চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে
খসড়া অধ্যাদেশটি কৃষিজমি সংরক্ষণ এবং ভূমির ভৌমরূপ, বৈশিষ্ট্য ও ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী অন্যান্য ভূমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে অঞ্চলভিত্তিক ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ রক্ষা করা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে।

২. বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা

ধরণ: বিধিমালা (বালু ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫)
তারিখ: খসড়া পর্যায়ে
এই বিধিমালার খসড়া আইনটির বিধানসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, বিশেষ করে জেলা ও মন্ত্রণালয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য।

৩. সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা

ধরণ: অধ্যাদেশ (সরকারি জলমহাল অধ্যাদেশ, ২০২৫)
তারিখ: প্রক্রিয়াধীন/ খসড়া আইন প্রণয়ন পর্যায়ে
সরকারি মালিকানাধীন জলাশয়ের দখল বজায় রাখা, রেকর্ড সংরক্ষণ, ইজারা প্রদান, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আশেপাশের পরিবেশ ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং রাজস্ব আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে এই খসড়া অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

ধরণ: নীতিমালা নির্দেশিকা (বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা নির্দেশিকা, ২০২৫)
তারিখ: প্রক্রিয়াধীন
সায়রাত মহালগুলোর মধ্যে বর্তমানে কেবল জলমহাল ও বালুমহালের ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা রয়েছে। কিন্তু ভাসান মহাল, কাঠ মহাল, খাস মহাল, পান মহাল, ফল মহাল ইত্যাদি অন্যান্য সায়রাত মহালের জন্য ব্যবস্থাপনা ও রাজস্ব আদায় নীতিমালা নেই। তাই ভূমি মন্ত্রণালয় 'বিবিধ সায়রাত মহাল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০২৫' প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে খসড়া চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে।

৫. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন

ধরণ: বিধিমালা (স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন বিধিমালা, ২০২৫)
তারিখ: প্রক্রিয়াধীন
স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন আইন, ২০১৭ এর ৪৯ ধারা অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় কার্যপ্রণালী সহজীকরণ ও বিস্তারিত করার জন্য স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও রিকুইজিশন বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে বিধিমালার খসড়া যাচাই/মতামতের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

৬. ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল

ধরণ: ম্যানুয়াল (ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল- ৪র্থ খণ্ড)
তারিখ: প্রক্রিয়াধীন
ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং কম্পট্রোলার অব অ্যাকাউন্টস (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারি করা পরিপত্র, নির্দেশনা,

আদেশ, নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রবিধান সংকলন করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়ালের ৪র্থ খণ্ড প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এটি প্রকাশনা পর্যায়ে রয়েছে।

৭. ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল শক্তিশালীকরণ

ধরণ: অর্গানোগ্রাম এবং জনবল কাঠামো ও সরঞ্জাম
তারিখ: প্রক্রিয়াধীন
ডিজিটাল ভূমি সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেলকে বিশেষায়িত ক্যাটাগরিতে উন্নীত করা হচ্ছে। বিদ্যমান ১১টি পদের পাশাপাশি ২৭টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে, ফলে মোট জনবল কাঠামো দাঁড়াবে ৩৮টি পদে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে সারসংক্ষেপ অনুমোদন ও স্বাক্ষর করেছেন।
এই উদ্যোগ ডিজিটাল ভূমি সেবার পর্যবেক্ষণ, উন্নয়ন এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে এবং বহিরাগত ভেন্ডরের উপর নির্ভরশীলতা কমাবে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. ভূমি সেবা অটোমেশন সিস্টেম

ধরণ: পাঁচটি সফটওয়্যার চালুকরণ
তারিখ: ১ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ২ মার্চ ২০২৫
ভূমি মন্ত্রণালয় একটি সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ ভূমি সেবা অটোমেশন সিস্টেম গড়ে তুলতে ভূমি সেবা গেটওয়ে, ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড ও মানচিত্র সিস্টেম, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম, ভূমি উন্নয়ন কর সিস্টেম এবং মিউটেশন সিস্টেম সংক্রান্ত সফটওয়্যারগুলোর নতুন সংস্করণ চালু করেছে।

২. বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় ডিজিটাইজড জরিপ পরিচালনা করে হালনাগাদ, ত্রুটিমুক্ত ও গতিশীল ভূমি রেকর্ড প্রস্তুত

ধরণ: বাংলাদেশের সমগ্র এলাকায় ডিজিটাইজড জরিপ পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।
তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশে একটি ডিজিটাইজড ভূমি জরিপ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। এই MoU-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজিটাইজড ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ সম্পন্ন করা এবং একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত হবে।

৩. রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এর আবাসন প্রকল্প এলাকায় ডিজিটাইজড জরিপ এবং নামজারি প্রক্রিয়া সহজ করে রেকর্ড অব রাইটস হালনাগাদ

ধরণ: ডিজিটাইজড জরিপ এবং নামজারি প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও সংশোধন
তারিখ: প্রক্রিয়া চলমান

নামজারি এবং ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের জনদুর্ভোগ দূর করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজউক ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ থেকে পেন্টাগ্রাফ সংগ্রহ করে ভূমি রেকর্ড হালনাগাদ করা এবং তাদের আবাসন প্রকল্পের প্লটধারীদের ভূমি রেকর্ড আধুনিকায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে রাজউকের পূর্বাচল আবাসন প্রকল্প এলাকায় একটি ডিজিটালাইজড জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জন অর্থ ও পরিকল্পনা খাতে সংস্কারের গতিপথ মূলত জুলাই অভ্যুত্থানের পরবর্তী বাস্তবতা দ্বারা প্রভাবিত, যা ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’ (স্বজনপ্রীতি নির্ভর পুঁজিবাদ) এবং আর্থিক অস্বচ্ছতার অবসানের দাবিকে একটি জনম্যান্ডেট হিসেবে বিবেচনা করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে অন্তর্বর্তী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হলো সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করা এবং পূর্ববর্তী শাসনামলে যে কাঠামোগুলো ব্যাপক পুঁজি পাচার সম্ভব করেছিল সেগুলো ভেঙে দেওয়া।

এই উদ্যোগগুলো কেবলমাত্র আর্থিক সমন্বয় নয়; বরং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের রক্ত ও আত্মত্যাগ থেকে জন্ম নেওয়া জনগণের ‘অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব’ পুনরুদ্ধারের একটি প্রয়াস হিসেবে দেখা হচ্ছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং ব্যাংকিং খাত পুনর্গঠনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। একই সময়ে পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান ও তথ্য মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো হচ্ছে যেন জাতীয় তথ্য আর রাজনৈতিক প্রতারণার হাতিয়ার না থাকে, বরং জনগণের বাস্তবতার একটি স্বচ্ছ প্রতিফলন হিসেবে উপস্থাপিত হয়।

এই খাতে প্রতিটি সংস্কারই ‘ন্যায্য অর্থনীতি’ প্রতিষ্ঠার অভ্যুত্থান-প্রণোদিত দাবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর কখনও নাগরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত না হয়।

সেক্টর–২
জন অর্থ ও পরিকল্পনা

অর্থ বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. পাবলিক অ্যাকাউন্টস অডিট অর্ডিন্যান্স, ২০২৫

ধরণ: পাবলিক অ্যাকাউন্টস অডিট অর্ডিন্যান্স: আইন সংশোধনকারী অধ্যাদেশ
তারিখ: ১৭ এপ্রিল ২০২৫ (মে ২০২৫-এ গেজেট প্রকাশিত)

এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য হলো সরকারি হিসাব নিরীক্ষার দক্ষতা ও সুশাসন উন্নত করা। বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি হিসাব নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, সরকারি তহবিলের আয় ও ব্যয়ে অধিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিরীক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে 'পাবলিক অ্যাকাউন্টস অডিট অর্ডিন্যান্স, ২০২৫' ৪ মে ২০২৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অর্ডিন্যান্স, ২০২৫ বাংলাদেশের সরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত হয়েছে। এতে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG)-এর ক্ষমতা, পরিধি এবং জবাবদিহিতা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে ডিজিটাল নিরীক্ষা পদ্ধতি, পারফরম্যান্স অডিট এবং স্বচ্ছতা ও সরকারি ব্যয়ের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের বিধান যুক্ত করা হয়েছে।

এই অধ্যাদেশের লক্ষ্য হলো আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক সুশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সততা জোরদার করা। ভবিষ্যতে এটি আরও জবাবদিহিমূলক, তথ্যভিত্তিক ও স্বচ্ছ সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করবে এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুশাসন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

২. আউটসোর্সিং নীতিমালায় সংশোধন: নারী কর্মীদের নিয়োগ ও কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ

ধরণ: নীতিমালা

অর্থ বিভাগ ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে 'আউটসোর্সিং সার্ভিস রিসিপ্ট পলিসি, ২০২৫' জারি করে।

এই নীতিমালার ধারা ৫(খ)(৩) অনুযায়ী:

‘যেসব কাজে নারী সেবাকর্মী অন্তর্ভুক্ত করা হলে সেবা প্রদান আরও কার্যকর হয়, সেসব ক্ষেত্রে নারী সেবাকর্মী নিয়োগে অগ্রাধিকার দিতে হবে।’

এই বিধান নিশ্চিত করে যে, যেসব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ আউটসোর্সড সেবার মান ও দক্ষতা বাড়ায়, সেখানে তাদের নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

অন্যান্য সংস্কার

১. অর্থবছর ২০২৫-২৬ এর সামাজিক সুরক্ষা বাজেট

ধরণ: বাজেট
তারিখ: জুন ২০২৫

অর্থবছর ২০২৪/২৫ এর সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের প্রায় ৪০% এমন কর্মসূচিতে বরাদ্দ করা হয়েছে যা সরাসরি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে না—যেমন সরকারি চাকরিজীবীদের পেনশন, সঞ্চয়পত্রের সুদ সহায়তা, এবং কৃষি ভর্তুকি। এসব কর্মসূচি বাদ দিলে জিডিপির তুলনায় সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের অংশ ২.৪৩% থেকে কমে ১.৭৮%-এ নেমে আসে।

‘সঞ্চয়পত্রের সুদ সহায়তা’ কর্মসূচিটি সামাজিক সুরক্ষা বাজেট থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থবছর ২০২৫/২৬ এর সামাজিক সুরক্ষা বাজেট নথিতে অর্থ বিভাগ দরিদ্রবান্ধব সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির একটি তালিকা প্রকাশ করবে, যাতে দরিদ্রদের লক্ষ্য করে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর একটি স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায়।

বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তাকে মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে বিবেচনা করে। এই ধারাবাহিকতায় সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট হিসেবে ১,২৬,৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে, যা মোট জাতীয় বাজেটের ১৬.০৪ শতাংশ।

জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে সরকার চলতি অর্থবছরে কর্মসূচির সংখ্যা যৌক্তিকীকরণ এবং সম্পদ বরাদ্দ আরও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি সরকার কিছু কর্মসূচি একীভূত করেছে এবং সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে যাতে এগুলোর সামগ্রিক কার্যকারিতা বাড়ে।

অর্থবছর ২০২৫-২৬ এ দারিদ্র্যপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সরকার আটটি প্রধান দরিদ্রবান্ধব কর্মসূচিতে আগের বছরের তুলনায় আরও ৩,১০৬ কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ দিয়েছে, যা ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। তুলনামূলকভাবে, অর্থবছর ২০২৪-২৫ এ এসব কর্মসূচির বরাদ্দ বৃদ্ধি ছিল মাত্র ৮.৫ শতাংশ।

বর্তমান সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি সিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার এখন একটি ডাইনামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, যা সরকারের অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারণ আরও নিখুঁত করবে। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান এবং অন্যান্য নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে যোগ্য সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হবে পক্ষপাতহীনভাবে, যা লক্ষ্য নির্ধারণজনিত ত্রুটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনবে।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১২ মে ২০২৫

রাজস্ব কর্তৃপক্ষকে পুনর্গঠন করে দুটি পৃথক সত্তায় বিভক্ত করার লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে:

- **রাজস্ব নীতি বিভাগ**
- **রাজস্ব প্রশাসন বিভাগ**

এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য হলো কর ব্যবস্থার দক্ষতা ও সুশাসন বৃদ্ধি করা, পাশাপাশি করভিত্তিক সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব আদায় উন্নত করা। তবে পরবর্তীতে এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় ২২ মে, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে যে, রাজস্ব নীতি প্রণয়ন এবং রাজস্ব প্রশাসন কার্যক্রমের যথাযথ পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে অধ্যাদেশে প্রয়োজনীয় সব সংশোধনী ৩১ জুলাই, ২০২৫-এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

২. ভ্যাট আইন ২০১২, আয়কর আইন ২০২৩ এবং কাস্টমস আইন ২০২৩-এর নির্ভরযোগ্য ইংরেজি পাঠ প্রস্তুত ও প্রকাশ

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে উপরোক্ত তিনটি আইনের নির্ভরযোগ্য ইংরেজি সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে। আয়কর আইন ২০২৩ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তবে **মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২** এবং **কাস্টমস আইন, ২০২৩** এখনও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

৩. কর ব্যয় নীতি এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন

ধরণ: নীতি
তারিখ: ১ জুলাই ২০২৫

রাজস্ব বৃদ্ধি এবং কর-জিডিপি অনুপাত উন্নত করার লক্ষ্যে **কর ব্যয় নীতি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো** প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আইন প্রণয়ন ছাড়াই ছাড়/অব্যাহতি প্রদানের ক্ষেত্রে এনবিআর ও সরকারের বিবেচনাধীন ক্ষমতার অবসান ঘটানো হয়েছে। এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করে এবং অপব্যবহার প্রতিরোধ করে। নীতিটি ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে।

৪. কাস্টমস কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা ২০২৪–২০২৮ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

ধরণ: পরিকল্পনা

এনবিআর **কাস্টমস কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (২০২৪–২০২৮)** চালু করেছে, যার লক্ষ্য হলো বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি, রাজস্ব প্রবৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, আধুনিকায়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। পরিকল্পনাটি রাজস্ব, বাণিজ্য অংশীদারিত্ব, নিরাপত্তা এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল প্রণয়ন

ধরণ: পরিকল্পনা

কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি এবং টেকসই রাজস্ব প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এনবিআর **মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব কৌশল** প্রণয়ন করেছে। এটি অর্থবছর **২০২৫–২৬ থেকে ২০৩৪–৩৫** পর্যন্ত সময়কালকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এতে ছয়টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

1. অটোমেশন (স্বয়ংক্রিয়করণ)
2. কর-জিডিপি অনুপাত ১০.৫%-এ উন্নীত করা
3. কর পরিপালন বৃদ্ধি
4. কর ঘাটতি কমানো
5. সমানভাবে আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা

6. সততা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি

এই কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুশাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে।

২. 'বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো' এর মাধ্যমে সকল সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট বাধ্যতামূলকভাবে অনলাইনে ইস্যু

ধরণ: সেবা
তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW) ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। এটি ১৯টি সংস্থাকে কাস্টমসের **ASYCUDA World** সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করেছে, ফলে আমদানি-রপ্তানি ছাড়পত্র প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়েছে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW) সিস্টেমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে **৬ লাখেরও বেশি সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট** ইস্যু করা হয়েছে, যার মধ্যে **৯৫%** অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার **১ দিনের মধ্যে** ইস্যু করা হয়েছে।

৩. স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু

ধরণ: সিস্টেম
তারিখ: ০১ জানুয়ারি ২০২৫

স্বয়ংক্রিয় কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যা বন্ড লাইসেন্সিং, অডিটিং এবং ওয়্যারহাউস ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় প্ল্যাটফর্ম। এটি ১ জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর রয়েছে এবং সকল কার্যক্রম ডিজিটাল করেছে। খুব শিগগিরই এটি বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো (BSW)-এর মতো বাধ্যতামূলক করা হবে।

৪. অডিট কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অডিট নির্দেশিকা প্রণয়ন

ধরণ: নির্দেশিকা

ব্যক্তিগত করদাতাদের অডিট নির্বাচন সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। কর্পোরেট অডিটের জন্য আইনসম্মত, স্বচ্ছ ও ন্যায্য কর নির্ধারণ নিশ্চিত করতে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪
ধরন: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৪
বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৭/১৯৭২) আরও সংশোধন করা হয়েছে। এতে 'গভর্নর ৬৭ বছর বয়সে পৌঁছালে তিনি পদে বহাল থাকতে পারবেন না'—এই শর্তযুক্ত বিধানটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

২. ব্যাংক রেজোলিউশন অধ্যাদেশ, ২০২৫
ধরন: অধ্যাদেশ প্রণয়ন
তারিখ: ০৯ মে ২০২৫ (গেজেট প্রজ্ঞাপন)
নির্ধারিত ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতি, তারল্য সংকট, দেউলিয়াত্ব বা ব্যাংকের অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ফেলা অন্যান্য ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যাংকসমূহের রেজোলিউশন/সমাধানের জন্য একটি আইনগত কাঠামো প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যাংক রেজোলিউশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক বিষয়াদি মোকাবিলায় সহায়ক হবে।

৩. গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫
ধরন: অধ্যাদেশ সংশোধন
তারিখ: ১২ মে ২০২৫ (১২ মে ২০২৫ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত)
গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা/সদস্যদের মালিকানা অংশ বৃদ্ধি এবং পরিচালনা পর্ষদে ঋণগ্রহীতা/সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে।

৪. নন-লাইফ বীমাকারীদের সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধানমালা, ২০২৪
ধরন: প্রবিধানমালা প্রণয়ন
তারিখ: ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ (গেজেটে প্রকাশিত)

নন-লাইফ (সাধারণ) বীমা ব্যবসায় সলভেন্সি মার্জিন বজায় রাখাকে সহজতর করার জন্য নন-লাইফ বীমাকারীদের সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধানমালা, ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫. লাইফ বীমাকারীদের সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধানমালা, ২০২৪

ধরন: প্রবিধানমালা প্রণয়ন
তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৪ (গেজেটে প্রকাশিত)
লাইফ (জীবন) বীমা ব্যবসায় সলভেন্সি মার্জিন বজায় রাখাকে সহজতর করার জন্য লাইফ বীমাকারীদের সলভেন্সি মার্জিন প্রবিধানমালা, ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. বীমা এজেন্ট (নিয়োগ, নিবন্ধন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২১ (সংশোধন)

ধরন: প্রবিধানমালা সংশোধন
তারিখ: ২২ জুলাই ২০২৫ (গেজেটে প্রকাশিত)
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বীমা এজেন্টদের নিবন্ধন ও লাইসেন্স নবায়ন কার্যক্রম দ্রুততর করার লক্ষ্যে বীমা এজেন্ট (নিয়োগ, নিবন্ধন ও লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২১ সংশোধন করা হয়েছে।

৭. বীমাকারীর রাজস্ব হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং ব্যালেন্স শিট প্রবিধানমালা, ২০২৫

ধরন: প্রবিধানমালা প্রণয়ন
তারিখ: ২৮ আগস্ট ২০২৫ (গেজেটে প্রকাশিত)
বীমা ব্যবসার পৃথক হিসাব প্রণয়ন, রাজস্ব হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং ব্যালেন্স শিট প্রস্তুতিকে সহজতর করার জন্য বীমাকারীর রাজস্ব হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং ব্যালেন্স শিট প্রবিধানমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকের (ডিজিএম পর্যন্ত) কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন

ধরন: নীতিমালা
তারিখ: ০৪ আগস্ট ২০২৫ (প্রজ্ঞাপন জারি)
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের জন্য পৃথক দুটি অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো (ডিজিএম পর্যন্ত) কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বৈষম্য দূর করা, পদোন্নতি ও পদায়নে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা এবং দেশের ব্যাংকিং খাতে দক্ষ জনবল সরবরাহ করা।

৯. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রণীত 'ইনসেনটিভ বোনাস নির্দেশিকা' সংশোধন

ধরন: নির্দেশিকা সংশোধন

তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (প্রজ্ঞাপন জারি)

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, রাষ্ট্রায়ত্ত বিশেষায়িত ব্যাংক, তফসিলভুক্ত বিশেষায়িত ব্যাংক, অ-তফসিলভুক্ত বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের ইনসেনটিভ বোনাস প্রদানের বিদ্যমান নির্দেশিকাগুলো হালনাগাদ করার জন্য সংশোধন করা হয়েছে।

১০. পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন

ধরন: টাস্কফোর্স গঠন

তারিখ: ০৭ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুঁজিবাজারের সামগ্রিক উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

১১. আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন

ধরন: টাস্কফোর্স গঠন

তারিখ: ১৫ জানুয়ারি ২০২৫

বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১২ সদস্যবিশিষ্ট আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি অর্থপাচার প্রতিরোধ আইন ও বিধিমালা সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে, যাতে এই কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করা যায়।

১২. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি শেয়ারযুক্ত বেসরকারি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য চেয়ারম্যান/পরিচালক নিয়োগ নির্দেশিকা, ২০২৫

ধরন: নির্দেশিকা সংশোধন

তারিখ: ২৭ অক্টোবর ২০২৫

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি শেয়ারযুক্ত বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান/পরিচালক নিয়োগে শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

১৩. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন

ধরন: পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন

সময়কাল: আগস্ট ২০২৪ থেকে জুলাই ২০২৫

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন ৩১টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং ৮৪ জন নতুন পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৬টি বিশেষায়িত ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ মোট ১৭টি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদে নতুন চেয়ারম্যান ও এমডি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

১৪. ব্যাংকের মূলধন বৃদ্ধি

ধরন: মূলধন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১,৫০০ কোটি টাকা থেকে ৫,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মসংস্থান ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১,০০০ কোটি টাকা থেকে ২,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং পরিশোধিত মূলধন ৫৫৯ কোটি টাকা থেকে ১,৫৫৯ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা থেকে ২,০০০ কোটি টাকায় এবং পরিশোধিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা থেকে ১,৩০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১,০০০ কোটি টাকা থেকে ৬,০০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৫. মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬

ধরন: অধ্যাদেশ

তারিখ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৬

মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনগত কাঠামোর অভাব দূর করতে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক অধ্যাদেশ, ২০২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নকে লক্ষ্য করে 'সামাজিক ব্যবসা' ভিত্তিক নতুন ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এতে জেলা, বিভাগীয় বা জাতীয় পর্যায়ে মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যাংক পরিচালনার অনুমোদন রয়েছে এবং বিদ্যমান ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং কাঠামোর মধ্যে সম্প্রসারণে সহায়তা করবে। অধ্যাদেশটি সুশাসন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করবে এবং বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকারে আসবে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭২ সংশোধন

ধরন: আদেশ সংশোধন

তারিখ: কার্যক্রম চলমান

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন আদেশ, ১৯৭২ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের মুনাফা থেকে অবশিষ্ট লাভ সংরক্ষণ করে কর্পোরেশনের ঋণ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

২. আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরন: অধ্যাদেশ

তারিখ: কার্যক্রম চলমান

বিদ্যমান ব্যাংক ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স আইন, ২০০০-এর আওতায় ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো অন্তর্ভুক্ত নয় এবং আমানত সুরক্ষা বিষয়ে পর্যাপ্ত বিধান নেই। তাই উক্ত আইন বাতিল করে ব্যাংকিং কোম্পানি ও বাংলাদেশে পরিচালিত ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলোর গৃহীত আমানত সুরক্ষার জন্য নতুন বিধান প্রণয়ন করতে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

৩. দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ

ধরন: অধ্যাদেশ

তারিখ: কার্যক্রম চলমান

আর্থিক খাতে অকার্যকর (নন-পারফর্মিং) ও দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদের কার্যকর ব্যবস্থাপনা, নিষ্পত্তি এবং পুনরুদ্ধারের জন্য আইনগত কাঠামো শক্তিশালী করতে সরকার দুর্দশাগ্রস্ত সম্পদ ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন সংশোধন

ধরন: আইন সংশোধন

তারিখ: কার্যক্রম চলমান

পুঁজিবাজারের উন্নয়ন, কার্যকারিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন সংশোধনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৫. বীমা রেজোলিউশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন
ধরন: অধ্যাদেশ প্রণয়ন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
বীমা খাতে সংকটগ্রস্ত বীমা কোম্পানিগুলোর একীভূতকরণ, অধিগ্রহণ, অবসায়ন এবং পুনঃপুঁজিকরণ সহজতর করার লক্ষ্যে বীমা রেজোলিউশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হবে।

৬. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি অধ্যাদেশ, ২০২৫
ধরন: অধ্যাদেশ
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৬ (খসড়া ইতোমধ্যে প্রণীত)
একাডেমির আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. বীমা আইন, ২০১০ সংশোধন
ধরন: আইন সংশোধন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
বীমা আইন, ২০১০ সংশোধনের মাধ্যমে দ্রুত বীমা দাবি নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা; বীমা গ্রাহকের অর্থের অপব্যবহার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা; এবং বীমা খাতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

৮. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ সংশোধন
ধরন: আইন সংশোধন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
বীমা খাত উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে অধিকতর সক্ষমতা প্রদানের লক্ষ্যে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ সংশোধন করা হচ্ছে।

৯. বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ সংশোধন
ধরন: আইন সংশোধন
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৬ (খসড়া প্রণীত)
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং জীবন বীমা কর্পোরেশনসহ দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি এবং আইনে কিছু নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ সংশোধন
ধরন: আইন সংশোধন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
উক্ত আইন সংশোধনের মাধ্যমে গ্রাহক সুরক্ষা/অধিকার নিশ্চিত করা হবে। মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের গ্রামীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি করে তহবিল সরবরাহ বাড়ানো হবে। ফলে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানের সুশাসন, ঝুঁকি হ্রাস এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

১১. ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা-২০১২ সংশোধন
ধরন: বিধিমালা সংশোধন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
ইন্স্যুরেন্স ব্যবসা নিবন্ধন ফি বিধিমালা, ২০১২ সংশোধনের মাধ্যমে বীমা কোম্পানির নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা হবে এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

১২. 'ইন্স্যুরারের অ্যাডভাইজর নিয়োগ (যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা) প্রবিধানমালা, ২০২৫' প্রণয়ন
ধরন: প্রবিধানমালা
তারিখ: ডিসেম্বর, ২০২৫ (লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন)
যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজর নিয়োগ প্রবিধানমালা-২০২৫ প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩. 'ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার এবং লস অ্যাডজাস্টারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আচরণবিধি প্রবিধানমালা-২০২৫' প্রণয়ন
ধরন: প্রবিধানমালা
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫ (লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিং সম্পন্ন)
বীমা সার্ভেয়ারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ইন্স্যুরেন্স সার্ভেয়ার এবং লস অ্যাডজাস্টারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও আচরণবিধি প্রবিধানমালা-২০২৫ প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪. 'ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা-২০১২' সংশোধন
ধরন: প্রবিধানমালা সংশোধন

তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫ (ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পাঠানোর কার্যক্রম চলমান)
বীমা কোম্পানিগুলোর জন্য দক্ষ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে 'ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ ও অপসারণ) প্রবিধানমালা-২০১২' সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫. জীবন বীমা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমাবদ্ধতা বিধিমালা, ২০২০ সংশোধনী

ধরণ: বিধিমালা সংশোধন
তারিখ: জুন ২০২৬ (খসড়া প্রণীত)
জীবন বীমা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমাবদ্ধতা বিধিমালা, ২০২০ সংশোধন করা হচ্ছে জীবন বীমা কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর জন্য এবং পলিসিধারীদের স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে।

১৬. নন-লাইফ (সাধারণ) বীমা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমাবদ্ধতা বিধিমালা, ২০১৮ সংশোধনী

ধরণ: বিধিমালা সংশোধন
তারিখ: জুন ২০২৬ (খসড়া প্রণীত)
নন-লাইফ বীমা ব্যবসা ব্যবস্থাপনা ব্যয় সীমাবদ্ধতা বিধিমালা, ২০১৮ সংশোধন করা হচ্ছে সাধারণ বীমা কোম্পানিগুলোর ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানোর জন্য এবং বীমাকারীদের দাবি নিষ্পত্তির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে।

১৭. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ সংশোধনী

ধরণ: বিধিমালা সংশোধন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
উক্ত বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে গ্রাহক সুরক্ষা/অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানে গ্রাহকদের গ্রামীণ সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তহবিল সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসন, ঝুঁকি হ্রাস এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

১৮. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি/পদায়ন নীতিমালা সংশোধন

ধরণ: নীতিমালা সংশোধন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করা হচ্ছে যাতে নিয়োগ ও পদোন্নতিতে বৈষম্য দূর করা যায়, পদোন্নতি ও পদায়নে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা যায় এবং দেশের ব্যাংকিং খাতে দক্ষ জনবল সরবরাহ করা যায়।

১৯. বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন গাড়ি ঋণ নীতিমালা প্রণয়ন

ধরণ: নীতিমালা প্রণয়ন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
বিশেষায়িত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য অভিন্ন গাড়ি ঋণ নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নীতিমালার একরূপতা আনা যায় এবং এ বিষয়ে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা যায়।

অন্যান্য সংস্কার

১. মাইক্রোফাইন্যান্স সেবার ডিজিটালাইজেশন

ধরণ: মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা ডিজিটালাইজেশন
তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪
মাইক্রোফাইন্যান্স সেবার ডিজিটালাইজেশন সময়, যাতায়াত ও ব্যয় সাশ্রয় করবে, কারণ এতে শারীরিক নথিপত্র ও ম্যানুয়াল অনুমোদনের প্রয়োজন কমে যাবে। এখন গ্রাহকদের দ্রুত সেবা প্রদান সম্ভব। অনলাইন প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রমের মাধ্যমে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও আধুনিক হয়েছে। অনুমোদন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

২. পাঁচটি (৫) সংকটাপন্ন ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক একীভূত করে নতুন একক (১) ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

ধরণ: নতুন ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা
তারিখ: চলমান
ব্যাংকিং খাতে সামগ্রিক আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সুশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত

করার লক্ষ্যে পাঁচটি সংকটাপন্ন তালিকাভুক্ত ব্যাংক—ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, ইউনিয়ন ব্যাংক পিএলসি, এক্সিম ব্যাংক পিএলসি এবং সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি—এর অ্যাসেট কোয়ালিটি রিভিউ (AQR) সম্পন্ন করা হয়েছে। এসব সংকটাপন্ন ব্যাংক আমানতকারীদের অর্থ এবং রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বিলের বিপরীতে প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, এই পাঁচটি (০৫) সংকটাপন্ন ইসলামি শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক সমাধানের মাধ্যমে 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক' নামে একটি নতুন শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত হয়েছে।

৩. পুঁজিবাজার নজরদারি ব্যবস্থা উন্নয়ন

ধরণ: সিস্টেম উন্নয়ন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
পুঁজিবাজারে কারসাজি দূর করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে পুঁজিবাজার নজরদারি ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। কর্মসূচিটি ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।

৪. আর্থিক সেবার ডিজিটাইজেশন

ধরণ: ডিজিটাইজেশন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে আর্থিক সেবা ডিজিটালাইজ করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংকের রেমিট্যান্স প্রসেসিং সিস্টেম সফটওয়্যার এক্সচেঞ্জ হাউস 'ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ'-এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে ব্যবহার করে শাখা কাউন্টারে চেকের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফি, সরকারি সেবা ফি, ইউটিলিটি বিল, ভ্যাট, কর, ইনভয়েস ইত্যাদি পরিশোধ করা হচ্ছে। সোনালী ব্যাংক পিএলসি কর্তৃক উন্নয়নকৃত 'জীবন বীমা কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম সংগ্রহ' মডিউলটি গ্রাহকদের নিকট থেকে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সকল বীমা প্রিমিয়াম ও অন্যান্য ফি/চার্জ সংগ্রহের জন্য লাইভ অপারেশনে চালু করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক রিয়েল টাইম রেমিট্যান্স ক্রেডিট সেবা চালু করেছে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

চলমান সংস্কার

১. বাংলাদেশে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসন সংস্কারে অর্থায়ন

ধরণ: সুশাসন
তারিখ: জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৮
জুলাই ২০২৪-এর ছাত্র জনতার গণআন্দোলন এবং পরবর্তী অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ গ্রহণের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে এবং বাংলাদেশ একটি রূপান্তরকালীন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই প্রেক্ষাপটে, নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণে এবং বিশেষ করে গণআন্দোলনের পর বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এর উদ্দেশ্য অর্জনে মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও সুশাসন খাতে সংস্কার কার্যক্রমে ডেনমার্ক রাজ্য সরকার অর্থায়ন করেছে।

অন্যান্য সংস্কার

১. বৈদেশিক সম্পদ আহরণে প্রকল্প প্রস্তুতি মানদণ্ড

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন
তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২৫
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে বৈদেশিক অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের সময়মতো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, অর্থের সময়মূল্য সংরক্ষণ করা এবং ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করার লক্ষ্যে ‘প্রকল্প প্রস্তুতি’ বিষয়ে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই প্রকল্প প্রস্তুতি মানদণ্ড উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। ঋণচুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে:

(ক) পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট খাতভিত্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি অনুমোদন।
(খ) প্রকল্প পরিচালক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ।
(গ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বা তার অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ।
(ঘ) ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা দাখিল।
(ঙ) পণ্য/কাজ/সেবার ব্যয় নিরূপণ ও খসড়া দরপত্র নথি প্রস্তুতকরণ এবং যেখানে প্রযোজ্য

সেখানে চুক্তি প্রদান পর্যন্ত সম্পূর্ণ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ।
(চ) যেখানে প্রযোজ্য সেখানে সাবসিডিয়ারি লোন এগ্রিমেন্ট এর শর্তাবলীতে অর্থ বিভাগ থেকে সম্মতি গ্রহণ, যা উন্নয়ন সহযোগী ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত ঋণচুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
(ছ) প্রকল্পের ভৌত নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সুবিধাসমূহ পুনর্বিন্যাসের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে সুস্পষ্ট ও সময়সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা চূড়ান্তকরণ।

২. গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন
সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৫ – জানুয়ারি ২০২৬

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় জাতীয় পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs)-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে ঋণ, অনুদান এবং কারিগরি সহযোগিতা সংগ্রহ ও সমন্বয় করে। দক্ষতার সঙ্গে এসব সম্পদ সংগ্রহের জন্য ঋণ পরিশোধ পরিকল্পনা এবং সুদের হার, গ্রেস পিরিয়ড ও মেয়াদ বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরি। ঋণ ব্যবস্থাপনা টেকসই রাখতে এবং ঋণ-উপকরণ সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের জন্য ERD-তে একটি গবেষণা শাখা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এই সংস্কার সরকারি সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে এবং বাস্তবসম্মত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করবে। এর ফলে গবেষণাভিত্তিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য RM&PR নামে একটি উপ-শাখা ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়াও, পূর্ণাঙ্গ RM&PR উইং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল/পদ সৃষ্টি সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ১৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

৩. ERD-এর জন্য এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP) সফটওয়্যার উন্নয়ন

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন
সময়কাল: বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২৫ – জুন ২০২৮

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় করে। বৈদেশিক সম্পদ সংগ্রহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ERD ঋণ ও অনুদান পর্যবেক্ষণের জন্য এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP) সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করবে। ERP সিস্টেমের আওতায় থাকবে ইনভেন্টরি, সাপ্লাই চেইন, প্রশিক্ষণ, সভা,

চুক্তি, ঋণ, প্রকল্প এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, পরিকল্পনা কমিশন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে এই সফটওয়্যার সমন্বিত হবে, যাতে ব্যবহৃত সম্পদের অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন সহজ হয়।

৪. স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি যথাযথ বাস্তবায়ন

ধরণ: স্বল্পোন্নত দেশের মর্যাদা থেকে উত্তরণ
সময়কাল: ফেব্রুয়ারি ২০২৫ – উত্তরণ পর্যন্ত

বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) মর্যাদা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD) সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের পরামর্শক্রমে স্মুথ ট্রানজিশন স্ট্র্যাটেজি (STS) প্রণয়ন করেছে। STS বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি মনিটরিং ও মূল্যায়ন কাঠামো ইতোমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। ERD বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস-এর সভাপতিত্বে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে।

৫. বৈদেশিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

ধরণ: আর্থিক সক্ষমতা ব্যবস্থাপনা
সময়কাল: জুলাই ২০২৫ – এপ্রিল ২০২৮

উন্নয়ন কৌশল শক্তিশালীকরণ এবং বৈদেশিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ইতোমধ্যে “Capacity Enhancement of Foreign Assistance and Debt Management” প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো বৈদেশিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা (ঋণ, অনুদান এবং কারিগরি সহায়তা) ডিজিটালাইজশেন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা, যাতে টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিত হয়। প্রকল্পের নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে Foreign Aid Budget and Accounts (FABA) এবং Foreign Assistance Management System-এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, যা উন্নত ঋণ ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিশ্লেষণ ব্যবস্থা ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হবে।

৬. আইন সেল প্রতিষ্ঠা

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন
সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৫ – জানুয়ারি ২০২৬

বিভিন্ন উন্নয়ন অংশীদারের সাথে ঋণ আলোচনা চলাকালীন ERD-এর কর্মকর্তাদের ঋণ-উপকরণসমূহ পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে ঋণ চুক্তির বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অনেক সময় অর্থায়ন উপকরণ সংক্রান্ত আইনগত বিষয়গুলো যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। আইন কর্মকর্তা পদ সৃষ্টি করা হলে অর্থায়ন চুক্তির অন্তর্নিহিত আইনগত জটিলতা নিরসনে সহায়তা পাওয়া যাবে, যা বৃহত্তর জনস্বার্থ সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। ফলে খসড়া ঋণ চুক্তির আইনগত দিকসমূহ যথাযথ সতর্কতা ও যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যাবে।

৭. নতুন অর্থনৈতিক মিশন স্থাপন

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন
সময়কাল: জানুয়ারি ২০২৫ – মার্চ ২০২৭

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল, ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা, ব্রাজিলের সাও পাওলো, যুক্তরাজ্যের লন্ডন এবং রাশিয়ার মস্কোতে নতুন মিশন স্থাপন যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ঋণ ও সহায়তা ব্যবস্থাপনা সহজ করবে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। এসব নতুন মিশন উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন ঘাটতি পূরণে নতুন অর্থায়নের সুযোগ অনুসন্ধানে সহায়ক হবে।

পরিকল্পনা বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. অর্থনীতির পুনঃকৌশল নির্ধারণ এবং ন্যায়সঙ্গত ও টেকসই উন্নয়নের জন্য সম্পদ আহরণ

ধরণ: টাস্কফোর্স প্রতিবেদন
তারিখ: জানুয়ারি ২০২৫

জেনারেল ইকোনমিকস ডিভিশন (GED) একটি কল্যাণমুখী স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন কৌশল প্রকাশ করেছে, যা একটি টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত। এই কৌশলটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, জনসেবা প্রদান, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। এই দেশীয় উদ্যোগটি জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করে এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

GED-এর পত্র নং ২০.০১.০০০০.০৬০.৯৯.৫০৩.২০২৩-১৫০ (তারিখ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫) অনুসারে, স্থানিক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি, “Re-Strategising the Economy and Mobilizing Resources for Equitable and Sustainable Development” শীর্ষক কৌশল প্রণয়ন করা হবে, যেখানে শ্বেতপত্র, টাস্কফোর্সের অনুসন্ধান, বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবী জাতীয় পর্যালোচনা ২০২৫, এবং জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকসহ বিভিন্ন সংস্কার উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. সেক্টর বাউন্ডারি গাইডলাইন প্রণয়ন

ধরণ: নীতি ও পরিকল্পনা
তারিখ: অক্টোবর ২০২৪

২০২১ সাল থেকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এর জন্য খাতভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস ১৭টি খাত থেকে পুনর্বিন্যাস করে ১৫টি খাতে আনা হয়েছে (যা অর্থ বিভাগের শ্রেণিবিন্যাসের অনুরূপ), যাতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং MTBF প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য থাকে। নতুন শ্রেণিবিন্যাসটি COFOG (Classification of the Functions of Government)-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে।

অতএব, নতুন ১৫টি খাতের আওতায় খাত/উপখাতের সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাগুলোর জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি **সেক্টর বাউন্ডারি গাইডলাইন** প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৩. বিআইডিএস সার্ভিস রুলস ২০২৪

ধরণ: বিআইডিএস সার্ভিস রুলস ২০২৪ এবং অর্গানোগ্রাম সংশোধন/পরিমার্জন
তারিখ: নভেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর বর্তমান বিধিমালা ও অর্গানোগ্রাম ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয়েছিল। পরিবর্তিত গবেষণা ক্ষেত্র এবং উন্নয়ন চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রাখতে এগুলো সংশোধন ও হালনাগাদের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

i) উদীয়মান সামাজিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের কারণে আগামী কয়েক দশকে গবেষণার পরিধি ও ব্যাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এজন্য প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রামে গবেষণা পদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পদোন্নয়নের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ii) উন্নয়নের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দুটি নতুন গবেষণা বিভাগ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং সহায়ক ইউনিটসমূহ সম্প্রসারণের প্রস্তাব রয়েছে।

iii) গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রচার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করতে একটি '**কমিউনিকেশন অ্যান্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট**' ইউনিট প্রস্তাব করা হয়েছে।

৪. বহু-বছর মেয়াদি সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) প্রণয়ন

ধরণ: সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা
তারিখ: অক্টোবর ২০২৪

সরকারি বিনিয়োগের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের উদ্দেশ্যে **মিডিয়াম-টার্ম বাজেট ফ্রেমওয়ার্ক (MTBF)**-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে MYPIP প্রণয়ন করা হচ্ছে।

এই সংস্কারের আওতায় নিম্নোক্ত খাতসমূহের জন্য MYPIP তৈরি করা হবে:
১) পরিবহন ও যোগাযোগ
২) কৃষি
৩) পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ

৪) আবাসন ও কমিউনিটি সুবিধাসমূহ
৫) শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা

৫. তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল জরিপ

ধরণ: জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল তথ্য সংগ্রহ
তারিখ: নভেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)-এর পাঁচটি গবেষণা বিভাগ রয়েছে, যেখানে গবেষকরা বাংলাদেশের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ, বৃহত্তর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক বিষয়সমূহ নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করেন। এসব জরিপ প্রতিবেদন সরকারের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করে।

পূর্বে এসব জরিপের তথ্য সংগ্রহ হাতে-কলমে করা হতো। জরিপ ফরম কাগজে তৈরি করে মুদ্রণ করা হতো, মাঠ পর্যায়ে পূরণ করা হতো এবং পরবর্তীতে কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি করে সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হতো। বর্তমানে নির্বাচিত গবেষণার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে ডিজিটাল পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং ট্যাবলেট ব্যবহার করে ইলেকট্রনিকভাবে জরিপ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. খাতভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (যেমন: পরিবহন খাত পরিকল্পনা)

ধরণ: নীতি
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

সুষম খাতভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য খাত পরিকল্পনাগুলোকে দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হচ্ছে। ফলে, মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে প্রকল্প, বিনিয়োগ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল উল্লেখ করে বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

খাতভিত্তিক চাহিদা মূল্যায়ন এবং অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পদ বরাদ্দ নির্ধারণ করা হবে এবং 'জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ' এর অনুমোদনের জন্য চূড়ান্ত প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত করা হবে, যা ভবিষ্যৎ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নে দিকনির্দেশনা দেবে।

৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ তিনটি কমিটি গঠন করেছে, যাতে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, পরিবহন ও যোগাযোগ, এবং আবাসন ও কমিউনিটি সুবিধা খাতের জন্য কনসেপ্ট নোট প্রণয়ন করা যায়। বর্তমানে এসব খসড়া নথি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে পরামর্শ সভা ও আলোচনা চলমান রয়েছে।

পরিসংখ্যান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-কে জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে উন্নীতকরণ

ধরন: উপদেষ্টা কমিটি গঠন
অবস্থা: চলমান

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (**বিবিএস**)-কে একটি সর্বজনস্বীকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা হিসেবে রূপান্তর করা এবং এর তথ্য-উপাত্তের স্বচ্ছতা ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করাই এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে ছয়টি উইংভিত্তিক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি (Technical Advisory Committees - TACs) গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই কমিটিগুলোতে প্রধান অংশীজন, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন, যা **বিবিএস**-এর সকল মূল পরিসংখ্যান ডোমেইনে উচ্চমানের দিকনির্দেশনা, কারিগরি তদারকি এবং অংশীজনদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করবে।

প্রস্তাবিত কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিগুলো নিম্নরূপ:

i. জাতীয় হিসাব উইং উপদেষ্টা কমিটি

ফোকাস: জাতীয় হিসাব, সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচক, জিডিপি নিরূপণ এবং সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান।

ii. জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্য উইং উপদেষ্টা কমিটি

ফোকাস: জনসংখ্যা পরিসংখ্যান, জনমিতিক প্রবণতা, জনস্বাস্থ্য সূচক এবং সামাজিক পরিসংখ্যান।

iii. কৃষি উইং উপদেষ্টা কমিটি

ফোকাস: কৃষি উৎপাদন, ফসল পরিসংখ্যান, ভূমি ব্যবহার এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য।

iv. কম্পিউটার উইং উপদেষ্টা কমিটি

ফোকাস: তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, আইসিটি অবকাঠামো, তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং **বিবিএস**-এর ডিজিটাল রূপান্তর।

v. জনশুমারি (Census) উইং উপদেষ্টা কমিটি

ফোকাস: জনশুমারি কার্যক্রম, পদ্ধতি, গণনা প্রক্রিয়া এবং শুমারি তথ্য প্রচার/বিতরণ।

vi. শিল্প ও শ্রম উইং উপদেষ্টা কমিটি

ফোকাস: শিল্প পরিসংখ্যান, শ্রমশক্তি জরিপ, কর্মসংস্থান তথ্য এবং কর্মক্ষেত্র-সম্পর্কিত সূচক।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্স গঠন করে বিবিএস শক্তিশালীকরণ

অবস্থা: খসড়া প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে

২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক (পরিসংখ্যান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অধীন) প্রণীত পরিসংখ্যানের গুণগত মান, স্বচ্ছতা ও প্রাপ্যতা পর্যালোচনা এবং প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৮ (আট) সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়।

এই টাস্কফোর্সটি ড. হোসাইন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (PPRC)-এর সভাপতিত্বে গঠিত হয়।

টাস্কফোর্সের কার্যপরিধি (Terms of Reference) নিম্নরূপ:

A. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সকল পরিসংখ্যান কার্যক্রমের গুণগত মান, হিসাব পদ্ধতি এবং স্বচ্ছতা বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা;

B. নির্দিষ্ট কার্যবিধির আওতায় **বিবিএস**-এর জরিপ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা:
i. একটি মূল জরিপ তালিকা নির্ধারণ করা, যার ব্যয় রাজস্ব খাত থেকে বহন করা হবে;
ii. এসব জরিপের জন্য বাধ্যতামূলক সময়সূচি এবং পূর্বনির্ধারিত প্রকাশ ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করা;
iii. বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা, জাতীয় আয় ও মুদ্রাস্ফীতি নিরূপণ ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা;
iv. বিশেষ করে মুদ্রাস্ফীতি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন জরিপের ফলাফল বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অর্পণ করা;

C. অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জরিপ ও পরিসংখ্যান প্রকাশনার সাথে **বিবিএস**-এর জরিপ ও প্রকাশনাকে সমন্বয় ও সামঞ্জস্যকরণের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করা;

D. পরিসংখ্যানকে জনকল্যাণমূলক সম্পদ হিসেবে রূপান্তরের লক্ষ্যে **বিবিএস** কর্তৃক উৎপাদিত তথ্যভান্ডারে নাগরিকদের প্রবেশাধিকার পদ্ধতিগতভাবে সহজতর করার সুপারিশ প্রণয়ন করা;

E. পরিসংখ্যান আইন, ২০১৩ সংশোধনের জন্য প্রস্তুত খসড়া পর্যালোচনা, বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো ও মানবসম্পদ বিশ্লেষণ এবং প্রতিষ্ঠানকে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর জাতীয় পরিসংখ্যান সংস্থায় উন্নীত করার সুপারিশ প্রণয়ন করা।

টাস্কফোর্সের খসড়া প্রতিবেদন মাননীয় উপদেষ্টা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে খসড়া প্রতিবেদনটি পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. বিডা-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পুনর্গঠন

ধরন: প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাস ও সমন্বয়
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বাংলাদেশের প্রধান বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও বিডা মূলত একটি প্রশাসনিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল, যেখানে ঊর্ধ্বতন পদে অতিরিক্ত গুরুত্ব থাকায় মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়ন সীমিত ছিল এবং বিনিয়োগকারীদের সেবা প্রদানের সক্ষমতা বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল।

কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিডা-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে বিনিয়োগকারীর সম্পূর্ণ জীবনচক্র কেন্দ্রিকভাবে পুনর্গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেপিআই-ভিত্তিক কর্মদক্ষতা ব্যবস্থাপনা, দায়িত্বের সুস্পষ্ট বণ্টন এবং বিশেষায়িত কার্যকরী ইউনিট গঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

এই কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য **বিডা আইন, ২০১৮** সংশোধন করা হয়। সংশোধনের মাধ্যমে নির্বাহী সদস্য পদে যোগ্য বিডা কর্মকর্তা এবং বেসরকারি খাতের পেশাজীবীদের নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে—যা পূর্বে শুধুমাত্র প্রশাসনিক ক্যাডারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এছাড়া কৌশলগত প্রচার কার্যক্রম এবং তথ্যভিত্তিক নীতিনির্ধারণ জোরদার করতে গবেষণা ও বিনিয়োগ উন্নয়ন এর জন্য পৃথক উইং স্থাপন করা হয়েছে।

পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে **ডায়াসপোরা বিনিয়োগকারী ডেস্ক** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের সাথে আরও ধারাবাহিক যোগাযোগ, সহায়তা ও পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করতে **রিলেশনশিপ ম্যানেজার** ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

২. বিডা সদর দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহের সহাবস্থান

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সমন্বয়
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বিনিয়োগকারীরা যেন একটি সমন্বিত ও একক স্থানে থেকে মূল সরকারি সেবাসমূহ গ্রহণ করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কর্মকর্তারা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর সদর দপ্তর, বিনিয়োগ ভবনে সহাবস্থান করছেন। বিডায় বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে এই উদ্যোগ সম্প্রসারিত হয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), পরিবেশ অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করেছে। সাড়া প্রদান ও স্বচ্ছতা আরও জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ফোকাল পারসনদের নাম ও দাপ্তরিক যোগাযোগের তথ্য বিডার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরবর্তী ধাপে (২০২৬ সালের প্রথমার্ধে) বিনিয়োগকারীদের পরিবর্তিত চাহিদা ও সেবার চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত সংস্থার প্রতিনিধিদের বিডায় সহাবস্থান করানো হবে।

৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সমন্বয়

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সমন্বয়
অবস্থা: বাস্তবায়িত

অতীতে সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে দুর্বল সমন্বয়ের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ধীরগতির হয়েছে এবং নীতিগত অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে, যা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বিনিয়োগকারীর জন্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। সমন্বয় জোরদার ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূতের নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর ফলে ইতোমধ্যে বেশ কিছু দৃশ্যমান অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে—যেমন আমদানি ও রপ্তানি সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য বাংলাদেশ সিঙ্গেল উইন্ডো চালু, উদীয়মান রপ্তানি খাতে আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স সম্প্রসারণ, ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮-এর আওতায় সেন্ট্রাল ওয়ান স্টপ সার্ভিস (BanglaBiz) বাস্তবায়নের জন্য কমিটি গঠন, এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অনলাইন মার্কেটপ্লেসের মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারণ।

২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকের অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলধন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সংস্কার, ‘বিজনেস স্টার্টার প্যাকেজ’ প্রবর্তন, বন্ডেড লাইসেন্স সেবার ডিজিটালাইজেশন এবং বাণিজ্য দক্ষতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনুমানিক ৬,০০০টি বন্দর জট সংক্রান্ত মুলতবি মামলা নিষ্পত্তি। বিডার নেতৃত্বে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), বাংলাদেশ ব্যাংক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিয়মিত ও কাঠামোবদ্ধ নীতিগত সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে সময়মতো কার্যকর বাস্তবায়ন ও সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যায়।

৪. আংশিক রপ্তানিকারকদের জন্য বন্ডেড সুবিধা সম্প্রসারণ
ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বন্ডেড সুবিধা পূর্বে প্রধানত শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জটিল প্রক্রিয়ার কারণে কার্যত বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত ছিল। অংশগ্রহণ বিস্তৃত করা ও রপ্তানি বৈচিত্র্য উৎসাহিত করতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এখন ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে আংশিক রপ্তানিকারকদের (বস্ত্রের বাইরে উচ্চ সম্ভাবনাময় খাতসহ) বন্ডেড সুবিধা প্রদান করছে। এই সংস্কারের ফলে রপ্তানি সক্ষমতা জোরদার হবে, এসএমই অংশগ্রহণ বাড়বে এবং আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক্স, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং, স্টিল, প্লাস্টিক ও চামড়া খাতে আংশিক রপ্তানিকারকদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। পর্যায়ক্রমে আরও খাতকে এই সুবিধার আওতায় আনা হবে।

৫. গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে আমদানি–রপ্তানি ছাড়পত্র
ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: বাস্তবায়িত

দীর্ঘদিনের নিয়ম মান্যতার রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসযোগ্য ব্যবসায়ীদের কাস্টমস ছাড়পত্রের জন্য শারীরিক পরিদর্শনের মুখোমুখি হতে হতো, ফলে ব্যয় বৃদ্ধি ও বন্দর জট তৈরি হতো। সরকার এখন ১০টি শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিকে অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) মর্যাদা প্রদান করেছে, যার ফলে তাদের ২০% চালান শারীরিক পরিদর্শন ছাড়াই গ্রিন চ্যানেলের মাধ্যমে ছাড়পত্র পেতে পারবে। বর্তমানে আরও প্রায় ১১০টি প্রতিষ্ঠান AEO স্বীকৃতির জন্য পর্যালোচনাধীন রয়েছে।

৬. বন্ডেড পণ্যের দ্রুত ছাড়পত্র
ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: সম্পন্ন

পূর্বে সামান্য এইচএস কোডের ত্রুটির কারণে বন্ডেড পণ্যের ছাড়পত্র দীর্ঘায়িত হতো, যা ব্যয় বাড়াত এবং উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যাহত করত। এখন বিডা, বেজা ও অন্যান্য বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বন্ডেড চালানের ক্ষেত্রে এইচএস কোডের প্রথম চারটি অঙ্ক মিললে—ক্ষুদ্র অসঙ্গতি থাকলেও—ছাড়পত্রের অনুমতি দিচ্ছে।

৭. সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সের ডিজিটালাইজেশন

ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বিদেশি পেশাজীবীদের বিডা থেকে ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার পর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স গ্রহণ করতে হয়। পূর্বে এ প্রক্রিয়া হাতে-কলমে পরিচালিত হওয়ায় আবেদনকারী ও নিয়োগকর্তাদের জন্য বিলম্ব ও অনিশ্চয়তা তৈরি হতো। বিডা ও সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদারের পর ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল করা হয়েছে। এই সংস্কারের মাধ্যমে বিডার অনলাইন ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালে সম্পূর্ণ অনলাইন আবেদন ও প্রক্রিয়াকরণ, রিয়েল-টাইম আবেদন ট্র্যাকিং এবং ২১ কর্মদিবসের মধ্যে কোনো আপত্তি না এলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদন প্রদানের 'ডিমড অ্যাপ্রুভাল' ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

৮. মূলধন প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ

ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: বাস্তবায়িত

শেয়ার বিক্রি, একীভূকরণ ও অধিগ্রহণ বা ব্যবসা প্রত্যাহারের পর মূলধন প্রত্যাবাসনে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা জটিল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও অতিরিক্ত নথিপত্রের কারণে প্রায়ই বিলম্ব ও অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতেন। এসব সমস্যা সমাধানে বিডা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে গঠিত উচ্চপর্যায়ের মূলধন প্রত্যাবাসন কমিটি ২০২৫ সালের ১৯ নভেম্বর একটি সমন্বিত সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে।

মূল পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে—বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যাবাসন নির্দেশিকা হালনাগাদ (ডিসেম্বর ২০২৫), প্রত্যাবাসন অনুমোদনের সীমা বৃদ্ধি, সার্ভিস লেভেল এগ্রিমেন্ট (SLA) প্রবর্তন, দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির জন্য নথিপত্রের চাহিদা কমানো এবং জটিল বা বিতর্কিত মামলা ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি। ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে পরিকল্পিত অতিরিক্ত সংস্কারের মধ্যে রয়েছে দ্রুত বর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান ও স্টার্টআপের জন্য পৃথক নীতি ও মূল্যায়ন কাঠামো এবং ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ও সনদ প্রদানের জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন। এসব পরিবর্তন ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ ও জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে সমর্থিত হবে।

৯. বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বেসরকারি খাতের বৈদেশিক ঋণ ও সাপ্লায়ার ক্রেডিট বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের সভাপতিত্বে গঠিত স্ক্রুটিনি কমিটি পর্যালোচনা করে, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রতি ৩০ দিনে একবার বৈঠক করত। অনুমোদন ত্বরান্বিত ও প্রশাসনিক জটিলতা কমাতে স্ক্রুটিনি কমিটি ও বিডা লক্ষ্যভিত্তিক প্রক্রিয়াগত সংস্কার চালু করেছে। এর মধ্যে রয়েছে—রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য সর্বোচ্চ ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণে বিডার দ্রুত অনুমোদন। এছাড়া পূর্বে অনুমোদিত বৈদেশিক ও সাপ্লায়ার ঋণের সংশোধনী এখন ৩–৭ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানিতে ইউসেন্স সময়কাল এক বছর থেকে তিন বছরে বাড়ানো হয়েছে এবং বিদেশি নিয়ন্ত্রিত কোম্পানির জন্য ঋণ-ইকুইটি অনুপাত ৫০:৫০ থেকে শিথিল করে ৬০:৪০ করা হয়েছে, যাতে স্থানীয় ঋণ গ্রহণ সহজ হয়।

১০. সেবা আবেদনের জন্য একীভূত প্ল্যাটফর্ম ‘BanglaBiz’

ধরণ: বিনিয়োগ নীতি ও সেবা আধুনিকায়ন
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীরা প্রায়ই কোন সংস্থায় যেতে হবে, কোথায় আবেদন করতে হবে এবং কীভাবে দক্ষতার সঙ্গে সেবা পেতে হবে, এ নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতেন। এ সমস্যা সমাধানে বিডা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA)-এর অংশীদারত্বে ২০২৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর BanglaBiz (রিলিজ–১) চালু করে, যা বিনিয়োগকারী সেবা আবেদনের জন্য একটি একীভূত ও সরলীকৃত প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটিতে নেভিগেশন সহজ করতে “How to Apply” টুল, একাধিক সরকারি সংস্থার ১০০টির বেশি সেবায় প্রবেশাধিকার, ব্যবসার জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ:যেমন ব্যবসা নিবন্ধন ও আর্থিক সেটআপভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুসন্ধানের সুবিধা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল ও প্রযোজ্য প্রণোদনার জাতীয় মানচিত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তী ধাপে একটি বিজনেস স্টার্টার প্যাক চালু হবে, যার মাধ্যমে একক আবেদনে তিন কর্মদিবসের মধ্যে নাম ক্লিয়ারেন্স, নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন ও অস্থায়ী ব্যাংক হিসাব প্রদান করা হবে; পাশাপাশি আরও ২৫টির বেশি সেবার সরাসরি ইন্টিগ্রেশন, অগ্রাধিকার খাতের জন্য “Know Your Approvals” গাইড এবং বিনিয়োগ সহায়তা জোরদারে রিলেশনশিপ ম্যানেজার সেবা অনুরোধ চালু করা হবে।

১১. বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জাতীয় কৌশল

ধরণ: বিনিয়োগ প্রচার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বাংলাদেশে পূর্বে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত নির্ধারণে কোনো সুস্পষ্ট, গবেষণাভিত্তিক কাঠামো ছিল না। এর ফলে বিনিয়োগকারী ও বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর জন্য একটি সমন্বিত দিকনির্দেশনার অভাব ছিল এবং বিনিয়োগ প্রচার কার্যক্রম ছিল খণ্ডিত। এছাড়া বিনিয়োগ প্রস্তুতির পর্যাপ্ত মূল্যায়ন, খাতভিত্তিক তথ্যের ঘাটতি এবং উৎস বাজার বাছাইয়ে কাঠামোবদ্ধ পদ্ধতির অভাব ছিল।

এই সমস্যাগুলোর সমাধানে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) একটি **FDI হিটম্যাপ** প্রণয়ন করে, যা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মতামতের ভিত্তিতে তৈরি। এই হিটম্যাপ বর্তমানে বাংলাদেশের জাতীয় FDI কৌশল হিসেবে কাজ করছে, যেখানে অগ্রাধিকার খাত, বিনিয়োগ প্রস্তুতির স্তর এবং উপযুক্ত উৎস বাজার নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই কাঠামোর আওতায়—

- **ক্যাটাগরি A** খাতসমূহ তাৎক্ষণিক বিনিয়োগের জন্য উপযোগী, যেখানে প্রস্তুতির মাত্রা বেশি এবং প্রবৃদ্ধি দ্রুত (কোর অ্যাপারেল, API ব্যতীত ফার্মাসিউটিক্যালস, অ্যাগ্রো প্রসেসিং, আইটি-এনাবলড সার্ভিসেস, অ্যাডভান্সড টেক্সটাইল, নবায়নযোগ্য জ্বালানি)।
- **ক্যাটাগরি B** খাতসমূহে দ্রুত প্রবেশ সম্ভব, যেখানে উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা রয়েছে তবে প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রয়োজন (অটোমোটিভ পার্টস, ফুটওয়্যার, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, লেদার)।
- **ক্যাটাগরি C** খাতসমূহে ইনপুট সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে কাস্টমাইজড বিনিয়োগ চুক্তি প্রয়োজন (লজিস্টিকস, ইলেকট্রনিকস ও অ্যাসেম্বলি)।
- **ক্যাটাগরি D** খাতসমূহ দীর্ঘমেয়াদি নীতি ও ইকোসিস্টেম উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হবে (ইভি ব্যাটারি, মেডিকেল ডিভাইস, টেকনিক্যাল টেক্সটাইল, খেলনা, অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস, সেমিকন্ডাক্টর, প্লাস্টিক)।

এর ফলে বর্তমানে সব সংস্থায় একটি অভিন্ন খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার কাঠামো গ্রহণ করা হয়েছে; বিনিয়োগ প্রচার কার্যক্রম কাঠামোবদ্ধ গবেষণা ও স্পষ্ট বিনিয়োগকারী বার্তার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হচ্ছে; অগ্রাধিকার খাতসমূহ নির্দিষ্ট উৎস দেশের সঙ্গে পদ্ধতিগতভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য কিউরেটেড পাইপলাইন তৈরি করা হয়েছে। পাশাপাশি, বিডা এখন পূর্ণাঙ্গ বিনিয়োগ মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছে—যেখানে বেজা, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেসরকারি ব্যাংক ও রিলেশনশিপ ম্যানেজারদের সমন্বয়ে সেমিনার, সরকার-টু-বিজনেস (G2B) বৈঠক এবং বড় বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে একান্ত বৈঠক আয়োজন করা হচ্ছে।

১২. বিনিয়োগ যোগাযোগের জন্য ডিজিটাল উপস্থিতির আধুনিকায়ন

ধরণ: বিনিয়োগ প্রচার
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বিডা বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও স্পষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও হালনাগাদ তথ্য নিশ্চিত করতে তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের পূর্ণাঙ্গ পুনর্গঠন এবং যোগাযোগ কৌশলের কৌশলগত উন্নয়ন সম্পন্ন করেছে। নতুনভাবে নকশাকৃত প্ল্যাটফর্মে বর্তমানে ১০টি অগ্রাধিকার খাতের ওপর কাঠামোবদ্ধ তথ্য প্রদান করা হচ্ছে, যার মধ্যে হালনাগাদ প্রণোদনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি বিনিয়োগ সেবা ও আবেদন প্রক্রিয়ার ধাপে ধাপে নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।

ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ ফোকাল পয়েন্টদের যাচাইকৃত যোগাযোগ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে এবং খাতভিত্তিক গবেষণা, প্রতিবেদন ও প্রেজেন্টেশনের কেন্দ্রীয় প্রবেশাধিকার প্রদান করা হচ্ছে, যা বিনিয়োগকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বাড়াতে ডিজিটাল ফর্মের মাধ্যমে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং সুবিধাও চালু করা হয়েছে, ফলে বিডার বিনিয়োগকারী সম্পৃক্ততা আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ হয়েছে।

একই সঙ্গে, বিডার অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চ্যানেলগুলো এখন নিয়মিত আমলাতান্ত্রিক বার্তার পরিবর্তে বিনিয়োগ সুযোগ, সংস্কার এবং সুবিধা প্রদানের হালনাগাদ তথ্যকেন্দ্রিক সক্রিয় বিনিয়োগকারী-মুখী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৩. লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল চুক্তি

ধরণ: খাত ও অবকাঠামো কৌশল
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বাংলাদেশের বন্দর আধুনিকায়ন ও লজিস্টিকস সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার চট্টগ্রাম বন্দরে লালদিয়া কনটেইনার টার্মিনাল (LCT) পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (CPA) ও ডেনমার্কভিত্তিক এ.পি. মোলার–মারস্ক গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ বন্দর অপারেটর APM টার্মিনালস বিএভি-এর অংশীদারিত্বে বাস্তবায়িত হবে।

এই প্রকল্পটি বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একক বৃহত্তম ইউরোপীয় ইকুইটি বিনিয়োগ, যেখানে প্রত্যাশিত FDI-এর পরিমাণ ৫৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি। ৩০ বছরের কনসেশন চুক্তির আওতায় APM টার্মিনালস টার্মিনালটির নকশা, অর্থায়ন, নির্মাণ ও পরিচালনা করবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে চালু করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

চালু হলে, LCT বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা ৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৮ লাখ TEU-এর বেশি করবে, ২৪/৭ অপারেশন ও বড় জাহাজ ভিড়ানোর সুবিধা নিশ্চিত করবে, CPA ও

সরকারের জন্য বৈদেশিক মুদ্রায় রাজস্ব বৃদ্ধি করবে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য ৫০০–৭০০ সরাসরি কর্মসংস্থানসহ হাজারো পরোক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। এছাড়া প্রকল্পটি আধুনিক বন্দর প্রযুক্তি, জনবল প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় জলবায়ু অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সবুজ ও জ্বালানি-দক্ষ নকশা প্রবর্তন করবে। প্রকল্পটি আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (IFC), বিশ্বব্যাংক গ্রুপের সফল পরামর্শে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৪. মহেশখালী উন্নয়নের জন্য MIDA প্রতিষ্ঠা

ধরণ: খাত ও অবকাঠামো কৌশল
অবস্থা: বাস্তবায়িত

সরকার ১০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে **মহেশখালী ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (MIDA)** প্রতিষ্ঠা করে, যা মহেশখালী দ্বীপের সমন্বিত উন্নয়ন পরিচালনার জন্য একটি নিবেদিত আইনগত কর্তৃপক্ষ। দ্বীপটির কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান ও উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কারণে কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য দশটিরও বেশি মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে ধারাবাহিক সমন্বয় প্রয়োজন—যা অস্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্ভব ছিল না।

এ কারণে পূর্ববর্তী মহেশখালী–মাতারবাড়ি ইন্টিগ্রেটেড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (MIDI) সেলকে **মহেশখালী ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অধ্যাদেশ, ২০২৫**-এর মাধ্যমে উন্নীত করে MIDA-তে রূপান্তর করা হয়। এর লক্ষ্য হলো সকল অংশীজনের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ, ধারাবাহিক ও কৌশলগত সমন্বয় নিশ্চিত করা এবং চারটি জাতীয় অগ্রাধিকার স্তম্ভে দ্রুত বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা—বন্দর ও লজিস্টিকস, উৎপাদন ও শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি এবং মৎস্য ও সামুদ্রিক সম্পদ।

১৫. বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত মিল পুনরুজ্জীবন

ধরণ: খাত ও অবকাঠামো কৌশল
অবস্থা: বাস্তবায়িত

বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনের অধীন ২০টি অচল মিল দীর্ঘমেয়াদি লিজের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হচ্ছে, যাতে নিষ্ক্রিয় সরকারি সম্পদকে উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পে রূপান্তর করা যায়। এ পর্যন্ত ১৩টি লিজ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে, ১১টি কারখানা আনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি অপারেটরদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ৭টি মিল ইতোমধ্যে চালু হয়েছে—যা পুরোনো সরকারি সম্পদকে বাণিজ্যিকভাবে টেকসই উদ্যোগে রূপান্তরের প্রাথমিক সাফল্য প্রদর্শন করছে।

এই পুনরুজ্জীবিত স্থাপনাগুলোতে অ্যাগ্রো-প্রসেসিং, অ্যাপারেল, পোলট্রি, ফুটওয়্যার, ফার্মাসিউটিক্যালস, পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ, অ্যাকসেসরিজ এবং লজিস্টিকসসহ উচ্চ সম্ভাবনাময় বিভিন্ন খাতে নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে, যা শিল্প বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং বিদ্যমান জাতীয় অবকাঠামোর অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর একীভূতকরণ

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সমন্বয়
অবস্থা: চলমান

বর্তমানে বাংলাদেশে একাধিক বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থা কার্যক্রম পরিচালনা করছে—বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (PPPA) এবং বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (BHTPA)—যাদের দায়িত্ব ও কার্যক্রমে পারস্পরিক ওভারল্যাপ রয়েছে। বর্তমান কাঠামোতে এসব সংস্থা পৃথকভাবে সীমিত সক্ষমতায় পরিচালিত হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মূল সুবিধা প্রদানের চাহিদা ধারাবাহিকভাবে পূরণ করা কঠিন হচ্ছে।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর একীভূতকরণের জন্য একটি রোডম্যাপ চূড়ান্ত করেছে, যা ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে অনুমোদনের জন্য নির্ধারিত এবং এপ্রিল ২০২৬ থেকে বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই রোডম্যাপে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় কৌশল, নীতি প্রণয়নে শক্তিশালী ভূমিকা, বিনিয়োগ-সংক্রান্ত তথ্যের সমন্বয়, সম্পদ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার বৃহত্তর একত্রীকরণ এবং বিশেষায়িত ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

খাত ৩: স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে গৃহীত সংস্কার উদ্যোগগুলো জুলাই অভ্যুত্থানের মানবিক ক্ষতির প্রতি সরাসরি প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রণীত হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো এই অপরিহার্য সেবাগুলোকে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার হাতিয়ার থেকে রূপান্তর করে সামাজিক ন্যায়বিচারের শক্তিশালী ভিত্তিতে পরিণত করা। স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা, শিক্ষা বিভাগে ব্যাপক কাঠামোগত পুনর্গঠন চলছে, যাতে স্বাস্থ্যব্যবস্থা—যা অভ্যুত্থানের আহত ও নিহতদের চিকিৎসার ভার বহন করেছে—একটি স্থিতিশীল, স্বচ্ছ এবং রোগীকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানে রূপ নিতে পারে। এই সংস্কারগুলোর উদ্দেশ্য হলো শহীদ এবং আহতদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষের মৌলিক চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা 'মেডিকেল সিন্ডিকেট' ভেঙে দেওয়া।

শিক্ষা ক্ষেত্রে, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে দলীয় পক্ষপাতদুষ্ট পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনিক দুর্নীতি ও অবক্ষয় থেকে মুক্ত করা হচ্ছে। 'নতুন বাংলাদেশ'-এর অঙ্গীকার এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা দাবি করে যা অন্ধ আনুগত্য নয়, বরং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ও নৈতিক দৃঢ়তা গড়ে তোলে। শিক্ষার মূল কাঠামোর ভেতর ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের চেতনা সংযুক্ত করার মাধ্যমে এই বিভাগগুলো বিভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনতে কাজ করছে, যাতে প্রতিটি শিশু তার সামাজিক বা পারিবারিক পটভূমি যাই হোক না কেন; রাজপথে অর্জিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে রক্ষা করার সক্ষমতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে।

সেক্টর–৩
স্বাস্থ্য ও শিক্ষা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পুনর্গঠন

ধরণ: প্রশাসনিক
তারিখ: ২০ জানুয়ারি ২০২৬

প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে জাতীয় প্রশাসনিক পুনর্গঠন বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR) আনুষ্ঠানিকভাবে "স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ" এবং "চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ" বিভাগের একীভূতকরণ অনুমোদন করেছে। এই কৌশলগত একীভূতকরণ ২০১৭ সালের বিভাজনের ফলে সৃষ্ট সমন্বয়গত দুর্বলতা দূর করা এবং জনস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে।

মন্ত্রণালয় পর্যায়ে প্রশাসনিক একীভূতকরণের পর পর্যায়ক্রমে অধিদপ্তর ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পুনর্গঠন শুরু হবে। একীভূত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তিনটি কার্যকর স্তম্ভে বিন্যস্ত হবে:

- ক্লিনিক্যাল ও হাসপাতাল সেবা,
- চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা, এবং
- প্রাথমিক ও জনস্বাস্থ্য সেবা।

এই সমন্বয় বাজেট বরাদ্দকে সহজতর করবে, সেবার পুনরাবৃত্তি দূর করবে এবং মাঠপর্যায়ের জনবলকে সমন্বিত করবে। ফলে সারাদেশে একটি সমন্বিত, দক্ষ ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা কাঠামো নিশ্চিত হবে।

২. ওষুধের মূল্য নির্ধারণ নির্দেশিকা: স্বাস্থ্য সমতার জন্য একটি যুগান্তকারী সংস্কার

ধরণ: নীতিগত সংস্কার
তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬

স্বাস্থ্যসেবার সবচেয়ে বড় বাধা ওষুধের উচ্চমূল্য মোকাবিলায় **ওষুধ মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা ২০২৬** প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি ২০২৩ সালের ঔষধ ও প্রসাধনী আইন-এর আওতায় প্রণীত এবং উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদিত। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার স্বচ্ছ ও প্রমাণভিত্তিক মানদণ্ড অনুসরণ করে ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা পেয়েছে, বিশেষত প্রয়োজনীয় ও বহুল ব্যবহৃত ওষুধগুলোর ক্ষেত্রে, যেগুলো ব্যক্তিগত খরচের বড় অংশ দখল করে।

এই নীতির ফলে পরিবারের আর্থিক চাপ তাৎক্ষণিকভাবে হ্রাস পাবে, বিপর্যয়কর স্বাস্থ্যব্যয় প্রতিরোধ হবে এবং বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। এটি স্বাস্থ্য সমতা ও সামাজিক সুরক্ষা জোরদার করে, চিকিৎসার ধারাবাহিকতা ও অনুসরণযোগ্যতা বাড়ায় এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ তালিকা ও ডিজিটাল স্বাস্থ্য সংস্কারের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে। একটি মৌলিক নীতি হিসেবে এটি স্বাস্থ্যকে জনকল্যাণকর খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে এবং নীতিগত অঙ্গীকারকে বাস্তবতায় রূপ দেয়।

৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জনবল সম্প্রসারণ

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: নভেম্বর ২০২৪

প্রায় ১৪,০০০ কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে সরকারি রাজস্ব কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে তাদের পেশাগত ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। তারা স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারীর অনুরূপ দায়িত্ব পালন করে সামনের সারির প্রাথমিক স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করবেন।

এই পদক্ষেপটি তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য জনবলের একটি ঐতিহাসিক সম্প্রসারণ, যা কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবার পরিসর বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। এর মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক সেবা, স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং মৌলিক চিকিৎসা সেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে, যা সর্বজনীন স্বাস্থ্য কভারেজকে শক্তিশালী করবে এবং উচ্চস্তরের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ কমাবে।

৪. স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও অর্থায়নে স্বাধীনতা অর্জন

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: মার্চ ২০২৫

একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার স্বাস্থ্য খাতে পরিকল্পনা ও অর্থায়নে জাতীয় সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করেছে, যার ফলে প্রায় তিন দশক ধরে চলমান দাতা-নির্ভর সেক্টর ওয়াইড অ্যাপ্রোচের অবসান ঘটেছে। এই পদক্ষেপ বাংলাদেশকে বাহ্যিকভাবে আরোপিত অগ্রাধিকার থেকে মুক্ত করে জনগণের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী সম্পদ বণ্টন ও সেবা নকশার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্রভাবে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে, বাস্তব জনস্বাস্থ্য চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করে এবং আর্থিক সিদ্ধান্তে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। কারিগরি সহযোগিতার জন্য উন্মুক্ত থাকলেও, সব প্রধান নীতি ও কর্মসূচি এখন কেবল জাতীয় স্বার্থ দ্বারা

পরিচালিত। এই স্বায়ত্তশাসন বাংলাদেশকে নিজস্ব কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা, উপযোগী সমাধান তৈরি করা এবং বিনিয়োগ করার সক্ষমতা জোরদার করেছে, যা একটি আত্মনির্ভরশীল, ন্যায়সঙ্গত ও জনগণকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

৫. অসংক্রামক রোগ (NCD) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বহুমন্ত্রণালয় সমন্বয় জোরদারে যৌথ ঘোষণা

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: আগস্ট ২০২৫

অন্তর্বর্তী সরকার একটি যুগান্তকারী সংস্কার অর্জন করেছে, অসংক্রামক রোগ নিয়ে প্রথম **সমগ্র সরকারভিত্তিক (Whole-of-Government) ঘোষণা**। এতে ৩৫টি মন্ত্রণালয় নিজ নিজ খাতে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে।

এই ঘোষণায় স্বীকৃত হয়েছে যে অসংক্রামক রোগের কারণ কেবল স্বাস্থ্য খাতেই সীমাবদ্ধ নয়; এর সঙ্গে খাদ্য, শিক্ষা, নগর পরিকল্পনা ও বিপণনের মতো বিষয় জড়িত। কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য, তথ্য ও ক্রীড়াসহ প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের নীতিতে NCD প্রতিরোধ অন্তর্ভুক্ত করবে। এই ঘোষণা একটি সমন্বিত ও জবাবদিহিমূলক জাতীয় কৌশল প্রতিষ্ঠা করেছে, বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের পরিবর্তে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়েছে এবং প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের কর্মসূচিতে স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফলে বাংলাদেশে অসংক্রামক রোগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা হ্রাস পাবে।

৬. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫

ধরণ: নীতি
তারিখ: আগস্ট ২০২৫

এই নীতিটি ২০১২ সালে তৈরি কাঠামোকে হালনাগাদ করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং বাংলাদেশের জনমিতিক রূপান্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ থেকে জনসংখ্যা উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এনেছে।

পরিকল্পিত জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করে জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনই এর মূল লক্ষ্য, যার মাধ্যমে একটি সুস্থ, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রধান অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ,

গর্ভনিরোধক নিরাপত্তা, প্রবীণ কল্যাণ, অপূর্ণ চাহিদা হ্রাস, বাল্যবিবাহ কমানো এবং মাতৃ, নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস; সব মিলিয়ে একটি দূরদর্শী ও সমন্বিত জাতীয় কৌশল।

৭. জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কৌশল (২০২৫–২০৩০)

ধরণ: কৌশল
তারিখ: জুন ২০২৫

এটি প্রথমবারের মতো প্রণীত একটি জাতীয় কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা, যা পরিবার পরিকল্পনা সেবার জন্য একটি একীভূত কাঠামো তৈরি করেছে। এর লক্ষ্য সারাদেশে সেবার প্রবেশাধিকার ও কভারেজ বৃদ্ধি করা। সেবাগুলো হবে সমন্বিত, মানসম্মত ও সর্বাঙ্গীণ।

কৌশলটি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য বিবেচনায় নিয়েছে এবং দুর্গম ও কম কার্যকর এলাকায় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিস্থাপন পর্যায়ের জন্মহার অর্জনই এর উদ্দেশ্য, যা টেকসই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

৮. বিকেন্দ্রীকৃত ও সমন্বিত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

ধরণ: প্রশাসনিক নির্দেশনা
তারিখ: ফেব্রুয়ারি ২০২৫

কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনার ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব ও অদক্ষতা সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় চাহিদা প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে। এই চলমান সংস্কারের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। তারা এখন নিয়োগ, বদলি ও পদায়নের নিয়ন্ত্রণ পাচ্ছে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুততা ও বাস্তবতাভিত্তিক হচ্ছে, স্থানীয় জবাবদিহি ও সেবার সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা বাড়ছে। সম্পদের যথাযথ বণ্টন ও কর্মীদের মনোবল উন্নত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা আরও নমনীয় ও কমিউনিটি-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। এই বিকেন্দ্রীকরণ একটি শক্তিশালী ও সহনশীল স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলছে।

৯. পদ সৃষ্টি, স্বল্পতম সময়ে ন্যায্য নিয়োগ এবং বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের মেধাভিত্তিক পদায়ন

ধরণ: প্রশাসনিক
তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬

একটি যুগান্তকারী সংস্কারে উপজেলা ও জেলা হাসপাতালের জন্য ৩,৫০০টি এন্ট্রি-লেভেল মেডিকেল অফিসার পদ সৃষ্টি করা হয়েছে—যা ইতিহাসের বৃহত্তম ক্যাডার সম্প্রসারণগুলোর একটি। মাত্র সাত মাসে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে, যা সরকারি খাতে একটি রেকর্ড।

প্রথমবারের মতো সব পদায়ন সম্পূর্ণভাবে মেধাভিত্তিক করা হয়েছে, যা স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করে। পদ সৃষ্টি থেকে নিয়োগ ও পদায়ন পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া নজিরবিহীনভাবে সাত মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে চিকিৎসকের প্রাপ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং জনপ্রশাসনে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপিত হবে।

১০. ৩,৫০০ নার্সের মেধাভিত্তিক নিয়োগ ও স্বয়ংক্রিয় পদায়ন

ধরণ: প্রশাসনিক নীতি
তারিখ: আগস্ট ২০২৫

নার্সিং খাতে একটি রূপান্তরমূলক সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৩,৫০০ জন নার্স নিয়োগ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রথমবারের মতো তাদের পদায়ন সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ও মেধাভিত্তিক ব্যবস্থায় নির্ধারিত হয়েছে, যেখানে ন্যায্যতা, ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

এই যুগান্তকারী পরিবর্তন ইচ্ছাধীন ও অস্বচ্ছ পদায়ন প্রথার অবসান ঘটিয়ে পরীক্ষার ফলাফল, যোগ্যতা ও প্রদত্ত পছন্দের ভিত্তিতে নিরপেক্ষভাবে পদায়ন নিশ্চিত করেছে। নার্সিং জনবল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও মেধাতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার মাধ্যমে এই সংস্কার শুধু কর্মীদের মনোবল ও পেশাদারিত্ব বাড়ায়নি, বরং পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় নার্সিং সেবার ন্যায়সঙ্গততা ও কার্যকারিতা আরও সুদৃঢ় করেছে।

১১. কৌশলগত যোগ্যতাভিত্তিক নিয়োগ ও মিডওয়াইফদের ন্যায্য স্বয়ংক্রিয় পদায়ন

ধরণ: প্রশাসনিক নীতি

তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬ (চলমান)

মন্ত্রণালয় সারা দেশে মিডওয়াইফ নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। মাতৃমৃত্যু ও অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান অপারেশন কমাতে মিডওয়াইফরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের পদায়ন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে এবং অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে চূড়ান্ত করা হবে। এর ফলে দক্ষ সেবাদানকারীরা সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় পৌঁছাতে পারবেন। এটি নিরাপদ মাতৃত্বে

একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ। এর মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত মাতৃ ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা আরও শক্তিশালী হবে। সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা (Universal Health Coverage) অর্জনের পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১২. চিকিৎসকদের পোস্টিং ও বদলির জন্য ম্যাট্রিক্সভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা

ধরণ: প্রশাসনিক নীতি

তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬

সরকার একটি যুগান্তকারী সংস্কার চালু করেছে। এতে পক্ষপাতিত্বের পরিবর্তে স্বচ্ছ ও যোগ্যতাভিত্তিক পোস্টিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ও ম্যাট্রিক্সনির্ভর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এখন পোস্টিং নির্ধারণ করা হচ্ছে। এতে জ্যেষ্ঠতা, মেধা, দক্ষতা, কর্মস্থল ও ব্যক্তিগত পছন্দসহ বিভিন্ন মানদণ্ড বিবেচনা করা হয়। এর ফলে চিকিৎসকদের ন্যায্য ও দক্ষভাবে পদায়ন নিশ্চিত হয়। এই ব্যবস্থা নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে সম্মুখসারির সেবা আরও শক্তিশালী হবে এবং ন্যায়সংগততা বৃদ্ধি পাবে। এটি নিয়মভিত্তিক ও কর্মদক্ষতানির্ভর মানবসম্পদ কাঠামো গড়ে তোলে এবং পুরো স্বাস্থ্যখাতে ন্যায্যতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

১৩. বেসিক সায়েন্স শিক্ষকদের জন্য প্রণোদনামূলক নীতি

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত

তারিখ: ২০২৫

এই নীতির অধীনে মেডিকেল কলেজের বেসিক সায়েন্সের শিক্ষকরা তাদের মূল বেতনের সঙ্গে ৭০% অতিরিক্ত ভাতা পাবেন। এই পদক্ষেপটি শিক্ষকতায় যোগ্য মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটের তীব্র ঘাটতি মোকাবিলায় নেওয়া হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো উচ্চমানের পেশাজীবীদের একাডেমিয়ায় আকৃষ্ট ও ধরে রাখা। শিক্ষকতাকে আর্থিকভাবে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে এই নীতি একাডেমিক ক্যারিয়ারের আকর্ষণ বাড়াবে। এর ফলে মেডিকেল শিক্ষার মান ও মৌলিক গবেষণার গুণগত উন্নতি হবে। এই সংস্কার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিকিৎসকদের জন্য একটি শক্তিশালী ও জ্ঞানসমৃদ্ধ ভিত্তি নিশ্চিত করবে।

১৪. নৈতিক সীমারেখা জোরদার ও শিল্পখাতের প্রভাব দূরীকরণ

ধরণ: নীতিগত অবস্থান ও নির্দেশনা

তারিখ: নভেম্বর ২০২৪

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (MoHFW) কঠোর নৈতিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন করেছে, যার মাধ্যমে সরকারি চিকিৎসকদের ফার্মাসিউটিক্যাল, চিকিৎসা সরঞ্জাম বা ডায়াগনস্টিক কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর জারি করা স্পষ্ট নির্দেশনার আওতায়, কোনো সরকারি চিকিৎসক শিল্পখাতের অর্থায়নে বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন না– এ মর্মে সনদ প্রদান ব্যতীত।

জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব চিকিৎসক সমাজে সরাসরি এই নীতির কথা জানিয়েছে এবং স্বার্থের সংঘাত, অনৈতিক প্রচারণা ও বাণিজ্যিক পৃষ্ঠপোষকতার বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নিশ্চিত করেছে। এই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, পেশাগত সততা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং চিকিৎসা চর্চা কেবল রোগীর কল্যাণ ও বৈজ্ঞানিক প্রমাণভিত্তিক রাখবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

১৫. অনুদান নীতির সংশোধন

ধরণ: নীতি

তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুদান নীতি সংশোধন করা হয়েছে, যাতে তহবিল সরাসরি দরিদ্র রোগীদের উপকারে আসে। প্রশাসনিক ব্যয় কঠোরভাবে সীমিত করা হয়েছে এবং ৮০:২০ ব্যয় অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০% সরাসরি রোগীসেবায় এবং ২০% প্রশাসনিক ব্যয়ে। অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে দরিদ্র রোগীদের যাচাইযোগ্য তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে এবং সরাসরি সেবা প্রদানকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রাধিকার পাবে। এই সংস্কারটি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবার বিস্তার ঘটাতে পরিকল্পিত, যেখানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও পরিমাপযোগ্য প্রভাবকে অনুদানের মূলভিত্তি করা হয়েছে।

১৬. সরকারি হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির সরবরাহকৃত প্রেসক্রিপশন প্যাড ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা্ত

ধরণ: নির্দেশনা

তারিখ: সেপ্টেম্বর ২০২৫

এই নির্দেশনা বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। সকল সরকারি হাসপাতালে ওষুধ কোম্পানির প্রেসক্রিপশন প্যাড ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রভাবের একটি বড় উৎস দূর করা হয়েছে। এটি চিকিৎসা সিদ্ধান্তকে বাহ্যিক পক্ষপাত থেকে সুরক্ষা দেয়। এই

পদক্ষেপ প্রাতিষ্ঠানিক সততা জোরদার করে এবং নৈতিকতার প্রতি সরকারের অঙ্গীকার স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনআস্থা বৃদ্ধি পায়। প্রেসক্রিপশন কেবল রোগীর প্রয়োজনের ভিত্তিতেই নিশ্চিত হয়। এর মাধ্যমে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার বিশ্বাসযোগ্যতা ও নিরপেক্ষতা বজায় থাকে।

১৭. স্বাস্থ্যখাতের ডিজিটালায়ন
ধরণ: কৌশলগত নীতি সংস্কার
তারিখ: নভেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকার একটি ডিজিটাল হেলথ সেক্টর নীলনকশা চালু করেছে। এই পরিকল্পনা জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আধুনিক ও ডিজিটাল রূপ দেয় এবং বৈশ্বিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে। কাঠামোটিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), মেশিন লার্নিং ও বিগ ডাটার জন্য প্রোটোকল নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি নিরাপদ, আন্তঃকার্যকর ও নৈতিক ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করে। কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে বিশেষায়িত হাসপাতাল পর্যন্ত সকল স্তরে এসব প্রযুক্তি সংযুক্ত হবে।
ডিজিটালায়নের ফলে রোগ নির্ণয়ের নির্ভুলতা ও পরিচালন দক্ষতা বাড়বে। তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে। টেলিমেডিসিন ও ইলেকট্রনিক রেকর্ডের মাধ্যমে সেবার পরিধি বাড়বে। এই সংস্কার একটি স্থিতিশীল, ন্যায়সংগত ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং সারাদেশে সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নত করে।

১৮. ডিজিটালায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবার প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি ও কার্যকর রেফারাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা
ধরণ: নীতিগত উদ্যোগ
তারিখ: মে ২০২৫
স্বাস্থ্যসেবা আধুনিকায়ন ও কার্যকর রেফারাল ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে ইউনিক হেলথ আইডি (UHID) ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত ৬২টি সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মোট ১,২৫৪৭,৫৯৮ জন নাগরিককে UHID প্রদান করা হয়েছে। সকল বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান, যাতে নাগরিকদের স্বাস্থ্য রেকর্ড ও চিকিৎসা ইতিহাস নিরাপদে সংরক্ষিত থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সহায়তায় বাংলাদেশ ডিজিটাল হেলথ ব্লুপ্রিন্ট প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে UHID বাস্তবায়নের জাতীয় রোডম্যাপ নির্ধারণ করে।

১৯. স্বয়ংক্রিয় ওষুধ লাইসেন্সিং ও নবায়ন ব্যবস্থা (ADLRS)
ধরণ: সরলীকৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম
তারিখ: অক্টোবর ২০২৪
এই ডিজিটাল ব্যবস্থা বর্তমানে পুরোপুরি কার্যকর। এটি খুচরা ওষুধ লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় করে। প্রক্রিয়াটি এখন দ্রুত, স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন হয়। এটি আগের বিশৃঙ্খল ও ম্যানুয়াল ব্যবস্থার পরিবর্তে চালু করা হয়েছে, যা বাজারে শৃঙ্খলাহীনতা সৃষ্টি করেছিল। ADLRS স্পষ্ট ও কার্যকর নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল খুচরা খাতে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে। এই সংস্কার নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে এবং জননিরাপত্তা রক্ষা করে।

২০. ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (NSW) বাস্তবায়ন পরিকল্পনা
ধরণ: সরলীকৃত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম
তারিখ: সেপ্টেম্বর ২০২৪
এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে কার্যকর রয়েছে। এটি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম আমদানি ও রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজ করে। ব্যবস্থাটি সংশ্লিষ্ট সকল প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও গতি আনে। ওষুধ রপ্তানি অনুমতিপত্র (ফর্ম-১০এ) ও আমদানি ব্লক তালিকাসহ গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদনসমূহ ইতোমধ্যে অনলাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে। ইন্ডেন্ট ও অনাপত্তি সনদ (NOC) প্রক্রিয়াও এতে অন্তর্ভুক্ত। এর ফলে আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এটি বাণিজ্য দক্ষতা ও নিয়ন্ত্রক তদারকি বাড়ায় এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সরবরাহ শৃঙ্খলের সততা আরও শক্তিশালী করে।

২১. জাতীয় অপরিহার্য ওষুধের তালিকা প্রণয়ন (NLEM)

ধরণ: নীতিগত সংস্কার
তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬

স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত ব্যয়ের (out-of-pocket) একটি বড় অংশই ওষুধের পেছনে খরচ হয়, যা অনেক পরিবারের জন্য মারাত্মক আর্থিক সংকট সৃষ্টি করে। এই সমস্যা মোকাবেলার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার **জাতীয় অপরিহার্য ওষুধের তালিকা (National List of Essential Medicines – NLEM)** অনুমোদন করেছে। NLEM একটি প্রমাণভিত্তিক ও মানসম্মত তালিকা, যেখানে নিরাপদ, কার্যকর এবং মাননিশ্চিত ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি স্বাস্থ্যসেবার সব স্তরে ওষুধ ক্রয়, প্রেসক্রিপশন এবং ব্যবহারকে নির্দেশনা দেয়। বহু অংশীজনের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্কফোর্স এই তালিকা প্রণয়ন করে এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত হয়।

এই তালিকা ওষুধের প্রাপ্যতা যৌক্তিক করে এবং চিকিৎসা প্রোটোকল উন্নত করে। এটি অযৌক্তিক ওষুধ ব্যবহার কমায় এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স মোকাবিলায় সহায়তা করে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে সাশ্রয়ী ওষুধের ন্যায্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। এই সংস্কার সামনের সারির স্বাস্থ্যসেবা শক্তিশালী করে, স্বাস্থ্য ব্যয় কমায় এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা কভারেজ (Universal Health Coverage) অর্জনে অগ্রগতি ঘটায়। NLEM ফার্মাসিউটিক্যাল খাতের অগ্রগতিকে সরাসরি জনস্বাস্থ্যের সাথে যুক্ত করে এবং খাতের উন্নয়নকে নাগরিকদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যফল ও আর্থিক সুরক্ষায় রূপান্তরিত করে।

২২. টিকা ও বায়োটেক পণ্যে বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করা

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের একটি শক্তিশালী ওষুধ শিল্প রয়েছে, তবে টিকা এবং উন্নত জৈবিক ওষুধের ক্ষেত্রে এখনও দেশটি অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল। বৈশ্বিক স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থায় এই নির্ভরতা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

জাতীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার মুন্সীগঞ্জে টিকা ও বায়োটেকনোলজি স্থাপনা নির্মাণে **ছয় হাজার কোটি টাকা** বিনিয়োগ করছে। এই কেন্দ্রগুলো গবেষণার পাশাপাশি উৎপাদনেও গুরুত্ব দেবে। ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ নিজস্ব টিকা উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। এই সংস্কার জাতীয় স্বাস্থ্য নিরাপত্তা শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যতের স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় দেশকে প্রস্তুত করবে।

২৩. হার্টের স্টেন্টের মূল্য হ্রাস

ধরণ: প্রশাসনিক আদেশ
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

কার্ডিয়াক চিকিৎসা আরও সাশ্রয়ী করতে সরকারের এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হার্টের স্টেন্টের দামে বড় ধরনের হ্রাস নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্টেন্টের মূল্য প্রতি ইউনিটে আনুমানিক **৩,০০,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৮৮,০০০ টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে।

এটি দেশের ইতিহাসে কোনো চিকিৎসা সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় একক মূল্য হ্রাস। এই পদক্ষেপ ইতোমধ্যে শত শত রোগীকে উপকৃত করছে, কারণ জীবনরক্ষাকারী হার্টের চিকিৎসা

আরও সহজলভ্য হয়েছে। অতিরিক্ত খরচ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই সংস্কার ব্যক্তিগত ব্যয় কমায়, স্বাস্থ্যখাতে সমতা বৃদ্ধি করে এবং রোগীবান্ধব, সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সরকারের অঙ্গীকারকে আরও দৃঢ় করে।

২৪. মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন অধ্যাদেশ ২০২৫

ধরণ: আইন সংশোধন
তারিখ: মার্চ ২০২৫

মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন অধ্যাদেশ ২০২৫ হলো **১৯৯৯ সালের মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন অধ্যাদেশের সংশোধিত সংস্করণ**, যা আগের আইনকে প্রতিস্থাপন করবে। এই সংশোধিত আইন দেশের সামগ্রিক অঙ্গ প্রতিস্থাপন পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে।

‘পরিবার’ শব্দের সংজ্ঞা সম্প্রসারণ, ‘সোয়াপিং’ (swap) এবং ‘ইমোশনাল ডোনার’ ধারণা অন্তর্ভুক্ত করার ফলে দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুযোগও বাড়বে।

২৫. কঠোর স্বীকৃতি (Accreditation) ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণ

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: ২০২৫

চিকিৎসা শিক্ষার মান বজায় রাখতে অন্তর্বর্তী সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। সকল মেডিকেল কলেজের ওপর একটি কঠোর, ম্যাট্রিক্সভিত্তিক মূল্যায়ন চালানো হয়েছে, যেখানে অবকাঠামো, ক্লিনিক্যাল সক্ষমতা, যোগ্য শিক্ষক-কর্মকর্তা এবং প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহ যাচাই করা হয়েছে।

এর ফলে ২০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী আসন উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে এবং দুইটি বেসরকারি কলেজে এক বছরের জন্য ভর্তি স্থগিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সরকার শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে আপসহীন মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করেছে, জাতীয় চাহিদার সাথে প্রশিক্ষণকে সামঞ্জস্য করেছে এবং দক্ষ ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী চিকিৎসক তৈরিতে অগ্রগতি ঘটিয়েছে। একই ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নার্সিং কলেজ, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং মেডিকেল টেকনোলজি প্রোগ্রামেও প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে প্রতিটি স্বাস্থ্যকর্মী জাতীয় ও

আন্তর্জাতিক দক্ষতা মানদণ্ড পূরণ করে। এর ফলে রোগীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।

২৬. বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC) পুনর্গঠন ও সক্রিয়করণ

ধরণ: প্রশাসনিক আদেশ
তারিখ: মার্চ ২০২৫

চিকিৎসা শিক্ষায় উৎকর্ষতা ও অভিন্নতা নিশ্চিত করতে সরকার স্বাধীন **বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BMEAC)** দক্ষ বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পুনর্গঠন করেছে।

এই আইনগত কর্তৃপক্ষ একটি মানসম্মত ও স্বচ্ছ স্বীকৃতি কাঠামোর মাধ্যমে সকল মেডিকেল, ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করবে। কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগের মাধ্যমে BMEAC প্রশিক্ষণের বৈষম্য দূর করবে, শিক্ষাগত মান বজায় রাখবে এবং দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করবে। এই সংস্কার রোগীর নিরাপত্তা বাড়াবে, আন্তর্জাতিক মানের সাথে যোগ্যতা সামঞ্জস্য করবে, জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করবে এবং বাংলাদেশের একটি টেকসই ও উচ্চমানসম্পন্ন স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি আরও শক্তিশালী করবে।

২৭. সমন্বিত মডিউলার কারিকুলাম (IMC) প্রবর্তন

ধরণ: নীতি
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫

সমন্বিত মডিউলার কারিকুলাম (Integrated Modular Curriculum – IMC) বিভিন্ন শাখাকে একত্রিত করে সুসংগঠিত মডিউলে রূপ দেয়। এই কাঠামো শিক্ষক-সহযোগিতা এবং শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। পাঠদান পদ্ধতি বক্তৃতাভিত্তিক থেকে সহায়ক (facilitation) পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।

এটি দক্ষতাভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা (competency-based medical education) কে সমর্থন করে এবং মুখস্থবিদ্যার পরিবর্তে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগকে গুরুত্ব দেয়। মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত পরীক্ষার বাইরে গিয়ে আরও আধুনিক ও কার্যকর পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়। এই সংস্কার বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষাকে আধুনিক, প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যৎমুখী করে তুলতে লক্ষ্য রাখে।

২৮. স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন ও প্রণোদনা বৃদ্ধি

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: ২০২৫

বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ এবং ক্লিনিক্যাল সেবা প্রদানের সক্ষমতা বাড়াতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রথমত, বেসরকারি স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীদের আর্থিক ভাতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে তারা বড় সরকারি হাসপাতালগুলোতে ভর্তি রোগীদের সেবায় উৎসাহিত হয়। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস (BCPS) ফেলোশিপ কাঠামোর নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যকর সুপারভাইজার-টু-ট্রেইনি অনুপাত বজায় রাখতে প্রশিক্ষণার্থী গ্রহণের সংখ্যা যুক্তিসংগতভাবে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

এই পদক্ষেপগুলো দক্ষ প্রশিক্ষণার্থী আকৃষ্ট ও ধরে রাখতে সহায়তা করবে, তত্ত্বাবধান ও মেন্টরশিপ উন্নত করবে এবং BCPS ফেলোশিপ প্রোগ্রামের মান আরও উন্নত করে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য অধিক দক্ষ বিশেষজ্ঞ তৈরি করবে।

২৯. মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি ব্যবস্থার পরিবর্তন

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: ২০২৫

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে কোটাপদ্ধতি বাতিল এবং উভয় ক্ষেত্রের জন্য একটি একক ভর্তি পরীক্ষা চালু করা।

এই পরীক্ষায় এখন নতুন মূল্যায়ন উপাদান যুক্ত করা হয়েছে, যা মানবিক গুণাবলি ও যোগাযোগ দক্ষতা যাচাই করে, যাতে আরও পরিপূর্ণ প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। এর লক্ষ্য হলো ভবিষ্যৎ চিকিৎসকরা শুধু বিজ্ঞানেই দক্ষ হবেন না, বরং সহানুভূতি ও রোগীর সাথে যোগাযোগেও পারদর্শী হবেন। এর ফলে মানবিক ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী তৈরি হবে এবং আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার মানবিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে।

৩০. জরুরি চিকিৎসা (Emergency Medicine) ও বার্ধক্যজনিত চিকিৎসা (Geriatric Medicine)-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রবর্তন

ধরণ: একাডেমিক সিদ্ধান্ত
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবায় বিদ্যমান গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জরুরি চিকিৎসা ও বার্ধক্যজনিত চিকিৎসায় কাঠামোবদ্ধ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু করছে। এই শাখাগুলো বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল স্বাস্থ্য চাহিদার প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে জরুরি অবস্থা, ট্রমা, অসংক্রামক রোগ এবং দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত।
জরুরি চিকিৎসা মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও প্রোটোকলের মাধ্যমে তীব্র রোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং ট্রমা চিকিৎসার ফলাফল উন্নত করবে। বার্ধক্যজনিত চিকিৎসা বয়স্ক জনগোষ্ঠীর জন্য সমন্বিত ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা নিশ্চিত করবে, দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করবে এবং সুস্থ বার্ধক্যকে সহায়তা করবে।
এই দুই শাখা একসাথে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সক্ষমতা, গুণগত মান ও ন্যায্যতা বৃদ্ধি করবে, জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার (Universal Health Coverage) দিকে অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে।

৩১. জাতীয় সুস্থ বার্ধক্য কৌশল (২০২৫–২০৩০)
ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: ২০২৫

একটি জাতীয় সুস্থ বার্ধক্য কৌশল এখন জরুরি প্রয়োজন। বাংলাদেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু বর্তমান সেবাসমূহ খণ্ডিত ও অপর্যাপ্ত। এই কৌশল একটি সমন্বিত জাতীয় প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এতে স্বাস্থ্য, সামাজিক ও কমিউনিটি সহায়তা একীভূত করা হবে এবং প্রতিরোধ, মর্যাদা ও সক্রিয় জীবনযাপনের ওপর জোর দেওয়া হবে।
এর সুফলের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবার চাপ ও ব্যয় হ্রাস, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি এবং প্রজন্মান্তরের সংহতি জোরদার করা। এই অগ্রসর পরিকল্পনা সব বয়সের মানুষের জন্য একটি সহনশীল ও যত্নশীল সমাজ গড়ে তুলবে।

৩২. জাতীয় সাপের কামড় প্রতিরোধ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০২৫–২০৩০)
ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: ২০২৫

সাপের কামড় একটি গুরুতর জনস্বাস্থ্য হুমকি, যা মৃত্যু, পঙ্গুত্ব এবং দারিদ্র্যের কারণ হয়। বর্তমানে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া বিক্ষিপ্ত এবং পর্যাপ্ত সম্পদবিহীন।
এই কৌশল একটি সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা প্রদান করবে, যা সময়মতো অ্যান্টিভেনম ও চিকিৎসা সেবায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করা হবে এবং

কমিউনিটি সচেতনতা জোরদার করা হবে। এর সুফলের মধ্যে রয়েছে মৃত্যু ও অসুস্থতা হ্রাস, আজীবন পঙ্গুত্ব ও অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রতিরোধ। এই কর্মপরিকল্পনা জীবন বাঁচাবে এবং একটি সহনশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

৩৩. জাতীয় পানিতে ডুবে মৃত্যু প্রতিরোধ কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০২৫–২০৩০)

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: ২০২৫

পানিতে ডুবে যাওয়া শিশু মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ, অথচ বর্তমান প্রতিরোধমূলক উদ্যোগগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও অপর্যাপ্ত। এই কৌশল একটি সমন্বিত জাতীয় পদ্ধতি তৈরি করবে, যার মাধ্যমে কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খেলাধুলার তত্ত্বাবধান, জীবনরক্ষাকারী সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং জরুরি সাড়া দেওয়ার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হ্রশপ

এর সুফলের মধ্যে রয়েছে শিশু মৃত্যুর উল্লেখযোগ্য হ্রাস, পারিবারিক ট্র্যাজেডি প্রতিরোধ এবং একটি নিরাপদ জাতি গঠনে শিশুদের সুরক্ষা।

৩৪. সড়ক দুর্ঘটনার পরবর্তী সাড়া ব্যবস্থা জোরদারকরণ (২০২৫–২০৩০)

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: ২০২৫

সড়ক দুর্ঘটনায় ব্যাপক প্রাণহানি ও পঙ্গুত্ব ঘটে, যা অনেক সময় বিলম্বিত ও সমন্বয়হীন জরুরি সাড়ার কারণে আরও ভয়াবহ হয়। এই কৌশল একটি কাঠামোবদ্ধ দুর্ঘটনা-পরবর্তী সেবা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যাতে দ্রুত উদ্ধার, মানসম্মত ট্রমা চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করা যায়। প্রথম সাড়া প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ করা হবে এবং জরুরি যোগাযোগ ও পরিবহন নেটওয়ার্ক উন্নত করা হবে। এর সুফলের মধ্যে রয়েছে দ্রুত চিকিৎসা, বেঁচে থাকার হার বৃদ্ধি, দীর্ঘমেয়াদি পঙ্গুত্ব হ্রাস এবং আরও মানবিক ও দক্ষ জরুরি স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা।

৩৫. ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: আইনের সংশোধন
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫

ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এ প্রণীত হয়েছে। এটি ২০০৫ সালের আইনের শক্তিশালী সংশোধন, যার লক্ষ্য তামাক ব্যবহার প্রতিরোধ। এই আইনে সব পাবলিক স্থান ও পরিবহনে ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিক্রয়কেন্দ্রে তামাকজাত দ্রব্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তামাক শিল্পের কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ই-সিগারেট, ভ্যাপিং ও হিটেড টোব্যাকো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
এই পদক্ষেপগুলো বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তামাক ব্যবহার কমাবে, পরোক্ষ ধূমপানের ঝুঁকি হ্রাস করবে এবং শিল্পের ফাঁকফোকর বন্ধ করবে।
এই অধ্যাদেশ তামাক ব্যবহারের সামাজিক স্বীকৃতি কমাবে ও এর প্রচার সীমিত করবে। এর ফলে তামাকজনিত রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যয় কমবে, জীবন রক্ষা পাবে এবং এটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসমূহের পুনর্গঠন

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: চলমান

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত খণ্ডিত ব্যবস্থাপনার সমস্যায় ভুগছে, যার ফলে কাজের পুনরাবৃত্তি ও অদক্ষতা সৃষ্টি হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানে একটি বড় পুনর্গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে তিনটি সমন্বিত দপ্তরে রূপান্তর করা হবে: প্রাথমিক সেবা ও জনস্বাস্থ্য, ক্লিনিক্যাল সেবা ও হাসপাতাল, চিকিৎসা শিক্ষা ও গবেষণা। এর ফলে সব স্তরের সেবায় পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও জবাবদিহিতা আরও কার্যকর হবে। এছাড়া, ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর (DGDA)-কে FDA বা MHRA-এর মতো একটি স্বায়ত্তশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থায় রূপান্তর করা হবে, যাতে ওষুধ ও স্বাস্থ্যপণ্যের ওপর স্বাধীন ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করা যায়। এই সংস্কারসমূহ একত্রে একটি সমন্বিত, দক্ষ ও সহনশীল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যা প্রাথমিক থেকে বিশেষায়িত সেবা পর্যন্ত উচ্চমানের সমন্বিত সেবা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

২. জুলাই অভ্যুত্থানের বীরদের যত্ন ও সেবা

ধরণ: জাতীয় দায়িত্ব
তারিখ: চলমান

জুলাই অভ্যুত্থান দেশের গণতান্ত্রিক পুনর্জাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যা নাগরিকদের অসীম সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার আহত সকলকে সম্মান জানাতে একটি দীর্ঘমেয়াদি ও মর্যাদাপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের একটি সুসংগঠিত জাতীয় তালিকা প্রস্তুত করা হয় এবং সরকারি হাসপাতালে তাদের চিকিৎসাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। প্রয়োজনে উন্নত বা বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি বা আন্তর্জাতিক রেফারেলের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। স্থায়ী সহায়তা নিশ্চিত করতে একটি পৃথক **জুলাই অধিদপ্তর** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জীবিত আহত ব্যক্তি আজীবনের জন্য একটি **স্বাস্থ্য কার্ড** পেয়েছেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের চিকিৎসার জন্য যেখানে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা উপলব্ধ, সেখানে তারা ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন সেবা পাওয়ার নিশ্চয়তা পাচ্ছেন। এই সংস্কার দেশের পুনর্জাগরণের আশার জন্য মূল্য পরিশোধকারী নাগরিকদের মর্যাদা রক্ষা, ন্যায্য চিকিৎসা প্রদান এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার জাতীয় দায়িত্ব পূরণ করে।

৩. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে আইনগত অধিকার ও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা

ধরণ: খসড়া অধ্যাদেশ
তারিখ: চলমান

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আইন প্রণয়ন সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, যা সাংবিধানিক অধিকার বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই আইন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে ঐচ্ছিক সেবা থেকে রূপান্তর করে আইনগতভাবে নিশ্চিত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি রাষ্ট্রকে বাধ্য করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগ, পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত সেবা নিশ্চিতকরণ, কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা গঠন এবং গুরুত্বপূর্ণ সব ফার্মাসিউটিক্যাল পদ পূরণ করার মাধ্যমে সমতাভিত্তিক সেবা প্রদান করতে। বাস্তবায়নযোগ্য আইনগত কাঠামো তৈরি করে এই আইন জবাবদিহিতা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়, সেবা ব্যবস্থার কাঠামোগত ঘাটতি দূর করে এবং একটি স্থিতিশীল, জনগণকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ভিত্তি নিশ্চিত করে। ফলে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালিত হয়।

৪. বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা মানদণ্ড (২০২৫–২০৩০)

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: চলমান

সমস্ত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য লক্ষ্য নির্ধারণে নতুন জাতীয় মানদণ্ডের একটি খসড়া প্রস্তুত করা হচ্ছে। সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা অর্জনের লক্ষ্যে এটি প্রাথমিক সেবা এবং মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবাকে শক্তিশালী করবে, অসংক্রামক রোগ মোকাবিলা করবে এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি সংযুক্ত করবে। সমতা নীতিকে মূল ভিত্তি ধরে গ্রামীণ ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে এটি দেশব্যাপী একই মানের সেবা নিশ্চিত করবে, ফলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর হবে।

৫. স্বাস্থ্যকর্মীদের কর্মজীবন উন্নয়নে ন্যায্যতা ও বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠা

ধরণ: প্রশাসনিক
তারিখ: চলমান

অন্তর্বর্তী সরকার স্বাস্থ্য খাতে পদোন্নতির ব্যবস্থায় সংস্কার এনে দীর্ঘদিনের কর্মজীবন স্থবিরতা ও বৈষম্য দূর করেছে। যোগ্যতাভিত্তিক এবং সুপারনিউমারারি (অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করে) পদোন্নতির মাধ্যমে ৭,৫০০ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে, ফলে পক্ষপাত দূর হয়ে বহুদিন অবহেলিত পেশাজীবীদের ন্যায্যতা নিশ্চিত হয়েছে। এতে চিকিৎসকদের মনোবল ও অঙ্গীকার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার বিস্তৃতি ঘটেছে, যা শহর-গ্রামের বৈষম্য কমাতে সহায়তা করেছে। পদোন্নতিপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরা উন্নত পরামর্শ, তত্ত্বাবধান ও মেন্টরশিপের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষাকেও শক্তিশালী করছেন। এসব উদ্যোগ কাঠামোগত অসাম্য সংশোধন, সেবা প্রদান জোরদার, প্রশিক্ষণ উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে আরও বেশি উৎসর্গ ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করেছে।

৬. নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক এবং ব্যবস্থার প্রতি আস্থা পুনঃস্থাপন

ধরণ: প্রশাসনিক
তারিখ: চলমান

ব্যবস্থাগত ঘাটতি দূর করা এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার সব স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য কঠোর উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা দিয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে এখন একটি সমন্বিত বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু হয়েছে, যা উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে, বিশেষত জরুরি, মাতৃ এবং সংকটাপন্ন রোগীদের সেবা ইউনিটে।

এই পদক্ষেপ অননুমোদিত অনুপস্থিতি বন্ধ করবে, সেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখবে এবং নির্ভরযোগ্য স্বাস্থ্যসেবার জনচাহিদা পূরণ করবে। জবাবদিহিতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এই সংস্কার বিশ্বাসযোগ্যতা ও শৃঙ্খলার ভিত্তি গড়ে তোলে এবং স্বাস্থ্যসেবার মান, সমতা ও প্রবেশাধিকার বৃদ্ধিতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নতি নিশ্চিত করে।

৭. স্বাস্থ্যখাতে সততা বজায় রাখা এবং স্বার্থের সংঘাত নিয়ন্ত্রণ

ধরণ: আদেশ
তারিখ: চলমান

স্বাস্থ্যখাতে সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকার **স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতিবিরোধী আইন** (Anti-Corruption in Healthcare Act) এর খসড়া প্রস্তুত করেছে, যেখানে ঘুষ, কমিশন এবং অনৈতিক প্রলোভনকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে স্বার্থের সংঘাত দূর হবে এবং জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার হবে। পাশাপাশি কঠোর শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছে: সংশ্লিষ্ট সব কমিটি, ট্রাস্ট এবং টাস্কফোর্সের সদস্যদের প্রথম সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্বার্থের সংঘাত ঘোষণা ও স্বাক্ষর করতে হবে। এটি নিয়ন্ত্রক ও তদারকি কার্যক্রমের শুরু থেকেই জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

৮. স্বাধীন কর্তৃপক্ষ গঠনের মাধ্যমে ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: চলমান

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক একটি স্বাধীন **মেডিসিন অ্যান্ড হেলথ প্রোডাক্টস রেগুলেটরি অথরিটি (MHRA)** গঠনের প্রস্তাব সংস্কার কমিশন দিয়েছে এবং এটি মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। এই সংস্কার নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করবে। MHRA লাইসেন্স প্রদান, মান যাচাই ও পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করবে। এটি ওষুধের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ এবং ফার্মাকোভিজিল্যান্স পরিচালনা করবে। নিজস্ব আইনের অধীনে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে এটি জনগণের আস্থা বাড়াবে, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য তৈরি করবে এবং নিম্নমানের ও ভেজাল চিকিৎসা সামগ্রী নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। এর ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক **ম্যাচুরিটি লেভেল ৩ (ML3)** স্বীকৃতি অর্জনের ভিত্তি তৈরি হবে, যা ওষুধ ও টিকার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও উন্নত জাতীয় নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার প্রতিফলন।

৯. স্বাস্থ্য প্রযুক্তি মূল্যায়ন (HTA) সেল প্রতিষ্ঠা

ধরণ: প্রশাসনিক নীতি
তারিখ: চলমান

মন্ত্রণালয়ে একটি **হেলথ টেকনোলজি অ্যাসেসমেন্ট (HTA) সেল** গঠন করা হয়েছে, যা প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। এই সেল গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলোতে তথ্যভিত্তিক পরামর্শ প্রদান করবে– যেমন ক্রয় (procurement), নিয়ন্ত্রক অনুমোদন এবং ক্লিনিক্যাল গাইডলাইন প্রণয়ন। এটি স্বাস্থ্য প্রযুক্তির চিকিৎসাগত কার্যকারিতা এবং ব্যয়-কার্যকারিতা মূল্যায়ন করবে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করবে। এর ফলে বিনিয়োগ জনস্বাস্থ্য অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এবং ব্যয়ের সর্বোচ্চ মূল্য নিশ্চিত হবে। এই সংস্কার স্বাস্থ্যব্যবস্থার দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে, স্বচ্ছতা ও আর্থিক দায়িত্বশীলতা বাড়াবে এবং উপকারী উদ্ভাবন সমভাবে গ্রহণে সহায়তা করে রোগীসেবা ও জনস্বাস্থ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১০. স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি কাউন্সিল (HFAC) প্রতিষ্ঠা

ধরণ: আদেশ
তারিখ: চলমান

স্বাধীন **হেলথ ফ্যাসিলিটি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (HFAC)** প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা কঠোর জাতীয় মানদণ্ড অনুযায়ী অবকাঠামো, নিরাপত্তা এবং সেবার মান নিশ্চিত করে সকল বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স প্রদান, স্বীকৃতি (accreditation) এবং নিয়মিত নবায়ন বাধ্যতামূলক করবে। এই সংস্কারগুলো সম্মিলিতভাবে একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও রোগীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য পরিবেশ গড়ে তুলবে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত চর্চা দূর করে খাতে ধারাবাহিক মানোন্নয়নের সংস্কৃতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবে।

১১. শহরবাসীর কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: চলমান

গ্রামীণ এলাকায় সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থাকলেও শহরে বসবাসকারী বহু মানুষের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় প্রবেশাধিকার সীমিত। কিছু শহরাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাছাকাছি স্থায়ী কোনো

সরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াই বসবাস করেন। এই ঘাটতি দূর করতে সরকার **আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার** উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য শহরাঞ্চলে স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ এবং প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি **ডিজিটাল স্বাস্থ্য কার্ড** চালু করা। চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ইলেকট্রনিকভাবে সংরক্ষণ ও আদান-প্রদান করা হবে, ফলে রোগীদের আর কাগজের ফাইল বহন করতে হবে না। এতে শহুরে পরিবারগুলোর জন্য চিকিৎসা হবে আরও দ্রুত, নিরাপদ ও সহজ।

১২. ক্রয় প্রক্রিয়ায় বাধ্যতামূলক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতির জন্য IoT-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ

ধরণ: প্রশাসনিক নির্দেশনা
তারিখ: চলমান

অচল ও বিকল চিকিৎসা যন্ত্রপাতির সমস্যা সমাধানে একটি বড় সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে। এখন থেকে সব ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতে সময়মতো মেরামত ও দীর্ঘমেয়াদে যন্ত্রের কার্যকারিতা বজায় থাকবে। পাশাপাশি একটি **IoT-ভিত্তিক রিয়েল-টাইম মনিটরিং ব্যবস্থা** চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা বর্তমানে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP) এর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এই ব্যবস্থা ব্যবস্থাপনাকে দূর থেকে যন্ত্রপাতির অবস্থা পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেবে এবং ত্রুটি দেখা দিলে তাৎক্ষণিক সতর্কবার্তা পাঠাবে। ফলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে এবং সেবা বিঘ্নিত হওয়া রোধ করা যাবে। এসব উদ্যোগ একসাথে যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, সেবার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত এবং প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করবে, যা জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে।

১৩. গ্রামীণ ও কমিউনিটি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মেডিকেল ইন্টার্নশিপ সম্প্রসারণ

ধরণ: নীতিগত সিদ্ধান্ত
তারিখ: চলমান

মেডিকেল ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম ১২ মাস থেকে বাড়িয়ে ১৮ মাস করা হয়েছে, যেখানে অতিরিক্ত ছয় মাস **প্রাইমারি হেলথ কেয়ার লার্নিং প্রোগ্রাম** এর অধীনে গ্রামীণ ও কমিউনিটি-ভিত্তিক ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণে ব্যয় করা হবে। এই সংস্কার ইন্টার্নদের বিশেষভাবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত করবে এবং সীমিত সম্পদের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করার দক্ষতা ও গ্রামীণ পোস্টিংয়ের উপযোগী সক্ষমতা তৈরি করবে। এর লক্ষ্য পেশাগত মানসিকতা ও

ক্লিনিক্যাল দক্ষতা উন্নত করা, যাতে নতুন চিকিৎসকরা বঞ্চিত ও দূরবর্তী জনগোষ্ঠীর সেবায় কার্যকরভাবে নিয়োজিত হতে পারেন।

১৪. জাতীয় মুখ ও দন্তস্বাস্থ্য কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (২০২৫–২০৩০)

ধরণ: কৌশলগত সংস্কার
তারিখ: চলমান

মুখ ও দন্তরোগ ব্যাপকভাবে বিদ্যমান, প্রতিরোধযোগ্য এবং ব্যথা, সংক্রমণ ও অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়, অথচ বর্তমানে সেবা সীমিত ও অসম। এই চলমান কৌশলটি একটি সুসংগঠিত জাতীয় উদ্যোগ নিশ্চিত করে, যার মাধ্যমে দন্তস্বাস্থ্যকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার অন্তর্ভুক্ত করা হবে, প্রতিরোধ ও প্রাথমিক চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। এর ফলে রোগের বোঝা ও চিকিৎসা ব্যয় কমবে, সামগ্রিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নত হবে এবং জীবনমান বৃদ্ধি পাবে। দীর্ঘমেয়াদি কল্যাণ ও সমতা নিশ্চিত করে এটি আজীবন সুস্থতার ভিত্তি তৈরি করবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. সকল বেসরকারি প্রাথমিক স্তরের প্রতিষ্ঠানকে একাডেমিক স্বীকৃতি ও নিবন্ধনের আওতায় আনা

বাংলাদেশের সকল বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গ একাডেমিক স্বীকৃতি ও নিবন্ধনের আওতায় আনা অত্যাবশ্যক। এটি অবশ্যই *Non-Government Primary School Registration Rules, 2023 (Amended 2025)* অনুযায়ী কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই ব্যাপক উদ্যোগের মাধ্যমে খাতটির ওপর সরকারের প্রয়োজনীয় তদারকি নিশ্চিত হবে এবং সারাদেশে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানসম্মত শিক্ষা কার্যক্রমকে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহিত করবে।

২. সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টি

প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে *সহকারী প্রধান শিক্ষক* পদ সৃষ্টি ও জনবল নিয়োগ করা জরুরি। এই পদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একাডেমিক কার্যক্রমের আরও নিবিড় ও কার্যকর তদারকি নিশ্চিত করবে, যা দীর্ঘমেয়াদে শিক্ষার মান উন্নয়নে সরাসরি ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৩. শক্তিশালী স্কুল মনিটরিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা

Mandatory Primary Education Implementation and Monitoring Unit-কে রূপান্তর করে একটি কার্যকর *Primary Education Evaluation Bureau/Directorate* প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে সারাদেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজ হবে।

৪. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-মূল্যায়ন (Pre-assessment) টুলস বাস্তবায়ন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাক-মূল্যায়ন টুলস বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। এসব টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার স্তর নির্ধারণ, তাদের আগ্রহ ও শেখার প্রবণতা বোঝা

এবং সেই অনুযায়ী পাঠদানের পদ্ধতি নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা শনাক্ত করতে পারবেন, শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে পারবেন, গ্রেড অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ করতে পারবেন এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং প্রোগ্রাম

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সরাসরি "Food-for-Education" কর্মসূচি পরিচালনা করে না। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, ন্যায়সংগত ও মানসম্মত শিক্ষা (SDG-4) নিশ্চিত করা, তাদের পুষ্টিগত অবস্থা উন্নয়ন করা এবং ঝরে পড়ার হার কমানোর লক্ষ্যে *Feeding Program in Government Primary Schools* চালু করা হয়েছে।

প্রকল্পের বিবরণ:

- **প্রকল্পের নাম:** সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং প্রোগ্রাম
- **প্রকল্পের মেয়াদ:** জানুয়ারি ২০২৫ – ডিসেম্বর ২০২৭
- **প্রাক্কলিত ব্যয়:** ৫৪৫,২৪১.৫২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণভাবে জিওবি অর্থায়িত)
- **প্রকল্প এলাকা:** দেশের ৬২টি জেলার ১৫০টি উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হবে
- **উপকারভোগী:** সারাদেশের ১৯,৪১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩.১৩ মিলিয়ন শিক্ষার্থী

শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে পাঁচ দিন (বিদ্যালয়ের কার্যদিবসে) পুষ্টিকর খাবার পাবে। খাবারের মধ্যে থাকবে:
ফর্টিফাইড বিস্কুট, ইউএইচটি দুধ, বান রুটি, সেদ্ধ ডিম, এবং কলা/স্থানীয় মৌসুমি ফল।

এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের পুষ্টি বৃদ্ধি করা, বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং সামগ্রিক শিক্ষাগত ফলাফল উন্নত করা।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (DPE) ইঞ্জিনিয়ারিং সেল শক্তিশালীকরণ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারিং সেলকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী ও উন্নত করা অত্যন্ত জরুরি। এই কৌশলগত উন্নয়ন দেশের ৬৪টি জেলায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার ও উন্নয়ন কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। শক্তিশালী ইঞ্জিনিয়ারিং সেল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ ও সংস্কার কার্যক্রম সময়মতো এবং মানসম্মতভাবে সম্পন্ন নিশ্চিত করবে, ফলে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামোতে জাতীয় বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সুফল পাওয়া যাবে।

২. প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের ১০০% অনলাইন বদলি

প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের বদলি, পদায়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালনা করা অপরিহার্য। এটি অবশ্যই Online Teacher Transfer Policy অনুযায়ী *Integrated Primary Education Management Information System (IPEMIS)* প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বাস্তবায়ন করতে হবে।
এই ডিজিটাল ব্যবস্থা শিক্ষকদের সময় ও যাতায়াত ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে এবং এর ফলে শিক্ষার মান উন্নয়নে সরাসরি অবদান রাখবে।

৩. IPEMIS-এর আওতায় মডিউলসমূহ সক্রিয়করণ

Integrated Primary Education Management Information System (IPEMIS)-এর আওতায় প্রস্তাবিত ২৪টি মডিউল সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল রূপান্তরের আওতায় আসবে, যা সকল নির্ধারিত সেবা দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রদানের জন্য মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৫

তারিখ: ২২ অক্টোবর, ২০২৫

উপর্যুক্ত বিষয়ে, উল্লিখিত ৩৭.০০.০০০০.০৯১.৩৯.০০১.২৪.৫১৮ নং স্মারকে (ইস্যুর তারিখ: ০১/০৯/২০২৪) যে অংশ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ করা হয়েছিল, তা জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২২ এর পরিবর্তে জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০১২ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। এ প্রেক্ষিতে ৫ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে **জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা নীতিমালা ২০২৫ (সংশোধিত)** জারি করা হয়েছে।

পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনাসহ এটি প্রেরণ করা হয়েছে।

২. কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন
ধরণ: নীতিমালা

কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনের কাজ চলমান রয়েছে। নীতিমালা সংশোধনের কার্যক্রম আগস্ট ২০২৫ এর মধ্যে সম্পন্ন করে সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে অন্যান্য আইনগত প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়েছে। ১৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে যাচাই-বাছাই শেষে আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ থেকে **মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ (সকল) (জুনিয়র মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি) প্রবিধানমালা-২০২৪ (সংশোধিত-২০২৫)** এর খসড়া ফেরত প্রদান করা হয়। উক্ত খসড়া প্রবিধানমালায় ৯টি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ পৃথকভাবে স্বাক্ষর করেছেন।

পরবর্তীতে, ২৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এস.আর.ও নম্বর ইস্যুর অপেক্ষায় খসড়াটি গেজেট প্রকাশের জন্য বিজি প্রেসে প্রেরণ করে। বিজি প্রেস জানিয়েছে যে গেজেট প্রকাশের জন্য ৯টি বোর্ডকে চালানের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অর্থ পরিশোধ

সম্পন্ন হলে প্রবিধানমালা আনুষ্ঠানিকভাবে গেজেটে প্রকাশিত হবে। এ বিষয়ে সকল বোর্ডকে যথাযথভাবে অবহিত করা হয়েছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. বেসরকারি এমপিওভুক্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) এর মাধ্যমে প্রদান

ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: অক্টোবর ২০২৬

দেশের বেসরকারি এমপিওভুক্ত কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা সহজে প্রদানের জন্য ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) এর মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংযোগ (Industry-Institute Linkage) বাস্তবায়ন

ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৬

আধুনিক অর্থনীতির পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে শিল্প-প্রতিষ্ঠান সংযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টিভেট (TVET) প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ, যৌথ গবেষণা এবং জ্ঞান আদান-প্রদানের মতো পারস্পরিক সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে।

এতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী দক্ষতা অর্জন করে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ কর্মী খুঁজে পায় ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে এবং উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

৩. বেসরকারি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকদের অনলাইন বদলি

ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

বেসরকারি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকদের বদলি কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে শুরু করা হবে। এ প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে।

৪. অনলাইন সার্টিফিকেট যাচাইকরণ
ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

বর্তমানে বাংলাদেশ **অ্যাপোস্টিল হেগ চুক্তি ১৯৬১**-এর স্বাক্ষরকারী দেশ। চুক্তি অনুযায়ী শিক্ষার্থী ও প্রবাসী কর্মীরা নির্ধারিত ফি প্রদানের মাধ্যমে অনলাইনে তাদের সরকারি নথিপত্র (সনদপত্র) সত্যায়ন করতে পারবেন।

এটি প্রচলিত বহু ধাপের লিগালাইজেশন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে একটি একক অ্যাপোস্টিল সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু করে, যা নথির উৎপত্তি দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা ইস্যু করা হয়। বাংলাদেশ বর্তমানে এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে দেশটি প্রাতিষ্ঠানিক লুটপাটের যুগ থেকে উত্তরণের জটিল রূপান্তরের মধ্য দিয়ে "নতুন বাংলাদেশ"-এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একদিকে তীব্র জ্বালানি সংকট, অন্যদিকে "মেগা প্রকল্প" দুর্নীতির উত্তরাধিকার, এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় কোষাগার নিঃশেষকারী শোষণমূলক সিন্ডিকেটগুলো ভেঙে দিতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিভাগকে কাজে লাগাচ্ছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় "কুইক এনহ্যান্সমেন্ট" আইনসমূহের বিরুদ্ধে ব্যাপক শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছে—যেগুলো ফ্যাসিবাদী স্বজনপ্রীতির কুখ্যাত প্রতীক হিসেবে পরিচিত যাতে করে জনগণের জন্য জ্বালানি সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করা যায়। একইসাথে, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগকে দলীয় দখলদারিত্ব থেকে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে, এবং উন্নয়নের লক্ষ্যকে কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের বদলে বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বচ্ছতার দিকে স্থানান্তর করা হচ্ছে। এই সংস্কারগুলো অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অপরিহার্য। ছাত্র-নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানের চেতনাকে অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্র নিশ্চিত করছে যে প্রতিটি রাস্তা ও বিদ্যুৎ লাইন জনগণের সেবায় ব্যবহৃত হবে। কোনো স্বৈরশাসকের ক্ষমতার মুঠো শক্ত করার জন্য নয়।

সেক্টর–৪
জ্বালানি
এবং
অবকাঠামো

বিদ্যুৎ বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. “বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত উন্নয়ন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)” বাতিল করে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি প্রতিরোধ

ধরন: আইন বাতিলসংক্রান্ত অধ্যাদেশ
তারিখ: ২৮ নভেম্বর ২০২৪

“বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত উন্নয়ন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১)” স্বচ্ছতার অভাব, দুর্নীতি এবং পরিবেশগত অবহেলার জন্য সমালোচিত ছিল। ফলে অন্তর্বর্তী সরকার “বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ দ্রুত উন্নয়ন (বিশেষ বিধান) (বাতিল) অধ্যাদেশ, ২০২৪” জারি করে। এই পদক্ষেপ বিদ্যুৎ খাতে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, পরিবেশগত ক্ষতি এবং অদক্ষতা মোকাবিলা করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং পরিবেশগত অনুবর্তিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য রাখে।

২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫

ধরন: নীতি
তারিখ: ১৬ জুন ২০২৫

“নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫”-এর লক্ষ্য হলো পরিষ্কার জ্বালানি প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা, পাশাপাশি পরিবেশ সুরক্ষা, টেকসই উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় নিশ্চিত করা। এই নীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, কারিগরি দক্ষতা এবং স্বল্প-কার্বন বিনিয়োগ মডেলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যাতে একটি স্থিতিশীল জ্বালানি রূপান্তর সম্ভব হয়। কৌশলগত লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ২০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সৌর, বায়ু এবং বায়োমাসের মাধ্যমে জ্বালানি মিশ্রণ বৈচিত্র্য করে বিদ্যুৎ ভর্তুকি কমানো, সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই কাঠামো পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং জাতীয় উন্নয়নকে বৈশ্বিক স্বল্প-কার্বন ও জলবায়ু সহনশীল অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে।

৩. “জাতীয় ছাদ সৌর কর্মসূচি” এবং “জাতীয় ছাদ সৌর কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা”

ধরন: কর্মসূচি ও নির্দেশিকা

তারিখ: ৩ জুলাই ২০২৫ (কর্মসূচি) এবং ২১ আগস্ট ২০২৫ (নির্দেশিকা)

বাংলাদেশে জ্বালানি নিরাপত্তা শক্তিশালী করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে “জাতীয় ছাদ সৌর কর্মসূচি” চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো সরকারি ভবনের ছাদ ব্যবহার করে ডিসেম্বর ২০২৫ সালের মধ্যে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন। এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতি ২০২৫-এর ২০৩০ সালের মধ্যে ২০% এবং ২০৪০ সালের মধ্যে ৩০% লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য “জাতীয় ছাদ সৌর কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা” প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩,০০০ মেগাওয়াট অর্জিত হলে বার্ষিক ৪,২০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে বিদ্যুতের মূল্য হবে ২৫,২০০ কোটি টাকা। এই উদ্যোগ ১৮ লাখ টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন রোধ করবে, জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমাবে এবং বিকেন্দ্রীভূত উৎপাদনের মাধ্যমে গ্রিডের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করবে।

৪. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতি (মার্চেন্ট পাওয়ার নীতি)

ধরন: নীতি

তারিখ: ৬ অক্টোবর ২০২৫

মার্চেন্ট পাওয়ার নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পরিচ্ছন্ন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে দেশের জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোর উদ্দেশ্যে। এই নীতির মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, গ্রাহকসেবা উন্নয়ন, কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং টেকসই জ্বালানি উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে। এই নীতির আওতায় দেশি ও বিদেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে মার্চেন্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং/অথবা সংরক্ষণ করে তা পারস্পরিক সম্মত মূল্যে বড় বা পাইকারি ভোক্তাদের কাছে সরাসরি বিক্রি করতে পারবে। নীতিটি বাংলাদেশ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি (পিজিবিপিএলসি) এবং অন্যান্য বিতরণ লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কে বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য বৈষম্যহীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।

৫. নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০২৫ প্রণয়ন
ধরন: নির্দেশিকা
তারিখ: ২১ আগস্ট ২০২৫

বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত "নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০২৫" নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সহজতর করে, যার মাধ্যমে প্রোসিউমাররা (উৎপাদক-ভোক্তা) তাদের অনুমোদিত লোড অনুযায়ী সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তারা নিজস্ব উৎপাদিত বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করতে পারবে। ত্রৈমাসিক বিল সমন্বয় ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহকারীরা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবে। অংশীজনদের পরামর্শক্রমে প্রণীত এই নির্দেশিকা ছাদভিত্তিক সৌর ব্যবস্থার গ্রিড সংযোগ সহজ করে বিনিয়োগের আস্থা বৃদ্ধি এবং বিদ্যুৎ ব্যয় হ্রাসে সহায়ক হবে। এই উদ্যোগ বিদ্যমান অবকাঠামোকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য, কার্বন নির্গমন হ্রাস ও জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে ভূমিকা রাখবে এবং বাংলাদেশে একটি বিকেন্দ্রীভূত ও অর্থনৈতিকভাবে টেকসই স্বল্প-কার্বন জ্বালানি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করবে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

আইনি সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)

ধরন: আইন সংশোধনসংক্রান্ত অধ্যাদেশ
তারিখ: ২৭ আগস্ট ২০২৪

সরকার বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) আইনের এমন সংশোধনী বাতিল করেছে, যা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের হাতে ট্যারিফ নির্ধারণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিল। এখন বিইআরসি জনশুনানির মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জ্বালানির মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে, ফলে স্বচ্ছতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. মহাসড়কের পেট্রোল পাম্পে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন

বাংলাদেশজুড়ে বর্তমানে ২,৩২৯টি ফিলিং স্টেশন রয়েছে (২,১৯৮টি চালু এবং ১৩১টি সাময়িকভাবে বন্ধ) এবং ৫২২টি সিএনজি স্টেশন রয়েছে। সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), পেট্রোবাংলা এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তর যৌথভাবে বাস্তবায়ন দল গঠন করেছে, যারা এসব স্টেশনে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট স্থাপন এবং নারীদের জন্য পৃথক সুবিধাসহ টয়লেট নিশ্চিতকরণ পর্যবেক্ষণ করছে।

বাস্তবায়ন তদারকির জন্য এই বিভাগের প্রশাসন শাখার অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে অতিরিক্ত ৪ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

- ২,১৯৮টি চালু বিপিসি ফিলিং স্টেশনের মধ্যে ১,৯৩১টি স্টেশনে ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং নারীদের জন্য পৃথক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৬৭টি স্টেশনে এসব সুবিধা স্থাপনের কাজ চলমান, যা মোট ৮৮% অগ্রগতি নির্দেশ করে।
- পেট্রোবাংলার সব ৫২২টি সিএনজি স্টেশনে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং নারীদের জন্য পৃথক সুবিধা স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে, যা ১০০% বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে।

সামগ্রিকভাবে, দেশব্যাপী ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি স্টেশনগুলোর ৯০.১৮% স্থানে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিচ্ছন্ন টয়লেট এবং নারীদের জন্য পৃথক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট ফিলিং স্টেশনগুলোতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. "ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (জমি, প্লট, স্থান ও ফ্ল্যাট বরাদ্দ) বিধিমালা, ২০২৪" সংশোধন

ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডিএ)-এর আওতাধীন সম্পত্তি (প্লট/ফ্ল্যাট) বরাদ্দ কার্যক্রমকে আরও স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে বরাদ্দ নির্দেশিকা-২০০৮ (সংশোধিত-২০২৪) অনুযায়ী সকল ধরনের কোটা ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। এখন থেকে সকল নাগরিকের জন্য সমান অধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. ড্যাপ (২০২২–২০৩৫) এবং বিএনবিসি (২০২০) বাস্তবায়ন

সুশৃঙ্খল ও পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করার জন্য ড্যাপ (২০২২–২০৩৫) এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি ২০২০) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ ২০২২–২০৩৫) চূড়ান্ত করার জন্য ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে উপদেষ্টা কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ড্যাপের প্রস্তাবিত সংশোধনসমূহ অনুমোদন করা হয়।

২. ঢাকা মেট্রোপলিটন বিল্ডিং রুলস, ২০২৫ প্রণয়ন

রাজধানী শহরে আবাসন ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) এবং বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ)-এর সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং জনদুর্ভোগ ও দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন বিল্ডিং রুলস, ২০২৫ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আইএবি, আইইবি, বেলা, বাপা এবং বিপিকসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ঢাকা মেট্রোপলিটন বিল্ডিং রুলস, ২০২৫-এর খসড়া হালনাগাদ ও চূড়ান্ত করা হয়েছে। পরবর্তীতে ১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সভায় প্রস্তাবিত সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়। বিধিমালাটি আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং সাপেক্ষে জারি করা হবে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. সেবা ও সুবিধা গ্রহণে সহজ প্রবেশাধিকার

ধরন: সিদ্ধান্ত
তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ)-এর সেবা ও মাস্টার প্ল্যান সম্পর্কে জনসচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ জনগণ সরাসরি প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে মতামত ও পরামর্শ বিনিময় করতে পারছে। এই উন্মুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে নাগরিকরা নিজেদের মত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে এবং সেবাগুলো আরও জনবান্ধব ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছে।

পরিকল্পনা শাখার দায়িত্ব দুইজন কর্মকর্তার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ফলে কেডিএ সেবা প্রদান আরও দ্রুত ও কার্যকর করেছে—বিশেষ করে ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র গ্রহণের মতো কার্যক্রমে। এছাড়াও মাস্টার প্ল্যান ম্যাপ অনলাইনে উন্মুক্ত থাকায় জনগণের জন্য মাস্টার প্ল্যান ও বিস্তারিত অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) সম্পর্কে জানা অনেক সহজ হয়েছে। এখন বাসিন্দারা যেকোনো সময় তথ্য জানতে পারছেন এবং তাদের এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. স্থানীয় সরকার আইন সংশোধন

সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালে নিম্নোক্ত অধ্যাদেশসমূহে আরও সংশোধনের জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে:

(i) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ – গেজেট প্রকাশিত হয়েছে ১৮ আগস্ট ২০২৫
(ii) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ – গেজেট প্রকাশিত হয়েছে ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
(iii) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ – গেজেট প্রকাশিত হয়েছে ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
(iv) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ – গেজেট প্রকাশিত হয়েছে ১৮ আগস্ট ২০২৫

চলমান সংস্কারসমূহ

১. প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা আধুনিকায়ন

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (নিলগ)-এর সর্বশেষ প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা ২০২১ সালে প্রণীত হয়েছিল। বর্তমান চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এটি হালনাগাদ ও আধুনিকায়নের জন্য একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. এলজিইডি কর্তৃক ইলেকট্রনিক এনলিস্টমেন্ট সিস্টেম (ইইএস)

লিমিটেড টেন্ডারিং মেথড (এলটিএম)-এর আওতায় ঠিকাদারদের তালিকাভুক্তি ও নবায়ন প্রক্রিয়া সহজ, আধুনিক এবং দ্রুততর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সরকারের অফিসিয়াল পোর্টাল www.mygov.bd-এর মাধ্যমে একটি ইলেকট্রনিক এনলিস্টমেন্ট সিস্টেম (ইইএস) চালু করেছে। এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার ১৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে জারি করা হয় এবং ১৬ জুলাই ২০২৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু হয়। এখন ঠিকাদাররা অনলাইনে যেকোনো স্থান থেকে তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২. সরকারি প্রকল্পে সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

ইন্টিগ্রেটেড এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল ম্যানেজমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক (আইইএসএমএফ) অনুসরণ করে সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে (অফিস আদেশ তারিখ: ২৩/০৯/২০২৪) যাতে ভবিষ্যতে সরকার অর্থায়িত প্রকল্পসমূহ প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের সময় সামাজিক ও পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়গুলো যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত ও নিশ্চিত করা হয়।

৩. মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সেবা প্রদান (ডিপিএইচই)

জনসাধারণের জন্য সেবা প্রদানকে আরও সহজলভ্য ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) আওতায় একটি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।

৪. প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়ন (NILG)

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG)-এর জন্য প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করে স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দেওয়া হবে।

৫. প্রশিক্ষণ-পরবর্তী কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণ শেষে কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য একটি কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কাঠামোটি প্রস্তুত করে স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দেওয়া হবে।

৬. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তন

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহকে দূতাবাসে নিবন্ধিত এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত সনদপত্র বাংলাদেশে যেকোনো নিবন্ধন কার্যালয় থেকে ইস্যু করার সুবিধা চালুর লক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ত্রিপোলি (লিবিয়া) এবং মাস্কাট (ওমান)-এ অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস সফলভাবে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। দেশের যেকোনো নিবন্ধন অফিস থেকে ডিজিটাল স্বাক্ষরযুক্ত সনদ সংগ্রহের জন্য BDRIS-এ ফিচার উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

৭. নতুন BDRIS সিস্টেম উন্নয়ন

বিদ্যমান BDRIS-এর সীমাবদ্ধতা দূর করতে একটি আধুনিক, নিরাপদ এবং ব্যবহারবান্ধব মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন করা হচ্ছে। এই নতুন সিস্টেমের জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR) বর্তমানে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

৮. BDRIS-এ তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিতকরণ

তথ্যের অখণ্ডতা নিশ্চিত করতে নিবন্ধনকারীদের উদ্যোগে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডুপ্লিকেট জন্ম নিবন্ধন বাতিল করা হচ্ছে। ৩১ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত মোট ২৮,৮২৯টি ডুপ্লিকেট রেকর্ড সফলভাবে অপসারণ করা হয়েছে এবং যাচাই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলছে।

৯. নাগরিক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সিটি করপোরেশন ও WASA-তে কল সেন্টার স্থাপন

ঢাকা ওয়াসা ২৪ ঘণ্টাব্যাপী হটলাইন সেবা "WASALink–1616" চালু করেছে এবং ১০টি MODS জোনে কল সেন্টার স্থাপন করেছে। চট্টগ্রাম, খুলনা এবং রাজশাহী ওয়াসাও অনুরূপ কল সেন্টার চালু করেছে। সিটি করপোরেশনসমূহ নাগরিকদের অভিযোগ দ্রুত সমাধানের জন্য কল সেন্টার চালু করেছে।

১০. সিটি করপোরেশনসমূহে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)

সকল সিটি করপোরেশনে জনসাধারণের অভিযোগ দক্ষতার সাথে নিষ্পত্তির জন্য অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (Grievance Redress System - GRS) চালু করা হয়েছে। নিয়মিত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগে জমা দেওয়া হয়।

১১. চট্টগ্রাম ওয়াসায় মিটার রিডিং অ্যাপস চালু

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি এবং নন-রেভিনিউ ওয়াটার (NRW) হ্রাসের লক্ষ্যে মিটার রিডিং অ্যাপ (Meter Reading Apps - MRA) চালু করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই অ্যাপের মাধ্যমে ৮,৯২৮টি বিল ইস্যু করা হয়েছে এবং উদ্যোগটি আরও সম্প্রসারণ করা হবে।

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি "ডিজিটাল পরিশোধন" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যেখানে দেশটি পূর্ববর্তী সরকারের নজরদারিনির্ভর ও নিয়ন্ত্রণমূলক প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর উত্তরাধিকার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। বর্তমান পরিস্থিতি "ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব" অর্জনের একটি প্রচেষ্টার দ্বারা চিহ্নিত, যা জুলাই অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষার্থী-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন দমন এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতা আড়াল করতে ব্যবহৃত ইন্টারনেট শাটডাউনকে অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করার সরাসরি প্রতিক্রিয়া। এসব সংস্কারের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রের ডিজিটাল ও তথ্য অবকাঠামোকে দমনমূলক হাতিয়ার থেকে রূপান্তর করে একটি স্বচ্ছ জনসেবামূলক ব্যবস্থায় পরিণত করা।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যেখানে ২০২৩ সালের কঠোর ও দমনমূলক সাইবার সিকিউরিটি আইনকে প্রতিস্থাপন করতে সাইবার সেফটি অধ্যাদেশ ২০২৫ প্রণয়ন করা হচ্ছে। এতে ভবিষ্যতে স্বৈরাচার প্রতিরোধের সুরক্ষা হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকারকে স্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়েছে। একই সময়ে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Ethical AI) এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্ভাবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে ঢেলে সাজানো হচ্ছে "মিডিয়া ক্যাপচার" ও দলীয় প্রচারণার যুগের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে।

"জেন-জি" আন্দোলনকারীদের ডিজিটাল সাহসিকতাকে সম্মান জানিয়ে—যারা প্রযুক্তি ব্যবহার করে অভ্যুত্থানের সত্য ঘটনা নথিভুক্ত ও প্রচার করেছিল—এই উদ্যোগগুলো দেশের ভার্চুয়াল পরিসরকে পুনর্গঠন করতে চায় একটি বিকেন্দ্রীভূত সাধারণ পরিসর (decentralized commons) হিসেবে, যেখানে তথ্য অবাধে প্রবাহিত হবে এবং জনগণের সম্মিলিত স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকবে।

খাত–৫
বিজ্ঞান
এবং
তথ্যপ্রযুক্তি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. জাতীয় নির্বাহী কমিটি অন বায়োটেকনোলজি (NECB) পুনর্গঠন

ধরণ: নীতিমালা

তারিখ: ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫

জাতীয় নির্বাহী কমিটি অন বায়োটেকনোলজি (NECB) নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে—
- জাতীয় বায়োটেকনোলজি টাস্কফোর্স (NCTB) কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন।
- সুষ্ঠু গবেষণা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বায়োটেকনোলজি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন।
- বায়োটেকনোলজি গবেষণার বর্তমান অবস্থা তদারকি ও মূল্যায়ন।
- ভবিষ্যৎ বায়োটেকনোলজি গবেষণার জন্য স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
- গুরুত্বপূর্ণ বায়োটেকনোলজি বিষয়ক নীতিগত সুপারিশ প্রদান।

২. বাংলাদেশ জাতীয় বায়োটেকনোলজি টাস্কফোর্স (NTBB) পুনর্গঠন

ধরণ: নীতিমালা

তারিখ: ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বাংলাদেশ জাতীয় বায়োটেকনোলজি টাস্কফোর্স (NTBB) নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে—
- বায়োটেকনোলজি সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতি ও নিয়ন্ত্রক কার্যক্রমে দিকনির্দেশনা প্রদান।
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বায়োটেকনোলজির প্রয়োগ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।

৩. জাতীয় কারিগরি কমিটি অন বায়োটেকনোলজি (NTCB) পুনর্গঠন

ধরণ: নীতিমালা

তারিখ: ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

জাতীয় কারিগরি কমিটি অন বায়োটেকনোলজি (NTCB) নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে—
- জাতীয় বায়োটেকনোলজি অগ্রাধিকার নির্ধারণ।

● প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন, বায়োটেকনোলজি গবেষণায় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং শিল্পখাতের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা।
● বায়োটেকনোলজি ক্ষেত্রে সম্পদের (দক্ষতা, অর্থায়ন ও অবকাঠামো) প্রবাহ অন্বেষণ।
● আধুনিক বায়োটেকনোলজির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।

৪. "নভোথিয়েটার" এর নাম সংস্কার

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: ২০ মার্চ, ২০২৫

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০-এর শিরোনাম ও সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ সংশোধন করা হয়েছে এবং "বাংলাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান" নামটি অপসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক নাম শুধুমাত্র **'নভোথিয়েটার'**।

৫. "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" এর নাম সংস্কার

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: ২০ মার্চ, ২০২৫

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ সংশোধন করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশে শিরোনাম থেকে "বাংলাবন্ধু" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে।
বর্তমান নাম: **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট**।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কার

১. সাইবার নিরাপত্তা অধ্যাদেশ

ধরণ (Type): পূর্ববর্তী আইন বাতিল ও প্রতিস্থাপনকারী অধ্যাদেশ

তারিখ (Date): প্রকাশিত ২১ মে ২০২৫

সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট ২০২৩ বাতিল করে নতুন একটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তা আইন কাঠামোতে বড় ধরনের সংস্কার সম্পন্ন করা হয়েছে। নতুন অধ্যাদেশে সাইবার অপরাধ এবং সাইবার হুমকি শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ ও বিচার/প্রসিকিউশন এবং সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চলমান সংস্কার

১. ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ

ধরণ (Type): অধ্যাদেশ
তারিখ (Date): চলমান প্রক্রিয়া / খসড়া প্রণয়নের চূড়ান্ত পর্যায়ে

ব্যক্তিগত তথ্যের বৈধ প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি নতুন অধ্যাদেশ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে, যেখানে ব্যক্তি নিজেই তার তথ্যের প্রকৃত মালিক হিসেবে স্বীকৃত হবে এবং তার সম্মতির ভিত্তিতে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। প্রস্তাবিত আইনটি গোপনীয়তা, নিরাপত্তা, সুরক্ষা, ন্যায্যতা ও আন্তঃকার্যক্ষমতা (interoperability) নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়ে প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও এটি ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার বা লঙ্ঘন প্রতিরোধ, মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং তথ্য সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে উপযুক্ত প্রতিকার ও আইনগত সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করবে।

২. জাতীয় তথ্য শাসন অধ্যাদেশ

ধরণ (Type): অধ্যাদেশ
তারিখ (Date): চলমান প্রক্রিয়া

নাগরিক সেবায় সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে জাতীয় তথ্য শাসন ও আন্তঃকার্যক্ষমতার একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন একটি অধ্যাদেশ প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এটি ব্যক্তিগত তথ্যের স্বেচ্ছাসেবী প্রক্রিয়াকরণ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে, যাতে তথ্য আইনসম্মতভাবে এবং শুধুমাত্র বৈধ ও প্রয়োজনভিত্তিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়, পাশাপাশি তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকে।

এই কাঠামোতে ব্যক্তিগত তথ্যের আইনসম্মত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও স্থানান্তরের বিধান থাকবে এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন বা বিচ্যুতি ঘটলে প্রতিকারের ব্যবস্থাও থাকবে। পাশাপাশি এটি একটি সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করবে, যা সরকারি ও বেসরকারি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যক্তিগত বা অন্যান্য তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান ও বৈধ আন্তঃকার্যক্ষমতা তদারক করবে এবং সংশ্লিষ্ট আইনগত বিষয়সমূহ সমাধান করবে।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ

সম্পন্ন সংস্কার

১. টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতি, ২০২৫

ধরণ (Type): টেলিকম নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং সংক্রান্ত সরকারি নীতি
তারিখ (Date): ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং ব্যবস্থায় কাঠামোগত সংস্কারের জরুরি প্রয়োজন ছিল। নতুন প্রণীত নীতিমালা টেলিকম খাতের বিভাজন দূর করবে, লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ ও গতিশীল করবে, প্রতিযোগিতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করবে এবং দেশের ডিজিটাল রূপান্তরকে সহায়তা করে এমন একটি নিয়ন্ত্রক পরিবেশ তৈরি করবে।

এই নীতির মাধ্যমে বৈশ্বিক ডিজিটাল অর্থনীতিতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়বে, ডিজিটাল বৈষম্য কমবে এবং একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক টেলিযোগাযোগ খাত থেকে সামাজিক-অর্থনৈতিক সুফল অর্জিত হবে। নতুন নীতির অধীনে বাংলাদেশ উচ্চ প্রবৃদ্ধি ও বিনিয়োগনির্ভর টেলিকম খাত উন্মুক্ত করবে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় একটি ডিজিটাল নেতৃত্বদানকারী দেশ হিসেবে অবস্থান সুদৃঢ় করবে।

২. আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG)

নীতি (: গেটওয়ে লাইসেন্সিং নির্দেশিকার সংশোধনী
তারিখ (Date): ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG) লাইসেন্সধারীদের জন্য সরকার কারিগরি ও পরিচালনাগত শর্তাবলি সংশোধন করেছে, যাতে নেটওয়ার্ক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং সেবার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হয়। লাইসেন্সধারীদের এখন STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, GE এবং FE সহ বিভিন্ন ইন্টারফেস স্পিড সমর্থন করতে হবে এবং প্রাথমিক সংযোগ ।LDC-এর মাধ্যমে স্থাপন করতে হবে। সংযুক্ত ব্যান্ডউইথের সর্বোচ্চ ১০% বিকল্প হিসেবে স্যাটেলাইট আর্থ স্টেশনের মাধ্যমে ব্যাকআপ হিসেবে পরিচালনা করা যাবে, যতক্ষণ না বিকল্প ।LDC উপলব্ধ হয়।

এছাড়া প্রতিটি IIG অপারেটরকে মোট ইন্টারনেট ট্রাফিকের ৫০%-এর বেশি আন্তর্জাতিক স্থলভিত্তিক কেবল (ITC) এর মাধ্যমে রুট করার অনুমতি দেওয়া হবে না। সার্ভিস-লেভেল এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে কমিশনের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত স্যাটেলাইট ব্যাকআপ ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

৩. টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং

নীতি, ২০২৫

ধরণ (Type): আন্তর্জাতিক দীর্ঘ দূরত্ব টেলিযোগাযোগ সেবা (ILDTS) নীতি, ২০১০ বাতিলকারী নতুন নীতি

তারিখ (Date): ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

দেশের টেলিকম নিয়ন্ত্রক কাঠামো ঢেলে সাজানোর জন্য সরকার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক ও লাইসেন্সিং নীতি, ২০২৫ অনুমোদন করেছে। এই নতুন নীতি আন্তর্জাতিক দীর্ঘ দূরত্ব টেলিযোগাযোগ সেবা (ILDTS) নীতি, ২০১০ বাতিল করেছে, যা বিভাজিত এবং বাজার প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে বিবেচিত ছিল।

নতুন নীতির লক্ষ্য হলো বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করতে একটি সহজ, প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। এতে নতুন ক্যাটাগরির লাইসেন্সিং কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন—

- Access Network Service Provider (ANSP)
- National Infrastructure and Connectivity Service Provider (NICSP)
- International Connectivity Service Provider (ICSP)

একইসাথে বিদ্যমান লাইসেন্সগুলোর মেয়াদ শেষ হলে International Gateway (IGW), Interconnection Exchange (ICX), এবং International Internet Gateway (IIG) এর মতো পুরোনো লাইসেন্সগুলো ধাপে ধাপে বাতিল করা হবে।

বিদ্যমান লাইসেন্সধারীদের নতুন কাঠামোয় স্থানান্তরের জন্য তিন ধাপের একটি মাইগ্রেশন রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে, যার সফট কাট-অফ তারিখ ৩০ জুন ২০২৭। এই নীতির মূল লক্ষ্য হলো সেবার মান উন্নয়ন, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং টেলিকম খাতকে বাংলাদেশের জাতীয় ডিজিটাল রূপান্তর এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।

৪. NGSO/GSO নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং VSAT বিক্রয়

ধরণ (Type): নির্দেশিকা প্রণয়ন
তারিখ (Date): ২৫ মার্চ ২০২৫

BSCL (Bangladesh Satellite Company Limited) NGSO (Non-Geostationary Satellite Orbit) এবং GSO নির্দেশিকা প্রণয়নে নেতৃত্ব দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে নির্দেশিকা অনুযায়ী BSCL শিগগিরই একটি GSO লাইসেন্স অর্জন করবে।

বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, এনজিও, এসএমই এবং সরকারি সংস্থার কাছে VSAT সেবা বিক্রয়ের জন্য প্রচারমূলক (মার্কেটিং) কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া VSAT-এর খরচ কমানোর লক্ষ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে VSAT ডিজাইন করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা চলছে।

এছাড়া GSO নির্দেশিকায় VSAT-এর জন্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রক ফি NGSO টার্মিনালের ফি-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে।

৫. পূর্ববর্তী ফ্যাসিস্ট সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা স্যাটেলাইট ও গ্রাউন্ড স্টেশন পুনঃনামকরণ

ধরণ (Type): বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট ও সংশ্লিষ্ট গ্রাউন্ড স্টেশন পুনঃনামকরণ
তারিখ (Date): ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (BSCL) প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটটির নাম পরিবর্তন করে "Bangladesh Satellite-1" (পূর্বের নাম "Bangabandhu Satellite-1") করার জন্য। এই কার্যক্রমটি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সাথে সমন্বয় করে সম্পন্ন করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ITU, HSBC, UNOOSA, Space Track এবং বীমা কোম্পানি।

এই উদ্যোগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট গ্রাউন্ড স্টেশনগুলো—

- Sajeeb Wazed Satellite Ground Station, Gazipur
- Sajeeb Wazed Satellite Ground Station, Betbunia

এগুলোর নাম যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে—

- "Primary Satellite Ground Station, Gazipur"
- "Secondary Satellite Ground Station, Betbunia"

ফলে, বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী BSCL তার সকল প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তনের কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. টেলিটক আধুনিকায়ন ও সুশাসন উদ্যোগ

ধরণ: নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

রাষ্ট্রায়ত্ত একমাত্র মোবাইল অপারেটর হিসেবে টেলিটকের কৌশলগত গুরুত্ব অনুধাবন করে একটি সমন্বিত আধুনিকায়ন ও সুশাসন সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হলো **টেলিটক আধুনিকায়ন ও সুশাসন কাঠামো** বাস্তবায়ন, যার আওতায় পুরোনো ৩জি যন্ত্রপাতি পর্যায়ক্রমে শক্তি-সাশ্রয়ী ও ৪জি/৫জি উপযোগী আধুনিক সিস্টেম দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে।

এই সংস্কারের প্রধান উপাদানসমূহ হলো:
- দেশব্যাপী ৪জি/৫জি নেটওয়ার্ক কভারেজ সম্প্রসারণ, বিশেষত উপকূলীয় অঞ্চল, চরাঞ্চল, পার্বত্য এলাকা ও সুন্দরবনের মতো দুর্গম ও সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে—যেসব এলাকায় বাণিজ্যিক অগ্রহণযোগ্যতার কারণে বেসরকারি অপারেটররা সাধারণত সেবা দেয় না।
- জাতীয় মহাসড়কজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন ও উচ্চমানের নেটওয়ার্ক কভারেজ নিশ্চিত করা।
- নেটওয়ার্ক বিভ্রাটের সময় তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিটি কার্যকরী অঞ্চলে কুইক রেসপন্স টিম গঠন।
- সেবার মান নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ ও রাজস্ব অপ্টিমাইজেশনের জন্য একটি নেটওয়ার্ক ডেটা অ্যানালাইসিস ইউনিট প্রতিষ্ঠা।

দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও পরিচালন দক্ষতা জোরদার করতে নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক পৃথকীকরণ।

২. মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া / ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা

বাংলাদেশে মেইলিং ও কুরিয়ার সার্ভিস খাতের উন্নয়ন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সমাধানের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা প্রয়োজন ও যুক্তিসংগত। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে দ্রুত বর্ধনশীল ও বৃহৎ মেইলিং ও কুরিয়ার ব্যবসা খাতকে লাইসেন্স প্রদান, নিবন্ধন ও নবায়ন, সার্ভিস চার্জ আদায় এবং সেবা প্রদানকারীদের তদারকির মাধ্যমে একটি নিয়ন্ত্রক কাঠামোর আওতায় আনা হবে।

এই অধ্যাদেশ ভোক্তা সুরক্ষা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, সেবার মান উন্নত করবে এবং অবৈধ কার্যক্রম প্রতিরোধে সহায়তা করবে। উক্ত অধ্যাদেশ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে কুরিয়ার ও মেইলিং সেবার আইনগত কাঠামো আধুনিকায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. টিএসএস নবায়নযোগ্য জ্বালানি উদ্যোগ: ছাদভিত্তিক সৌর প্রকল্প

বর্তমান বিশ্বে জ্বালানি সংকট মানব সভ্যতার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির মজুদ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় বিকল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে ছাদভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা একটি বিপ্লবী প্রযুক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কারমূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে টেলিফোন শিল্প সংস্থা লিমিটেড (TSS) নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার প্রসারে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্য হলো টিএসএস-এর নিজস্ব ভবনসমূহে ছাদভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ, পরিচালন ব্যয় হ্রাস এবং পরিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা।

২. স্টারলিংক রিসেলারশিপ

ধরণ: ব্যবসায়িক কার্যক্রম
তারিখ: ০৪ জুলাই ২০২৫

বাংলাদেশে স্টারলিংক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিএসসিএল (BSCL) ও স্টারলিংকের মধ্যে একটি রিসেলার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্টারলিংক সেবা বিক্রি শুরু হয়েছে। স্টারলিংক সেবা প্রসারের জন্য বিক্রয় এজেন্ট নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

বিএসসিএল বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি স্টারলিংক ডিভাইস ও সেবা বিক্রয়ের জন্য চুক্তি সম্পাদন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়ন ও সমন্বয়ে পার্বত্য অঞ্চলের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে স্টারলিংক কানেক্টিভিটি প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. ডাক অধিদপ্তরের আবাসন বরাদ্দ নীতিমালা–২০২৫ প্রণয়ন

এই নীতিমালার আওতায় ডাক বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সরকারি আবাসন বরাদ্দ, বদলিজনিত আবাসন বরাদ্দ এবং অন্যান্য সরকারি আবাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৪. সাইবার অপরাধ হ্রাস ও নিরাপদ ইন্টারনেট পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

ধরণ: নিরাপদ ইন্টারনেট পরিবেশের জন্য চলমান ব্যবস্থা

সাইবার অপরাধ হ্রাস এবং নিরাপদ ইন্টারনেট পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীন টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তরের আওতায় একটি **সাইবার থ্রেট ডিটেকশন অ্যান্ড রেসপন্স (CTDR) সেন্টার** স্থাপন করা হয়েছে।

CTDR সিস্টেম ব্যবহার করে বাংলাদেশ থেকে নৈতিকভাবে ক্ষতিকর ওয়েবসাইটে প্রবেশ বন্ধ করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সরকারী নীতি ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী এ পর্যন্ত প্রায় **২৭,০০০টি পর্নোগ্রাফি ও জুয়া সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট** ব্লক বা সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

৫. আইটিসি ও সাবমেরিন ব্যান্ডউইথ মনিটরিং সিস্টেম

ধরণ: ব্যান্ডউইথ ব্যবস্থাপনা
তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২৫

আইটিসি ও সাবমেরিন ব্যান্ডউইথ মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়নের একটি প্রস্তাব ১০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে:

- সাবমেরিন ও আইটিসি লিংকের মাধ্যমে আপস্ট্রিম ও ডাউনস্ট্রিম ব্যান্ডউইথের রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ।
- ট্রাফিক প্যাটার্ন, অস্বাভাবিকতা ও জট শনাক্তকরণ।
- তথ্যভিত্তিক নিয়ন্ত্রক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ভবিষ্যৎ পূর্বাভাসে সহায়তা।
- আইআইজি, আইএসপি ও এনটিটিএনগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৬. সাইবার থ্রেট ডিটেকশন অ্যান্ড রেসপন্স (CTDR) সেন্টারের পরিচালনার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর (SOP)

ধরণ: CTDR সেন্টার ব্যবস্থাপনা
তারিখ: ২১ অক্টোবর ২০২৪

দেশে নিরাপদ ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর (DoT) CTDR সেন্টারের পরিচালনার জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিডিউর (SOP)-এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। উক্ত খসড়া SOP ২১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. দেশের প্রথম গ্রিন ডেটা সেন্টার উদ্যোগ

ধরণ: সমঝোতা স্মারক (MoU)
তারিখ: ২৬ জানুয়ারি ২০২৫

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (PTD), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি (PPPA), বিটিসিএল (BTCL) এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (ADB) এর মধ্যে ২৬ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডালিটিতে বাংলাদেশের প্রথম গ্রিন ডেটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার করে ডিজিটাল রূপান্তর ও টেকসই প্রযুক্তি প্রসারে সহায়তা করবে।

৮. বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অপারেটর (MVNO) সেবা চালু

ধরণ: নতুন সেবা
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

দেশের প্রথম এমভিএনও (MVNO) ভিত্তিক গ্রাহকবান্ধব বান্ডেল টেলিযোগাযোগ সেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টেলিটক বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে বিটিসিএল (BTCL)-এর এমভিএনও সেবা বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হতে যাচ্ছে।

এই সেবার মাধ্যমে বিটিসিএল নিজস্ব ব্র্যান্ডের আওতায় গ্রাহকদের জন্য টকটাইম, ইন্টারনেট ডেটা প্যাকেজ, ওটিটি কনটেন্ট দেখার সুবিধা, এসএমএস এবং আইপি কলিং সুবিধা প্রদান করবে।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন নীতিমালার আধুনিকায়ন

ধরন: নীতিমালা
তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রেস অ্যাক্রেডিটেশন নীতিমালা ২০২২ ব্যাপকভাবে সেকেলে হিসেবে বিবেচিত ছিল এবং সাংবাদিকদের পরিবর্তিত চাহিদা পূরণে তা যথেষ্ট কার্যকর ছিল না। এ প্রেক্ষিতে নীতিমালাটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বচ্ছ এবং গণমাধ্যম পেশাজীবীদের জন্য বাস্তবসম্মত করতে ব্যাপক সংশোধন আনা হয়েছে।

হালনাগাদ নীতিমালাটি অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়াকে সহজ করেছে, যোগ্যতার মানদণ্ড স্পষ্ট করেছে এবং আধুনিক গণমাধ্যম চর্চাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর ফলে এটি সমসাময়িক সাংবাদিকতার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে এবং সংবাদমাধ্যমের জন্য আরও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে।

২. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর গভর্নিং বডি পুনর্গঠন

ধরন: গভর্নিং বডি সংস্কার
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৩ (২০১৯ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (বিসিটিআই)-এর গভর্নিং বডি পুনর্গঠন করেছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. জাতীয় অনলাইন মিডিয়া নীতিমালার আধুনিকায়ন

ধরন: নীতিমালা
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

সংশোধনী প্রস্তাব যুক্ত করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তী নীতিমালাটি পুনর্গঠন করা হয়েছে যাতে এটি নাগরিক ও সাংবাদিক উভয়ের জন্য আরও সহজবোধ্য, স্বচ্ছ এবং ব্যবহারবান্ধব হয়।

২. বাংলাদেশ বেতার ক্যাজুয়াল শিল্পী নিয়োগ নীতিমালা ২০২৪ (প্রস্তাবিত)

ধরন: নীতিমালা নির্দেশিকা
তারিখ: ২৭ নভেম্বর ২০২৪

বাংলাদেশ বেতারের মূল চালিকাশক্তি হলো শিল্পীরা। প্রস্তাবিত ক্যাজুয়াল শিল্পী নিয়োগ নীতিমালা ২০২৪-এ অনুষ্ঠান প্রযোজনা, প্রতিবেদন, স্ক্রিপ্ট রচনা, অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিং/সম্পাদনা/মিক্সিং, অনুবাদ, আর্কাইভিং, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য সম্প্রচার কার্যক্রমে অবদান রাখা ক্যাজুয়াল শিল্পীদের দায়িত্ব ও শর্তাবলি নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই নীতিমালার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ বেতারের সৃজনশীল পরিবেশে শিল্পীদের বহুমুখী ভূমিকার যথাযথ স্বীকৃতি, কাঠামো এবং সহায়তা নিশ্চিত করা।

৩. বাংলাদেশ বেতার শিল্পী অডিশন ও গ্রেডেশন নীতিমালা ২০২৪ (প্রস্তাবিত)

ধরন: অডিশন ও গ্রেডেশন
তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ বেতার শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের সৃজনশীলতা এবং প্রতিভা বিকাশের একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম। শিল্পমান বজায় রাখতে বাংলাদেশ বেতার একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পী অডিশন ও গ্রেডেশন নীতিমালা ২০২৪ প্রণয়ন করছে।

এই নীতিমালার মাধ্যমে সকল শ্রেণির শিল্পীর তালিকাভুক্তি ও গ্রেড নির্ধারণ প্রক্রিয়া আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক করা হবে, যাতে স্বচ্ছতা, মেধাভিত্তিক নির্বাচন এবং জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

৪. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা

ধরন: বিধিমালা
তারিখ: এখনও অনুমোদিত হয়নি

অনুমোদিত হলে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বিধিমালা প্রচলিত গ্রেডিং ব্যবস্থার পরিবর্তে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত চলচ্চিত্র রেটিং কাঠামো চালু করবে। এর মাধ্যমে চলচ্চিত্র শ্রেণিবিন্যাস এবং কনটেন্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত হবে।

৫. প্রবীণ সাংবাদিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

ধরন: প্রবীণ ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের জন্য নীতিমালা
তারিখ: প্রণয়নাধীন

বয়স্ক ও অসচ্ছল সাংবাদিকদের মর্যাদা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাস্ট "প্রবীণ সাংবাদিক সম্মানী নীতিমালা ২০২৫" প্রণয়ন করছে। এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো সাংবাদিকতা ও সমাজে তাদের আজীবন অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে কাঠামোবদ্ধ সামাজিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. "julyuprising.com" ওয়েবসাইট তৈরি

ধরন: ওয়েবসাইট
তারিখ: ২৫ মার্চ ২০২৫

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর ইতিহাস সংরক্ষণের জন্য স্থিরচিত্র, সংবাদ ক্লিপিং এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকার স্ক্যান কপি একটি সরকারি ওয়েবসাইটে পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণ করা হবে।

এই ডিজিটাল আর্কাইভ গবেষক, সাংবাদিক এবং সাধারণ জনগণের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে এবং প্রামাণ্য ঐতিহাসিক নথিতে স্থায়ী প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

২. বিশেষায়িত সংবাদ চ্যানেল “বিটিভি নিউজ” চালু

ধরন: সংবাদ চ্যানেল
তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ টেলিভিশন ২৪ ঘণ্টাব্যাপী সংবাদ চ্যানেল “বিটিভি নিউজ” চালু করে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভার্চুয়ালি এই চ্যানেলের উদ্বোধন করেন।

চ্যানেলটি আন্দোলনের আকাঙ্ক্ষা ও চেতনাকে ধারণ করে এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা প্রচার, জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

৩. নতুন কুঁড়ি ২০২৫

ধরন: অনুষ্ঠান
তারিখ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

২০ বছর পর “নতুন কুঁড়ি ২০২৫”—একটি জাতীয় শিশু প্রতিভা অন্বেষণ অনুষ্ঠান—পুনরায় চালু করা হয়।

অডিশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১২টি বিভাগে, যার মধ্যে রয়েছে অভিনয়, আবৃত্তি, গল্প বলা, কৌতুক, শাস্ত্রীয় ও সাধারণ নৃত্য, দেশাত্মবোধক গান, আধুনিক গান, নজরুল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত, লোকগান এবং ইসলামিক গান। আঞ্চলিক ও বিভাগীয় পর্যায়ের পর্ব সম্পন্ন হয়েছে এবং চূড়ান্ত অডিশন চলমান রয়েছে।

৪. জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা-অনুপ্রাণিত অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও সম্প্রচার

ধরন: সম্প্রচার উদ্যোগ
তারিখ: (উল্লেখ নেই)

বিটিভি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রযোজনা ও সম্প্রচার করেছে। এর মধ্যে রয়েছে: ৩৬ জুলাই, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে গ্রাফিতি, দেয়ালের মহাকাব্য, শহীদের রক্ত সাক্ষ্যর, রক্তে ভেজা বাংলাদেশ, গণমুক্তি অনির্বাণ, জুলাই স্মৃতি জাদুঘর, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নারীর অবদান, বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ, আমাদের শহীদরা ইত্যাদি।

এই অনুষ্ঠানগুলো আন্দোলনকে গঠনকারী আত্মত্যাগ ও আদর্শগুলো তুলে ধরে।

৫. শিল্পী পারিশ্রমিক ২০২৪ (প্রস্তাবিত)
ধরণ: ফি কাঠামো
তারিখ: ২ মার্চ ২০২৫

শিল্পীদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করতে প্রস্তাবিত **শিল্পী পারিশ্রমিক ২০২৪** কাঠামোতে **২০১৬ সালের পারিশ্রমিক কাঠামোর তুলনায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি** প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে একক-মিনিটভিত্তিক ও শিফটভিত্তিক পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, নতুন অনুষ্ঠানধরনের জন্য পারিশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পরিশোধ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও ন্যায়সংগততা নিশ্চিত করতে সুস্পষ্ট পরিচালনাগত নির্দেশিকা সংযোজন করা হয়েছে।

৬. অডিও-ভিজ্যুয়াল নথি সংরক্ষণে জাতীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন
ধরণ: আর্কাইভিং সিস্টেম উন্নয়ন
তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫

ইউনেস্কো ও এফআইএএফ (FIAF) নির্দেশিকার আলোকে বাংলাদেশের অডিও-ভিজ্যুয়াল নথি সংরক্ষণের জাতীয় ব্যবস্থার উন্নয়নে আধুনিক সরঞ্জাম সংযোজন করা হচ্ছে। এর মধ্যে উন্নত কালার গ্রেডিং, ডিজিটাইজেশন ও ক্যাটালগিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা জাতীয় আর্কাইভে সংরক্ষিত মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রকাশনার স্থায়িত্ব ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করবে।

৭. ২০২৪ সালের ছাত্র–গণঅভ্যুত্থানের অডিও-ভিজ্যুয়াল নথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)
ধরণ: প্রকল্প
মেয়াদ: ১ এপ্রিল ২০২৫ – ৩০ জুন ২০২৭

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ **“২০২৪ সালের ছাত্র–গণঅভ্যুত্থানের অডিও-ভিজ্যুয়াল নথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (দেশে ও বিদেশে)”** শীর্ষক একটি জাতীয় প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত প্রামাণ্য ভিজ্যুয়াল উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও আর্কাইভ করা। প্রকল্পের আওতায় ২০০টি সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরি, একটি বিশেষায়িত চলচ্চিত্র জাদুঘর স্থাপন এবং আর্কাইভিং সুবিধার উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় **৪৬৮.২ কোটি টাকা**, যা সম্পূর্ণভাবে **বাংলাদেশ সরকার** অর্থায়ন করবে।

৮. পিআইবি ডিজিটাল আর্কাইভ শক্তিশালীকরণ

ধরণ: আর্কাইভ উন্নয়ন
তারিখ: —

প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর ডিজিটাল আর্কাইভ শক্তিশালীকরণের অংশ হিসেবে **১৯৪৭–২০২৪** সময়কালের ১৮টি সংবাদপত্র ও সাময়িকী ডিজিটাইজ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা গবেষক ও সাংবাদিকদের জন্য ঐতিহাসিক নথিতে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে।

৯. জুলাই গণঅভ্যুত্থান আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা

ধরণ: আর্কাইভ প্রকল্প
অবস্থা: চলমান

২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত সংবাদ, আলোকচিত্র, শহীদদের জীবনকথা, ভিডিও ও পডকাস্ট সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষায়িত আর্কাইভ গড়ে তোলা হচ্ছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জাতীয় পত্রিকা, বই, প্রকাশনা ও প্রামাণ্যচিত্রের একটি সুসংগঠিত সংগ্রহের মাধ্যমে গণঅভ্যুত্থানের সামষ্টিক স্মৃতি সংরক্ষণ করা।

১০. মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি

ধরণ: কল্যাণ কর্মসূচি
অবস্থা: চলমান

এই প্রথমবারের মতো ট্রাস্টটি সাংবাদিকদের **৩০৫ জন মেধাবী সন্তানের** জন্য **৫৫,২৬,০০০ টাকা** মূল্যের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে, যা শিক্ষা সহায়তা ও আলোকিত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

১১. জুলাই পুনর্জাগরণ কর্মসূচি ২০২৫
ধরণ: কল্যাণ কর্মসূচি
তারিখ: ৩ আগস্ট ২০২৫

জুলাই পুনর্জাগরণ কর্মসূচি ২০২৫-এর আওতায় শহীদ সাংবাদিকদের **৫টি পরিবারকে** প্রত্যেককে **১,০০,০০০ টাকা** এবং **১৯২ জন আহত সাংবাদিককে** প্রত্যেককে **২৫,০০০ টাকা** করে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, যার মোট পরিমাণ **৬.৩ কোটি টাকা**। পাশাপাশি সাহসিকতা ও পেশাগত উৎকর্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

১২. পিআইবি আইন অনুযায়ী দায়িত্ব ও কৌশলগত উদ্যোগ
ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি
তারিখ: —

প্রেস ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (পিআইবি) আইনের **ধারা ৬** অনুযায়ী একটি ডিজিটাল নিউজ মিউজিয়াম, ডিজিটাল আর্কাইভ, মিডিয়া রেফারেন্স সেন্টার এবং পাঠকক্ষ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভুয়া তথ্য মোকাবিলা ও বিশ্বাসযোগ্য সাংবাদিকতা উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি **ফ্যাক্ট-চেক ও মিডিয়া বিশ্লেষণ কেন্দ্র** প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এছাড়া গণমাধ্যমকর্মী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর পেশাগত ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি **ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম** উন্নয়ন করা হচ্ছে, যা তাদের আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলবে।

খাত-৬
পরিবহন ও যোগাযোগ

সেতু বিভাগ

চলমান সংস্কার

১. BBA নির্দেশিকা প্রণয়ন/পর্যালোচনা

বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি (BBA)-এর মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটির জন্য একটি গবেষণা নির্দেশিকা (Research Guideline) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি তাদের চলমান ও অচল সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান নির্দেশিকাগুলো হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং সরকারি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

অন্যান্য সংস্কার

১. পদ্মা সেতুতে টোল সংগ্রহ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ

ধরণ: টোল সংগ্রহ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের পাইলটিং
তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগের অধীন বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি (BBA) পদ্মা সেতুতে টোল সংগ্রহ স্বয়ংক্রিয়করণের অংশ হিসেবে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবস্থা চালু করেছে। নগদবিহীন টোল পরিশোধ ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে Aspire to Innovate (a2i)-তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে ৯ জুলাই ২০২৫ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে ETC ব্যবস্থা চালু করা হয়। যানবাহন নিবন্ধন TAP (Trust And Pay) অ্যাপ এবং মিডল্যান্ড ব্যাংকের অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে করা যাচ্ছে, এবং ভবিষ্যতে আরও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (MFS) ও ব্যাংক যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ১২ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১০৭টি যানবাহন নিবন্ধিত হয়েছে, ১,৫৭৫টি লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে এবং এই ব্যবস্থার মাধ্যমে ৩০,২৭,৬০০ টাকা টোল আদায় হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি (BBA)-এর অধীন সকল সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) ব্যবস্থা চালু করা হবে।

২. নবায়নযোগ্য জ্বালানি (Renewable Energy)
ধরণ: সোলার প্যানেল স্থাপন
তারিখ: চলমান

সেতু ভবনে ২০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে, যা জাতীয় গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়াও, পদ্মা সেতুর জাজিরা প্রান্তে ৮ কিলোওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং আরও ৬.০৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে দীর্ঘদিন ধরে অর্থনীতিকে শ্বাসরোধ করে রাখা "চাঁদাবাজির ফাঁস" ছিন্ন করছে এবং পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার আর্থিক সহচর হিসেবে কাজ করা পরিবহন সিন্ডিকেটগুলোকে নির্মূল করছে। এই খাতের সংস্কার সরাসরি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ম্যান্ডেট—যেখানে তরুণরা আমাদের সড়ক ও মহাসড়কগুলোকে সেই মাফিয়াদের কবল থেকে মুক্ত করেছে, যারা জনপরিকাঠামোকে দলীয় স্বার্থের জমিদারিতে পরিণত করেছিল। বর্তমানে সেতু বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয় "লুটতরাজ-কেন্দ্রিক" মেগা প্রকল্প সংস্কৃতি ভেঙে দিয়ে এমন একটি কৌশলগত সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে, যেখানে ঠিকাদারি কমিশনের বদলে যাত্রী নিরাপত্তা ও আর্থিক শৃঙ্খলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বন্দর-মাফিয়া ও বিমান খাতের অবক্ষয়ের অবসান ঘটাতে কাজ করছে। সদ্য অনুমোদিত জাতীয় লজিস্টিকস নীতি ২০২৫ বাস্তবায়নের মাধ্যমে রপ্তানি বিলম্ব কমানো এবং জাতীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব সংস্কারের ফলে পরিবহন ব্যবস্থাকে লুটপাটের ক্ষেত্র থেকে রূপান্তর করে কার্যকর অর্থনৈতিক জীবনরেখায় পরিণত করা হচ্ছে।

শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার নিশ্চিত করছে যে "নতুন বাংলাদেশ"-এ চলাচল একটি মৌলিক অধিকার, কোনোভাবেই আর শোষণের উৎস নয়।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

অন্যান্য সংস্কার

১. যাত্রীবাহী কমিউটার ট্রেন এবং নারী যাত্রীদের জন্য বিশেষ কোচ
নতুন কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে এবং বিদ্যমান ট্রেনগুলো উন্নত সুবিধাসহ আধুনিকায়ন করা হয়েছে, যার মধ্যে নারী যাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত কোচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. জাতীয় ছাদভিত্তিক সৌর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ

জাতীয় ছাদভিত্তিক সৌর কর্মসূচির লক্ষ্য হলো সরকারি ভবন, স্কুল ও হাসপাতালের ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপন করে ৩,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। এই জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখতে বাংলাদেশ রেলওয়ের আওতায় ছাদভিত্তিক সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ৮টি নির্দিষ্ট স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।

৩. রেলওয়ে হাসপাতাল সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ

বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন মোট ১০টি হাসপাতাল স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের যৌথ ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম রেলওয়ে হাসপাতাল ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং অবশিষ্ট হাসপাতালগুলো শিগগিরই চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪. কল সেন্টার, ই-টিকিটিং এবং টিকিটের কালোবাজারি প্রতিরোধ

১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে "১৩১" নামে একটি কল সেন্টার চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে যাত্রীরা রিয়েল-টাইম ট্রেন তথ্য জানতে এবং অভিযোগ বা মতামত জমা দিতে পারছেন। পাশাপাশি, ই-টিকিটিং ব্যবস্থা উন্নত করা হচ্ছে এবং টিকিটের কালোবাজারি প্রতিরোধে ধারাবাহিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৫. যথাযথ পরিকল্পনার ফলে উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় হ্রাস

যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীন ৬টি ভিন্ন প্রকল্প থেকে মোট ৮,৫৯৩.৮৫৭৯ কোটি টাকা সাশ্রয় অর্জিত হয়েছে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কার

১. "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য পণ্য ও জাহাজ ইত্যাদির ওপর ট্যারিফ ২০২৫"
(**এসআরও নং ৩৬৪-আইন/২০২৫**)
ধরণ: আইনগত ও আর্থিক সংস্কার
তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমদানি-রপ্তানিসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। সরকার এই বন্দরকে বিশ্বমানের মানদণ্ড ও সক্ষমতায় উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যে "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য পণ্য ও জাহাজ ইত্যাদির ওপর ট্যারিফ–২০২৫" প্রণয়ন করা হয়েছে।

গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে (এসআরও নং ৩৬৪-আইন/২০২৫, তারিখ ১৪/০৯/২০২৫) এটি জারি করা হয়েছে।

২. স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২৫
তারিখ: ২৮ জানুয়ারি ২০২৫

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (আইন নং ২০/২০০১) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি। ২০০১ সালে কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার পর শুরুতে শুধুমাত্র বেনাপোল স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় ছিল। এই প্রেক্ষাপটে, বেনাপোল স্থলবন্দর-এর অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে উক্ত আইনের ২২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ২০০৭ সালে "বেনাপোল স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০০৭" প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়। ইতোমধ্যে নতুন স্থলবন্দর স্থাপনসহ অন্যান্য স্থলবন্দরের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এসব বন্দরের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ, সংরক্ষিত পণ্য সরবরাহ, এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনরত বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যক্রমসহ বিভিন্ন বিষয়ে কোনো প্রবিধানমালা প্রণয়ন না হওয়ায়, বেনাপোল স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা-২০০৭ এর প্রয়োজনীয় অংশ সংশোধন করে

সকল স্থলবন্দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয় এবং "স্থলবন্দর পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা প্রবিধানমালা, ২০২৫" প্রণয়ন করা হয়।

৩. "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা নীতি, ২০২৫" এর খসড়া প্রণয়ন

তারিখ: ২৪ এপ্রিল ২০২৫

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের কোনো নীতি ছিল না। ফলে কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসাসেবা সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে পারত না। তাদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করে "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা নীতি" প্রণয়ন করা হয়। ২৪-০৪-২০২৫ তারিখে "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা নীতি, ২০২৫" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

৪. "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ (সংশোধন)" এর খসড়া প্রণয়ন

তারিখ: ১৬ জুলাই ২০২৪ এবং ০৫ মার্চ ২০২৫

ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা" প্রণয়ন করা হয়। উক্ত ২০০৪ সালের প্রবিধানমালা সংশোধন এবং বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট পদসমূহ অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ১৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০০৪" সংশোধন করে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হয়।

খ) "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০০৪" এর তফসিল আংশিক সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কারণে ১৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে গেজেট প্রকাশ করা হয়।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ জাতীয় বন্দর কৌশল (Bangladesh National Port Strategy)

জাইকার সহায়তায় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সমন্বিত "বাংলাদেশ জাতীয় বন্দর কৌশল" প্রণয়ন করছে। এই দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোটি সমুদ্রবন্দর, নদীবন্দর এবং স্থলবন্দরের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যাতে আমদানি ও রপ্তানি কার্যক্রম ব্যয়সাশ্রয়ীভাবে পরিচালিত হয়। এই কৌশলে চট্টগ্রাম, মোংলা, পায়রা এবং মাতারবাড়ীসহ বিদ্যমান ও সম্ভাব্য বন্দরসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আঞ্চলিক পণ্য পরিবহন ও টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সমুদ্রবন্দর সম্পর্কিত কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান OCDI সমুদ্রবন্দর মূল্যায়নের ভিত্তিতে সমন্বিত কৌশলের খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। পাশাপাশি নদীবন্দর ও স্থলবন্দরের জন্য পৃথক কৌশল প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে যাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যায়।

২. "অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রবিধানমালা, ২০২৫" এর খসড়া প্রণয়ন

ধরন: আইন সংশোধন

অবকাঠামো নির্মাণে শৃঙ্খলা ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "অভ্যন্তরীণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রবিধানমালা, ২০২৫" এর চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে নদীতীরবর্তী অবকাঠামোর টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৩. "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর খসড়া প্রণয়ন

ধরন: নতুন অধ্যাদেশ

প্রস্তাবিত "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর লক্ষ্য হলো নিরাপদ, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রস্তাবিত আইনে নৌপথের নাব্যতা উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ, নিরাপদ নৌরুট চিহ্নিতকরণ এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নতুন

নৌপথ উন্নয়ন, নদীবন্দর স্থাপন এবং জেটি ও ল্যান্ডিং সুবিধা নির্মাণের মাধ্যমে জাতীয় নৌপরিবহন নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪. "অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ও নৌপথ অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর খসড়া প্রণয়ন

ধরন: নতুন অধ্যাদেশ

প্রস্তাবিত "অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ও নৌপথ অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে নিরাপদ, দক্ষ এবং সুসংগঠিত অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এই অধ্যাদেশের আওতায় সরকার জাহাজ প্রবেশ, চলাচল, নোঙর স্থাপন, পণ্য ওঠানামা, জ্বালানি সরবরাহ এবং ডক পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।

৫. "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর খসড়া প্রণয়ন

ধরন: আইন সংশোধন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে "জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। আইনটি প্রণীত হলে কমিশন নদী রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

৬. বাংলাদেশে নদী পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা উদ্যোগ

ধরন: নদী ব্যবস্থাপনা নীতি

জেলা প্রশাসন, বিভাগীয় প্রশাসন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বাংলাদেশের ১,৪১৫টি নদীর তালিকা হালনাগাদ করার কাজ সম্পন্ন করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ এবং দখলকৃত নদীভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মৃত বা নাব্যতাহীন নদীগুলো পুনরুদ্ধার এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৭. "বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা" এর খসড়া প্রণয়ন

বর্তমানে "বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ১৯৯৭" কর্পোরেশনের কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। সকল বর্তমান কার্যক্রম এই প্রবিধানমালার আলোকে পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক প্রশাসনিক ও কার্যক্রমগত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান কাঠামো প্রতিস্থাপন ও হালনাগাদ করার জন্য "বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২৫" সংশোধন ও প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

৮. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধা অনুমোদন সংক্রান্ত

ধরন: প্রবিধানমালা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) এর ২২ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০০৪" প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রবিধানমালার ৫৪ বিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষে একটি সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) চালু রয়েছে। তবে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের জন্য অবসর ভাতা এবং অবসর সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা চালু করা হয়নি। তাই "বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০০৪" অনুসারে কর্মচারীদের জন্য অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধা চালু করার উদ্দেশ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য অর্থ বিভাগে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

৯. খসড়া "চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী বিধিমালা, ২০২৫" প্রণয়ন

বিদ্যমান **চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী বিধিমালা, ১৯৯১** হালনাগাদ ও সংশোধন।

১০. খসড়া "বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৫" প্রণয়ন

আধুনিক যুগের পরিবর্তিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং আরও দক্ষ নৌপরিবহন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আদেশ (১৯৭২ সালে আদেশ হিসেবে প্রণীত) সংশোধন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবিত সংশোধনীর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:

১। কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করে যাত্রীবাহী জাহাজ, তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং কন্টেইনারবাহী জাহাজ অন্তর্ভুক্ত করা, নিম্নোক্ত রুটসমূহে—

I. অভ্যন্তরীণ নৌপথ
II. উপকূলীয় রুট এবং
III. আন্তঃদেশীয় প্রোটোকল রুট।

২। বিআইডব্লিউটিসি'র ফেরি ও যাত্রীসেবা নির্বিঘ্ন রাখতে নির্দিষ্ট রুটে জরুরি ড্রেজিং/পলি অপসারণের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

১১. অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (ISO)
ধরণ: অধ্যাদেশ
অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (ISO) বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ নৌযানের নিবন্ধন, নিরাপত্তা এবং পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ করে। চলমান প্রক্রিয়ায় **অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (ISO)**-কে রূপান্তর করে **অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (ISO)** করা হচ্ছে।

১২. বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (MSO)
ধরণ: অধ্যাদেশ
বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (MSO) সমুদ্রগামী জাহাজের নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। চলমান প্রক্রিয়ায় **বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (MSO)**-কে রূপান্তর করে **বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ২০২৫ (MSO)** করা হচ্ছে।

অন্যান্য সংস্কার

১. চর কুকরিমুকরি–কাছপিয়া–ধলচর–কলাতলী নৌপথ রুট উদ্বোধন
ধরণ: অবকাঠামো উন্নয়ন (নৌপরিবহন ও যোগাযোগ)
তারিখ: চলমান
পূর্বে এই রুটগুলোতে অনুমোদনহীন ইঞ্জিনচালিত কারিগরি নৌকা ও স্পিডবোট চলাচল করত, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি সৃষ্টি করত।

২. অভ্যন্তরীণ নৌপথে স্পিডবোটের জন্য রুটভিত্তিক নির্ধারিত ভাড়া

ধরণ: পরিবহন নীতি ও নদী নিরাপত্তা উদ্যোগ

তারিখ: ৯ এপ্রিল ২০২৫

প্রথমবারের মতো অভ্যন্তরীণ নৌপথে স্পিডবোটে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটার ও রুটভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণ সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে **স্মারক নং ১৮.০০.০০০০.০১৯.১৮.০১১.১৭-১৫২** এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই রুটভিত্তিক ভাড়া নির্ধারণের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবহন ব্যয় স্বচ্ছ হয়েছে এবং নদীপথ পরিবহন পরিচালনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্পিডবোটে লাইফ জ্যাকেট ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩. সন্দ্বীপ ও হাতিয়াকে নতুন নদীবন্দর ঘোষণা

ধরণ: আঞ্চলিক সংযোগ

তারিখ: ১০ ডিসেম্বর ২০২৪, ২ জুন ২০২৫

১০ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে **এস.আর.ও. নং ৪০৯-ল/২০২৪** এর মাধ্যমে সন্দ্বীপকে নতুন নদীবন্দর ঘোষণা করা হয় এবং ২ জুন ২০২৫ তারিখে **এস.আর.ও. নং ২৫৯-ল/২০২৫** এর মাধ্যমে হাতিয়াকে আরেকটি নতুন নদীবন্দর ঘোষণা করা হয়। এই উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের জন্য নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। এটি দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে দুর্গম এলাকার সাথে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক সংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে।

৪. বিভিন্ন রুটে ফেরি ও সি-ট্রাক চালু

ধরণ: আঞ্চলিক সংযোগ

তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২৫ এবং ২৪ এপ্রিল ২০২৫

বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোকে জেলার সাথে সংযুক্ত করতে, জনগণের দুর্ভোগ কমাতে, অর্থনৈতিক সংকট প্রশমিত করতে, ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে এবং পণ্য ও সেবার অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন নৌপথে নতুন ফেরি ও সি-ট্রাক সেবা চালু করা হয়েছে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তি, নারী ও শিশুদের সুবিধার জন্য। উদাহরণস্বরূপ:

- বাঁশবাড়িয়া (সীতাকুণ্ড) – গুপ্তছড়া (সন্দ্বীপ) – ফেরি সার্ভিস
- কক্সবাজার – মহেশখালী – সি-ট্রাক সার্ভিস
- নোয়াখালী (চেয়ারম্যান ঘাট) – হাতিয়া (নলছিরা) – সি-ট্রাক সার্ভিস
- কক্সবাজার – কুতুবদিয়া – সি-ট্রাক সার্ভিস (সম্ভাব্যতা সমীক্ষা চলমান)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

চলমান সংস্কার

১. নীতিগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বিমান টিকিটের মূল্য কারসাজি রোধ

ধরণ: আইন সংশোধন/প্রণয়ন এবং নজরদারি বৃদ্ধি

এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিমান টিকিটের মূল্য সম্পূর্ণভাবে বাজার ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বাজারে উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন টিকিটের প্রাপ্যতা সীমিত করে দেয়, যার ফলে কৃত্রিমভাবে টিকিটের মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের অনিয়ম বন্ধে পর্যাপ্ত আইন না থাকায় সরকার আইন সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে, যা নিম্নরূপ:

- ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধন
- যাত্রীসেবা নিশ্চিত করতে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ সংশোধন
- বিমান টিকিটের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করতে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন
- বিমান যাত্রীদের দ্রুত প্রতিকার নিশ্চিত করতে প্রজ্ঞাপন/সার্কুলার জারি

২. বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ সংশোধন

ধরণ: নিয়ন্ত্রক কার্যাবলি ও সক্ষমতা জোরদারকরণ

যাত্রী অধিকার

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা (ICAO) নির্ধারিত আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে বেসামরিক বিমান চলাচল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB)-কে তার নিয়ন্ত্রক কার্যাবলি সম্পাদনে ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিমান খাতে ভোক্তা সুরক্ষা ও যাত্রী অধিকারের ওপর গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে ২০১৭ সালের আইনে যাত্রী অধিকার জোরদারকরণ সংক্রান্ত কোনো স্বতন্ত্র ধারা বা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নেই। এছাড়াও, উক্ত আইনে CO_2 নির্গমন পর্যবেক্ষণ, অফসেটিং ব্যবস্থার বাস্তবায়ন কিংবা পরিবেশবান্ধব বিমান চলাচল চর্চা উৎসাহিত করার বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান অনুপস্থিত। প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে এসব ঘাটতি পূরণ করা হবে এবং জাতীয় আইনকে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে। প্রস্তাবিত সংশোধনে আরও একটি স্বায়ত্তশাসিত ও স্বাধীন **বেসামরিক বিমান চলাচল অর্থনৈতিক কমিশন** গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যা বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়ে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও পরামর্শমূলক

কার্যাবলি সম্পাদন করবে। কমিশনটি বিমান খাতে ভারসাম্যপূর্ণ ও স্বচ্ছ বাজারচর্চা, যৌক্তিক জ্বালানি মূল্য নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করবে।

৩. বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB) লিজ নীতি, ২০১৯ সংশোধন

ধরণ: যাত্রী সুবিধা প্রদান

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (CAAB) বিমানবন্দর ও বিমান চলাচল–সম্পর্কিত জমি ও স্থাপনার বরাদ্দ ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য ২০১৯ সালে লিজ নীতি প্রণয়ন করে। তবে নীতিটি প্রণয়নের পর থেকে বড় আকারের বিমানবন্দর আধুনিকায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক মানের কারণে বিমান চলাচল ও বিনিয়োগ পরিবেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

৪. জাতীয় পর্যটন নীতি প্রণয়ন

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

নতুন জাতীয় পর্যটন নীতি ২০২৫ পূর্ববর্তী ২০১০ সালের কাঠামোর সম্পূর্ণ পুনর্লিখন, যা আন্তর্জাতিক মান পূরণ এবং জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত। এ নীতির দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত পর্যটন থেকে দায়িত্বশীল ও টেকসই পর্যটনের দিকে খাতটিকে রূপান্তরিত করে। কৌশলগতভাবে এতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় পর্যটনকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চল ও জোনের জন্য বিস্তারিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।
গুরুত্বপূর্ণভাবে, নীতিটি শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করতে নিয়ন্ত্রক তদারকি সহজতর করেছে—বিশেষত অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (OTA)-কে আইনি কাঠামোর আওতায় এনে। একই সঙ্গে এটি দেশীয় ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে পাবলিক–প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP)সহ বিভিন্ন বিকল্প অনুসন্ধান করছে।

৫. নিরাপদ ও টেকসই পর্যটনের জন্য কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

এই সংস্কারের একটি মূল ভিত্তি হলো **কমিউনিটি-বেইজড ট্যুরিজম (CBT) নির্দেশিকা ২০২৫**। এই উদ্যোগে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে পর্যটন উন্নয়নের কেন্দ্রীয় অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যাতে অর্থনৈতিক সুফল সরাসরি তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছায় এবং সাংস্কৃতিক ও

পরিবেশগত সম্পদ সংরক্ষিত থাকে। নির্দেশিকাটির মূল লক্ষ্য টেকসইতা—অর্থনৈতিক লিকেজ রোধ, সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো এবং গণপর্যটনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ঐতিহ্যবাহী চর্চা সংরক্ষণ। এতে CBT সাইট শনাক্তকরণ, স্থানীয় পরিবারগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নিরাপত্তা, মাননিয়ন্ত্রণ ও কমিউনিটি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর প্রধান সামাজিক লক্ষ্য হলো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পর্যটনের মাধ্যমে টেকসই জীবিকা গড়ে তুলতে ক্ষমতায়ন করা।

৬. পর্যটনে মান ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা
ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

খাতটিকে পেশাদার রূপ দিতে **নিরাপদ ও টেকসই পর্যটনের জন্য আচরণবিধি (২০২৫)** প্রণয়ন করা হয়েছে, যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য সুস্পষ্ট নৈতিক মানদণ্ড নির্ধারণ করে। পর্যটকদের ক্ষেত্রে স্থানীয় সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরিবেশের প্রতি সম্মান দেখানো এবং দায়িত্বশীল আচরণকে উৎসাহিত করা হয়েছে। সেবা প্রদানকারী ও ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর জন্য আইন মেনে চলা—বিশেষত টিকিট মূল্যের ক্ষেত্রে—বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং বাজার কারসাজি, গোপন অতিরিক্ত চার্জ কিংবা টিকিট সিন্ডিকেটে জড়িত থাকা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭. কৌশলগত ব্র্যান্ডিং ও প্রচারণা
ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

মন্ত্রণালয় বর্তমানে দেশের আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়াতে একটি কৌশলগত ব্র্যান্ডিং নীতি প্রণয়নে কাজ করছে। এই বিপণন কৌশল সাধারণ ও মৌসুমি প্রচারণা থেকে সরে এসে দেশকে বৈচিত্র্যময়, সারা বছরব্যাপী বিশেষায়িত অভিজ্ঞতার গন্তব্য হিসেবে ব্র্যান্ডিং করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস ও হোটেলে ব্র্যান্ডিং ট্যুরিস্ট কর্নার স্থাপন, ডিজিটাল মার্কেটিং ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আকর্ষণ প্রচার করা হচ্ছে—যার মাধ্যমে পর্যটনের ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ও ইতিবাচক জাতীয় পরিচিতি গড়ে তোলা হবে। এসব আন্তঃসংযুক্ত সংস্কার পর্যটন খাতের শাসনব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, যা টেকসইতা ও কমিউনিটি ক্ষমতায়নের ভিত্তিতে একটি আরও সহনশীল, দায়িত্বশীল ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প গড়ে তুলবে।

৮. পর্যটন মাস্টার প্ল্যান
ধরণ: কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশের পর্যটন খাতের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে একটি পর্যটন মাস্টার প্ল্যানের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি চূড়ান্ত করার জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট পর্যটন বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি সম্পাদকীয় বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ডটি মাস্টার প্ল্যানের খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

৯. ট্রাভেল এজেন্সি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার

ধরণ: কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশে ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নিয়ন্ত্রক সম্মতি জোরদার করতে উল্লেখযোগ্য সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার সঙ্গে খাতটিকে সামঞ্জস্য করতে ট্রাভেল এজেন্সি আইন ২০১৩ হালনাগাদ ও সংশোধনের জন্য মন্ত্রণালয় সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। অসাধু ট্রাভেল এজেন্সি শনাক্ত করতে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং যথাযথ শুনানির পর তাদের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (OTA)-গুলোর অবৈধ কার্যক্রম তদারকিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে, যার ফলে ছয়টি বড় OTA-কে সতর্ক করা ও জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া, লাইসেন্সবিহীন এজেন্সিগুলোকে কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে এবং বৈধ লাইসেন্স গ্রহণের জন্য ৬ নভেম্বর পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। অনিয়ম প্রতিরোধ ও অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলায় নিয়মিত নজরদারি জোরদার করা হয়েছে এবং অফিস আদেশের মাধ্যমে যাত্রীদের টিকিটে টিকিটের মূল্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে—যা খাতজুড়ে মূল্য স্বচ্ছতা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

১০. বাংলাদেশে পর্যটন উন্নয়নে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশে পর্যটন ঐতিহ্যগতভাবে প্রধান শহরকেন্দ্রিক হওয়ায় অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অঞ্চলভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির সুযোগ সীমিত ছিল। এ প্রেক্ষাপটে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় শহরকেন্দ্রিক মডেল থেকে সরে এসে আরও ন্যায়সংগত, টেকসই ও কমিউনিটি-ভিত্তিক পর্যটন কাঠামোর দিকে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য দেশের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও গ্রামীণ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে এমন পর্যটন উন্নয়ন, যাতে সব অঞ্চলে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে যায়। গ্রামভিত্তিক পর্যটন প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকা, গ্রামীণ ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পরিবেশবান্ধব গন্তব্য সৃষ্টি করবে—যা পরিবেশ

সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন উভয় ক্ষেত্রেই অবদান রাখবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পর্যটন খাত গড়ে তুলতে সহায়ক হবে, যা জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি স্থানীয় অংশগ্রহণ ও টেকসই গ্রামীণ উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে।

১১. ট্যুরিজম স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট (TSA) প্রবর্তন

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

পর্যটন খাতকে আধুনিকায়ন ও শক্তিশালী করার চলমান সংস্কারের অংশ হিসেবে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (MoCAT) বাংলাদেশে ট্যুরিজম স্যাটেলাইট অ্যাকাউন্ট (TSA) কাঠামো প্রবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। TSA হলো একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানভিত্তিক ব্যবস্থা, যা পর্যটনের অর্থনৈতিক প্রভাব পরিমাপ করতে এবং জিডিপি, কর্মসংস্থান ও সংশ্লিষ্ট খাতে পর্যটনের অবদান সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য প্রদান করতে ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এবং বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (BTB)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এই সহযোগিতার মাধ্যমে পর্যটন সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও হিসাবসমূহ সনাক্তকরণ, শ্রেণিবিন্যাস এবং পদ্ধতিগতভাবে ট্র্যাকিং করা সম্ভব হবে। TSA প্রতিষ্ঠার ফলে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, নীতিমালা প্রণয়ন আরও উন্নত হবে এবং দেশব্যাপী টেকসই পর্যটন উন্নয়নের জন্য আরও লক্ষ্যভিত্তিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা যাবে।

১২. নিরাপদ সমুদ্র পর্যটন নিশ্চিতকরণ

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ ও উন্নত তদারকি

বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কক্সবাজারে নিরাপদ সমুদ্র পর্যটন নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। MoCAT কক্সবাজারের বড় হোটেলগুলোকে লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি CSR (কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে লাইফগার্ডদের ব্যয় বহনের দায়িত্ব বড় হোটেলগুলোকে নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যটকদের সচেতন করতে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালু করা হয়েছে। এছাড়া MoCAT স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৫০টি লাইফগার্ড পদ সৃষ্টি করার জন্য চিঠি প্রদান করেছে, যা

বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পর্যটন মৌসুমে নিরাপত্তা বিষয়গুলো তদারকির জন্য MoCAT, BTB এবং BPC-এর একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে।

১৩. দক্ষতার ঘাটতি বিশ্লেষণ এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশের পর্যটন ও আতিথেয়তা শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে উল্লেখযোগ্য দক্ষতার ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে, যা এই খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। Tourism Human Capital Strategy 2021 অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষ জনবলের চাহিদা ৪৫% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, এবং প্রতি বছর সর্বোচ্চ ৭২ লাখ নতুন কর্মীর প্রয়োজন হবে, যা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান উৎপাদন সক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাটতি মোকাবিলায় বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (MoCAT) প্রধানত ন্যাশনাল হোটেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (NHTTI) পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য হলো বিশেষায়িত ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষ ও কর্মসংস্থান উপযোগী জনবল তৈরি করা। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ফুড প্রোডাকশন, হাউসকিপিং, ফ্রন্ট অফিস অপারেশন এবং ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিস-এর মতো মূল বিষয়ে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স। পাঠ্যক্রমটি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং শিল্পখাতের নির্দিষ্ট চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে শিল্পখাত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম নিশ্চিত করা হচ্ছে।

১৪. বিপিসি মোটেল: মানসম্মত সেবার মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও স্থানীয় খাবার প্রচার

ধরণ: নীতিগত হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (BPC) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং স্থানীয় খাবারকে কৌশলগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে মোটেল ব্যবসা পুনরুজ্জীবিত ও সম্প্রসারণের একটি কৌশল বাস্তবায়ন করছে। এই সম্প্রসারণের মূল উদ্দেশ্য হলো পর্যটন চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে BPC-এর সম্পত্তিগুলোর প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। BPC-এর গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান

মোটেলগুলোর সংস্কার কাজ, সেবা উন্নয়ন কার্যক্রম, আধুনিক পেমেন্ট প্রযুক্তি বাস্তবায়ন এবং সকল ইউনিটে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ

ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় সম্প্রতি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ০১ জন সহকারী রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী (গ্রেড-৯), ০২ জন কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩), ০২ জন স্টেনো-টাইপিস্ট কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩), ০১ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট (গ্রেড-১৬) এবং ০৮ জন অফিস সহায়ক কর্মচারী (গ্রেড-২০) নিয়োগ দিয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের আইনগত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য দুইজন প্যানেল আইনজীবী নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের খসড়া অর্গানোগ্রাম হালনাগাদ করে প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে (MoPA) জমা দেওয়া হয়েছে।

২. কক্সবাজার বিমানবন্দরে কার্যক্রম সময় বৃদ্ধি

ধরণ: অপারেশনাল
তারিখ: ২৯ মার্চ ২০২৫

গত শীত মৌসুম থেকে কক্সবাজার বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনার সময় রাত ১০টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে এবং এটি এখনও চলমান রয়েছে। এই অপারেশনাল সংস্কার উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় যাত্রী/পর্যটক চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে HSIA-তে বিমান অবতরণ ব্যর্থ হলে বিকল্প অবতরণ ও উড্ডয়ন সুবিধা নিশ্চিতকরণ

(শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম অথবা ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট)
ধরণ: অপারেশনাল
তারিখ: ২৯ মার্চ ২০২৫

গত শীত মৌসুমে ঘন কুয়াশা বা প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ১৬টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট, যা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (HSIA) অবতরণ করতে পারেনি, সেগুলো চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডাইভার্ট করা হয় এবং ৯টি আন্তর্জাতিক ফ্লাইট সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ডাইভার্ট করা হয়।

যদি এই দুটি বিমানবন্দর বিকল্প হিসেবে নির্ধারণ না করা হতো, তাহলে ফ্লাইটগুলো কলকাতা বিমানবন্দরে (ভারত) অবতরণ করতে পারত, যা CAAB এবং বাংলাদেশের জন্য সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতির কারণ হতে পারত। এই অপারেশনাল সংস্কার উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৪. HSIA-তে ইমিগ্রেশনের পর প্রবাসী যাত্রীদের জন্য সাশ্রয়ী খাবার ও লাউঞ্জ সুবিধা প্রদান

ধরণ: যাত্রীসেবা উন্নয়ন
তারিখ: ১১ নভেম্বর ২০২৪

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রবাসী যাত্রীদের জন্য একটি পৃথক লাউঞ্জ চালু করা হয়েছে, যেখানে তারা সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার গ্রহণ করতে পারবেন এবং বিনামূল্যে লাউঞ্জ সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন।

৫. HSIA-তে যাত্রী ও তাদের স্বজনদের সুবিধা বৃদ্ধি

ধরণ: যাত্রীসেবা উন্নয়ন
তারিখ: ১৪ নভেম্বর ২০২৪

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বহুতল গাড়ি পার্কিং এলাকায় যাত্রী ও তাদের স্বজনদের জন্য অপেক্ষমান বিশ্রাম সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, যাতে যাত্রা শুরুর পূর্বে তারা বিশ্রাম নিতে পারেন।

৬. ট্রাভেল পাস

ধরণ: তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা
তারিখ: ০১ ডিসেম্বর ২০২৪

সেন্ট মার্টিন দ্বীপের পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে পর্যটকের সংখ্যা দৈনিক সর্বোচ্চ ২০০০ (দুই হাজার) জনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করার জন্য www.travelpass.gov.bd ওয়েবভিত্তিক একটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ট্রাভেল পাস ইস্যু করা হচ্ছে।

৭. "ডিসকভার ওল্ড ঢাকা অ্যান্ড বি নওয়াব"

ধরণ: নতুন পর্যটন ধারণা প্রবর্তন

"Discover Old Dhaka and Be Nawab" পর্যটন উইং কর্তৃক গৃহীত একটি উদ্ভাবনী কর্মসূচি। এতে বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন—পুরান ঢাকার হেরিটেজ ট্রেইল, খাবারের অভিযাত্রা (culinary adventure), এবং আহসান মঞ্জিল, লালবাগ কেল্লা, আর্মেনিয়ান চার্চসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্থাপনা পরিদর্শন। এটি শুধুমাত্র দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ নয়, বরং শতাব্দীর ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং প্রাচীন শহরের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক যাত্রা।

এই সময়ভ্রমণ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করবে। আর্মেনিয়ান চার্চ এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মতো স্থাপনাগুলো শুধু কাঠামো নয়, বরং পাথরে খোদাই করা গল্পের মতো। পুরান ঢাকার গলিপথে হাঁটা এক জাদুকরী অভিজ্ঞতা, যেখানে দোকান, দেয়াল এবং রাস্তা যেন ইতিহাসের কথা বলে। এটি কোলাহল নয়, বরং গল্প শোনার অভিজ্ঞতা। প্রস্তাবিত প্যাকেজে পর্যটকদের জন্য থাকবে নওয়াবি ভোজ (Nawabibhoj), নওয়াবি পোশাক, এবং ঘোড়ায় চড়ার ব্যবস্থা।

পরিবেশ ও খাদ্য নিরাপত্তা জুলাই অভ্যুত্থানের সেই আহ্বানেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলন—একটি এমন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা, যেখানে প্রকৃতি ও মানুষের খাদ্য আর ফ্যাসিবাদী সিন্ডিকেটের লুণ্ঠনের শিকার হবে না। অন্তর্বর্তী সরকার পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তথাকথিত 'জলবায়ু-দুর্নীতি' চক্র ভেঙে দিচ্ছে। জনগণের রক্তে অর্জিত অর্থ যেন আর কখনো আত্মসাৎ না হয়, সে লক্ষ্যেই ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সকল প্রকল্পের জন্য একটি ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে ২৫ বছর মেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা রোডম্যাপ এবং জাতীয় মৎস্য নীতি ২০২৫ প্রণয়ন করে 'নতুন বাংলাদেশ'-এর ভিত্তি স্থাপন করছে, যেখানে কর্পোরেট লোভের পরিবর্তে রাসায়নিকমুক্ত পুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। বনভূমি পুনরুদ্ধার এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এসব সংস্কার জুলাইয়ের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, যারা এমন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করেছিলেন—যেখানে অভিজাত শ্রেণি নয়, বরং প্রতিটি নাগরিক একটি সুস্থ, মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারী হবে একটি সহনশীল ও টেকসই পরিবেশে।

খাত–৭
পরিবেশ
ও
খাদ্য নিরাপত্তা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. সাভারকে অবনমিত এয়ারশেড ঘোষণা

ধরণ: গেজেট প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৫

বাংলাদেশ সরকার বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী সাভারকে একটি অবনমিত এয়ারশেড হিসেবে ঘোষণা করেছে। কারণ, সেখানে বায়ুদূষণের মাত্রা—বিশেষ করে পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM2.5 ও PM10)—জাতীয় মানের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি পাওয়া গেছে। এই তীব্র দূষণের প্রধান কারণ হলো ঐতিহ্যবাহী ইটভাটার আধিক্য, খোলা স্থানে বর্জ্য পোড়ানো, শিল্পকারখানার নিঃসরণ এবং অপরিকল্পিত নগরায়ন। তাছাড়া সাভারের দূষিত বাতাস ঢাকায় প্রবাহিত হয়ে রাজধানীর বায়ুর মান আরও খারাপ করে তোলে। এই ঘোষণার মাধ্যমে দূষণকারী কর্মকাণ্ড সীমিত করা, শিল্পকারখানা নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে সামগ্রিক বায়ুমান উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২. সেন্ট মার্টিন দ্বীপে ইকো-ট্যুরিজম সংক্রান্ত নির্দেশিকা

ধরণ: সিদ্ধান্ত/নির্দেশিকা

তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৫

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার সেন্ট মার্টিন দ্বীপের প্রতিবেশ রক্ষায় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সরকার জারিকৃত সার্কুলারের মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই পর্যটন নিশ্চিত করা। সে অনুযায়ী ২২ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সেন্ট মার্টিন ভ্রমণ সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। এই সংস্কার দ্বীপটির প্রতিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

৩. প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানি নীতি, ২০২৫

বাংলাদেশ ফরেস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানি নীতি, ২০২৩ বাতিল করে তার পরিবর্তে প্রাকৃতিক রাবার বিক্রয় ও রপ্তানি নীতি, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশনা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় বায়ুমান ব্যবস্থাপনা

পরিকল্পনা (NAQMP) চূড়ান্ত করে গেজেটে প্রকাশ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

৫. একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক শনাক্তকরণ ও সীমিত ব্যবহারে প্রজ্ঞাপন জারি

প্লাস্টিক দূষণ রোধ এবং একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ধাপে ধাপে বন্ধ করার লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' অনুযায়ী ১৭টি পণ্যকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তাদের ব্যবহার কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পরবর্তীতে ৯ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ১ জুন ২০২৫ থেকে তিনটি একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পণ্য—স্ট্র, স্টিরার ও কটন বাড—এর উৎপাদন, আমদানি, বিপণন, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, সংরক্ষণ, বাণিজ্যিক পরিবহন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে। এর ধারাবাহিকতায় ২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তালিকাভুক্ত একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নির্দেশনা জারি করেছে।

৬. শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন

'শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬' বাতিল করে ২০২৫ সালে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালার আওতায় পুলিশকে তাৎক্ষণিকভাবে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আগে সরাসরি ক্ষমতা না থাকায় তারা দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারত না। যেহেতু আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সবসময় সড়কে উপস্থিত থাকে, তাই তাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সড়কে শব্দদূষণ কমানো সম্ভব হবে। শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বনাঞ্চলে পিকনিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে, খোলা স্থানে লাউডস্পিকার ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকাজে শব্দদূষণ বিষয়ে কঠোর বিধান যুক্ত করা হয়েছে। শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২৫-এর প্রজ্ঞাপন ২৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জারি করা হয়, যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৭. সকল CITES ও Non-CITES পাখি ও বন্যপ্রাণীর বাণিজ্যিক আমদানি ও রপ্তানি স্থগিত

আন্তর্জাতিক সংরক্ষণ মান বজায় রাখা এবং পাচার রোধে সরকার সকল CITES ও Non-CITES পাখি ও বন্যপ্রাণীর বাণিজ্যিক আমদানি ও রপ্তানি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে। এই সিদ্ধান্ত CITES সচিবালয়ের সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং বন্যপ্রাণী-সংক্রান্ত অপরাধ বৃদ্ধির প্রবণতা রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাণিজ্যিক শোষণ বন্ধের মাধ্যমে এই সংস্কার নৈতিক পরিবেশ শাসনব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে এবং সীমান্ত অতিক্রমকারী বন্যপ্রাণীর মাধ্যমে প্রাণী থেকে মানুষের রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে 'ওয়ান হেলথ' পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বাস্তবায়ন করেছে।

৮. গ্রাম বন বিধিমালা, ২০২৬-এর চূড়ান্ত খসড়া

বন সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সঠিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এবং বন পুনঃস্থাপনের জন্য বন আইন, ১৯২৭-এর ২৮ ধারা অনুযায়ী গ্রাম বন বিধিমালা না থাকায় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সহাবস্থানের ভিত্তিতে বন ব্যবস্থাপনার সুযোগ ছিল না। গ্রাম বন বিধিমালা, ২০২৬-এর একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে বন ব্যবস্থাপনায় বননির্ভর জনগোষ্ঠীর অর্থবহ অংশগ্রহণ এবং সংরক্ষণ ও উন্নয়নের দায়িত্ব প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। বর্তমানে এটি অংশীজনদের মতামত গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে।

৯. মাস্টার প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্তকরণ

সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ, পাহাড় সংরক্ষণ, সীসা দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং BFIDC-এর জন্য মাস্টার প্ল্যান ও কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে, যেখানে সকল অংশীজনের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০. বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন, ওয়াইল্ডলাইফ উইং গঠন এবং প্রশাসনিক জটিলতা হ্রাস

(ক) বন্যপ্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা রোধ এবং তাদের কল্যাণ ও সংরক্ষণের জন্য সরকার দ্রুত ‘ওয়াইল্ডলাইফ’ নামে একটি পৃথক উইং গঠনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

(খ) বন অধিদপ্তরে দীর্ঘদিন একই পদে কর্মরত ফরেস্টাররা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত ছিলেন। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার কারণে দীর্ঘ সময় ডেপুটি রেঞ্জার পদে পদোন্নতি দেওয়া সম্ভব হয়নি এবং ৪৫৪টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য ছিল। মন্ত্রণালয় ২০ বছর পর সকল আইনি জটিলতা নিরসন করে ৪৫৪ জন ফরেস্টারকে ডেপুটি রেঞ্জার পদে পদোন্নতি প্রদান করেছে।

(গ) বন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের মাধ্যমে ২ জন অতিরিক্ত প্রধান বন সংরক্ষক, ৩ জন উপ-প্রধান বন সংরক্ষক, ৬ জন বন সংরক্ষক এবং ২৬ জন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও সমমর্যাদার পদসহ মোট ৩৯৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

১১. বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৫৯ সালের ৬৭ নং অধ্যাদেশের অধীনে পরিচালিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও অধ্যাদেশটি হালনাগাদ না হওয়ায় কর্পোরেশনের কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও বহুমুখীকরণ সম্ভব হয়নি। কর্পোরেশনের রাবারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতার কারণে বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। টেকসই পদ্ধতিতে বনসম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বহুমুখী বনশিল্পে বিনিয়োগ এবং উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও রপ্তানিসহ বনশিল্প উন্নয়নের জন্য দেশীয় ও বিদেশি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের বিধান রেখে ‘বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ২০২৬’ উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে।

১২. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহারের নীতিমালা সংশোধন

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ব্যবহারের নীতিমালা সংশোধন করে সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংশোধিত নীতিমালার আওতায় সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলো যৌথভাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

১৩. তৃতীয় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC 3.0) প্রণয়ন

UNFCCC-এর আওতায় প্যারিস চুক্তির অনুচ্ছেদ-২ এর লক্ষ্য অনুযায়ী বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫°C-এর মধ্যে সীমিত রাখার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের তৃতীয় জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (NDC 3.0) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই NDC ২০২৫ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) সচিবালয়ে জমা দেওয়া হয়। 'NDC 3.0'-এ ২০৩৫ সালের মধ্যে ৮৪.৯৭ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই-অক্সাইড সমতুল্য গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ প্রশমন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত NDC 3.0 যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি খসড়া 'NDC 3.0 বাস্তবায়ন রোডম্যাপ' প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৪. কার্বন মার্কেট ফ্রেমওয়ার্কের খসড়া প্রণয়ন

প্যারিস চুক্তির অনুচ্ছেদ-৬ এর আওতায় বাংলাদেশে কার্বন বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য একটি খসড়া কার্বন মার্কেট ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ব্রাজিলের বেলেমে অনুষ্ঠিত COP-30 সম্মেলনে উক্ত ফ্রেমওয়ার্কটি প্রাক-উদ্বোধন (pre-launched) করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ-৬ এর আওতায় কার্বন বাণিজ্য সম্পর্কিত ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে Article-6 DNA কর্তৃক No Objection Letter (NOL) প্রদান করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ জোরদার করতে বন বিভাগের পুনর্গঠন

ধরণ: পুনর্গঠন

তারিখ: চলমান

২০০১ সালের অর্গানোগ্রাম গ্রহণের পর সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৮(ক) অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বন বিভাগের দায়িত্ব ও পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে; যেখানে রাষ্ট্রকে প্রাকৃতিক সম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের প্রতি হুমকি এবং উন্নয়নজনিত চাপ বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বন বিভাগ জাতীয় বননীতি ও ফরেস্ট্রি মাস্টার প্ল্যানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্গানোগ্রাম হালনাগাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পুনর্গঠন বন ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু কনভেনশনসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। মূল কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে সচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা সম্প্রসারণ এবং সংরক্ষিত এলাকার (Protected Area) ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন। সীমিত বনভূমি রক্ষা, বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং বিপুল

জনসংখ্যার চাপ মোকাবেলায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে এই কাঠামোগত সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বন্যপ্রাণী সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণে সহায়তা করবে।

২. জাতীয় বননীতি, ২০২৫
ধরণ: নীতি
তারিখ: চলমান
সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৮(ক) অনুসারে রাষ্ট্র পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন এবং বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ CBD, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, RAMSAR, SDGs এবং প্যারিস চুক্তিসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির স্বাক্ষরকারী। বাস্তবায়নে সহায়ক জাতীয় কাঠামোর মধ্যে রয়েছে Perspective Plan (২০২১–২০৪১), NBSAP, Forestry Master Plan, REDD+ Strategy (২০১৬–২০৩০), National Adaptation Plan (২০২৩–২০৫০), এবং Nationally Determined Contributions (NDCs)। বন বিভাগ রাজস্বভিত্তিক ব্যবস্থাপনা থেকে সংরক্ষণভিত্তিক আধুনিকায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে যাতে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করা যায়। ফলে 'জাতীয় বননীতি ১৯৯৪' সংশোধন করে 'জাতীয় বননীতি ২০২৫' প্রণয়ন করা হয়েছে, যেখানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী এবং জলাধার/ওয়াটারশেড সংরক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষিত থাকে।

৩. বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৫
ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: চলমান
'বন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)' প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে বনভূমি অন্য কাজে রূপান্তর রোধ, অবৈধ দখল প্রতিরোধ, বন ও বনভূমির যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত, বনভূমির পরিমাণ হ্রাস প্রতিরোধ এবং শতবর্ষী ও সাংস্কৃতিক বা সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষকে সংরক্ষিত বৃক্ষ হিসেবে ঘোষণা করে সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

৪. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) অধ্যাদেশ, ২০২৫
ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: চলমান
বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য ২০১২ সালে Wildlife (Conservation and Security) Act প্রণয়ন করা হয়। তবে জীববৈচিত্র্য, বন, বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে নতুন চ্যালেঞ্জ এবং বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় আইনটি সংশোধন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, মাঠপর্যায়ে কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত এবং CITES ও CBD-এর মতো আন্তর্জাতিক কনভেনশন,

চুক্তি ও সমঝোতা অনুযায়ী সামঞ্জস্য বজায় রাখতে বিদ্যমান Wildlife (Conservation and Security) Act, ২০১২ সংশোধন করা হয়েছে।

৫. সামাজিক বনায়ন বিধিমালা (সংশোধন), ২০২৫

ধরণ: বিধিমালা

তারিখ: চলমান

সামাজিক বনায়ন বৃক্ষ আচ্ছাদন বৃদ্ধি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমন, নারী ক্ষমতায়ন এবং সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়ন সহজতর করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃক্ষসম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিদ্যমান Social Forestry Rules, ২০০৪ (২০১১ সালে সংশোধিত) পুনঃসংশোধন করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন সংশোধন

ধরণ: আইন/অধ্যাদেশ

তারিখ: সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান

বাংলাদেশের ১৯৯৫ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন সংশোধন করা প্রয়োজন, কারণ এটি বর্তমানে দেশের পরিবেশগত বাস্তবতা বা বৈশ্বিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আইনটি প্রণীত হয়েছিল এমন সময়ে যখন দ্রুত শিল্পায়ন, বায়ু ও প্লাস্টিক দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আধুনিক চ্যালেঞ্জগুলো এতটা গুরুতর ছিল না। এই আইনে জলবায়ু পরিবর্তন, জনসম্পৃক্ততা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তির সঙ্গে সমন্বয়ের বিষয়ে পর্যাপ্ত বিধান নেই। আইনটি হালনাগাদ করলে পরিবেশ শাসনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে, জাতীয় নীতিকে বৈশ্বিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং বর্তমান জটিল পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা প্রদান করবে।

৭. ওজোন ধ্বংসকারী পদার্থ ও হাইড্রোফ্লুরোকার্বন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২৫

ধরণ: বিধিমালা সংশোধন

তারিখ: সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক চুক্তি, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং জাতীয় পরিবেশগত অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে Ozone Layer Depleting Substances (Control) Rules, ২০০৪ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৪ সালের বিধিমালাটি মূলত মন্ট্রিয়ল প্রোটোকলের অধীনে CFC ও হ্যালন-এর মতো ওজোন ধ্বংসকারী পদার্থ (ODS) পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার জন্য তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে কিগালি সংশোধনী (২০১৬) এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের আওতায় হাইড্রোফ্লুরোকার্বন (HFC) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা ওজোনের জন্য ক্ষতিকর না হলেও

শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস। বিধিমালা সংশোধনের মাধ্যমে HFC নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত করা, পরিবেশবান্ধব বিকল্প রেফ্রিজারেন্ট প্রচলন, নজরদারি ও প্রয়োগ শক্তিশালী করা এবং কুলিং এজেন্ট পুনরুদ্ধার ও পুনর্ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এই হালনাগাদ কাঠামো বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে সহায়তা করবে, জলবায়ু প্রভাব কমাবে এবং সবুজ ও জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে টেকসই রূপান্তর নিশ্চিত করবে।

৮. প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় EPR (Extended Producer Responsibility) নির্দেশনা

ধরণ: কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১-এর আওতায় নতুন নির্দেশনা

তারিখ: চলমান

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার প্লাস্টিক পণ্যের ব্যবহার সীমিত এবং প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। নির্দেশনাগুলো এমন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে যেখানে উৎপাদক, আমদানিকারক বা ব্র্যান্ড মালিককে প্লাস্টিক পণ্যের পুরো জীবনচক্রের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায় নিতে হয়। বর্তমানে খসড়াটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে। এই সংস্কার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ এবং প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করবে।

৯. চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ২০০৮ (সংশোধন)

ধরণ: বিধিমালা (সংশোধন)

তারিখ: সংশোধন প্রক্রিয়া চলমান

বাংলাদেশের Medical Waste (Management) Rules ২০০৮ সংশোধন করা প্রয়োজন, কারণ এটি দেশের বর্তমান পরিবেশগত বাস্তবতা ও বৈশ্বিক অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিধিমালাটি মূলত চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত হয়েছিল। বর্তমানে খসড়াটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে রয়েছে। বিধিমালা হালনাগাদ করলে হাসপাতাল, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিকসহ সমগ্র চিকিৎসা খাতের চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী হবে।

১০. জাতীয় বাঁশ, বেত ও মূর্ত নীতি

ধরণ: নীতি (পর্যালোচনা)

তারিখ: জুলাই ২০২৪

জাতীয় বাঁশ, বেত ও মূর্ত নীতি ২০২৫ (খসড়া) বাঁশ, বেত ও মূর্তকে গুরুত্বপূর্ণ অ-কাঠজাত বনসম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যা টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সুরক্ষা এবং দারিদ্র্য হ্রাসে অপরিহার্য। বাংলাদেশের প্রায় ৬০% গ্রামীণ পরিবার বাঁশের ওপর নির্ভরশীল এবং এই খাত জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। নীতিটি এসব সম্পদের টেকসই উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং বাজার উন্নয়নের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে চায়। এর লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

ত্বরান্বিত করা এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন। মূল কৌশলগুলোতে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, গবেষণা ও উন্নয়ন, ভ্যালু চেইন শক্তিশালীকরণ এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর মাধ্যমে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

১১. বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০২৫

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (অধ্যাদেশ নং LXVII of 1959) বাতিল করে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০২৫ প্রণয়নের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. BCS (Forest) ক্যাডার সংস্কার করে BCS (Environment & Forest) ক্যাডার সৃষ্টি

ধরণ: প্রশাসনিক সংস্কার

তারিখ: চলমান

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার মানবস্বাস্থ্য ও প্রতিবেশ রক্ষায় পরিবেশ সংরক্ষণ জোরদার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য বিদ্যমান BCS (Forest) ক্যাডার সংস্কার করে BCS (Environment & Forest) ক্যাডার সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে দেশের পরিবর্তিত পরিবেশ ও জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা যায়। বর্তমানে ফরেস্ট ক্যাডার মূলত বন ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার ওপর কেন্দ্রীভূত, যা দেশের বৃহত্তর পরিবেশগত প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট নয়। পরিবেশ ও বন ক্যাডার একীভূতভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ে দক্ষতা একই কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। এই সংস্কার সমন্বয় বৃদ্ধি করবে, নীতি বাস্তবায়ন উন্নত করবে এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টেকসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সক্ষম প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলবে।

২. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক অনুমোদিত সকল প্রকল্পের জন্য ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম বাস্তবায়ন

ধরণ: মনিটরিং ব্যবস্থা সহজীকরণ

তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৫

ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালু করা হলে প্রকল্পের কার্যক্রম ডিজিটালভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ অগ্রগতি প্রতিবেদন, কার্যক্রমের ভিডিও এবং স্থিরচিত্র আপলোড করতে পারবেন। GIS ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের অবস্থান ও কার্যক্রম চিহ্নিত করা যাবে। ফলে সামগ্রিক মনিটরিং ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে এবং কাজের পুনরাবৃত্তি এড়ানো সম্ভব হবে।

৩. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান অর্গানোগ্রাম সংস্কার
ধরন: কাঠামো (খসড়া)
তারিখ: জুলাই ২০২৪
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠানটির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন গবেষণা বিভাগ স্থাপন এবং সেগুলোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিদ্যমান বিভাগসমূহ ও পদবিগুলো আধুনিকায়ন করা হবে যাতে প্রাসঙ্গিকতা ও টেকসইতা নিশ্চিত হয়। গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে এবং অপ্রয়োজনীয়/অপ্রাসঙ্গিক পদ বিলুপ্ত করা হবে। বিদ্যমান ব্লক পোস্টের আওতায় পদোন্নতির সুযোগ চালু করা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অংশীজন এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

অন্যান্য সংস্কার

১. কৃষি উপকরণ-সম্পর্কিত সহায়ক সেবায় সংস্কার

(ক) চাহিদাভিত্তিক কৃষি উৎপাদন পরিকল্পনার আলোকে সার, বীজ এবং অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিষয়ে সরকারি সহায়তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে এবং এসব উপকরণ সময়মতো প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে।

(খ) সার/বীজ ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ, কৃষি পুনর্বাসন এবং প্রণোদনা কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য কৃষক ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।

সার/বীজ এবং অন্যান্য উপকরণ বিতরণ, কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে PARTNER প্রকল্পের মাধ্যমে একটি কৃষক ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। কৃষক ডাটাবেজ তৈরির প্রক্রিয়া কৃষক স্মার্ট কার্ড নীতিমালা অনুমোদনের পর শুরু হবে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

১. ‘বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ, ২০২৬’ প্রণয়ন

অধ্যাদেশটি ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত হয়। যদিও ১৯৭৭ সালে ‘হাওর উন্নয়ন বোর্ড’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কোনো আইনগত কাঠামো না থাকায় বোর্ড বা অধিদপ্তর হাওর সংরক্ষণের জন্য কোনো আইনগত পদক্ষেপ নিতে পারত না।

হাওর হলো বাংলাদেশের একটি অনন্য বাস্তুতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী বিশাল জলাশয়। বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি সংরক্ষণ অধ্যাদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের দায়িত্ব, ক্ষমতা এবং এখতিয়ার স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছে।

এই অধ্যাদেশের আওতায় অধিদপ্তর হাওরের মালিকানা সংক্রান্ত দলিল প্রস্তুত করবে, সীমানা নির্ধারণ করবে, সংরক্ষিত হাওর ও জলাভূমি এলাকা ঘোষণা করবে এবং জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র ও প্রতিবেশব্যবস্থার ক্ষতি করে এমন কার্যক্রম নিষিদ্ধ করবে। একই সঙ্গে হাওর ও জলাভূমি এলাকায় খননসহ বিভিন্ন নিষিদ্ধ কার্যক্রমকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে আইনগত শাস্তি আরোপ করতে পারবে।

অধ্যাদেশ প্রণয়নের পাশাপাশি হাওর মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদ করার কাজও শুরু হয়েছে।

২. ‘ড্রেজিং ও ড্রেজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৪’ প্রণয়ন, ২৬ আগস্ট ২০২৫

নদী খনন, নৌ চলাচল সৃষ্টি বা পুনরুদ্ধার, মৎস্য, কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য ও বিভিন্ন জলজ প্রাণীর প্রজনন ও আবাসস্থল নিশ্চিতকরণ, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলাসহ পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথ ড্রেজিং ও ড্রেজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য ‘ড্রেজিং ও ড্রেজার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৪’ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এই নীতিমালার ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ড্রেনেজ চ্যানেল খননসহ বিভিন্ন কাজে ড্রেজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিল্প খাতে পানি ব্যবহার নীতিমালা চূড়ান্তকরণ

এই নীতিমালার মাধ্যমে শিল্প খাতে অপরিকল্পিত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা সম্ভব হবে। শিল্প খাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উদ্বেগজনকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পানির অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।

পানির স্তর হ্রাসপ্রাপ্ত শিল্পঘন এলাকায় শিল্প খাতে পানি উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ, পানি পুনঃব্যবহার উৎসাহিত করা, ব্যবহৃত পানির মান নিয়ন্ত্রণ, এবং টেকসই পানির স্তরসম্পন্ন এলাকায় পানির মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. জাতিসংঘ পানি কনভেনশনে অংশীদার হওয়া

দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে জাতিসংঘ পানি কনভেনশন ১৯৯২ অনুসমর্থন করলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক পানি সম্পদের ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবে। নিম্ন অববাহিকাভুক্ত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর ওপর বৈধ দাবিগুলো যথাযথভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে এই কনভেনশনের পক্ষভুক্ত হওয়া বাংলাদেশের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে।

৫. যুক্তরাজ্যের আবহাওয়া অফিসের সঙ্গে চুক্তি

ব্রিটিশ হাইকমিশনের বিশেষ সহায়তায় জলবায়ু অভিযোজন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে UK MET Office-এর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে রিয়েল টাইম ডেটা পাওয়া যাবে এবং ঘূর্ণিঝড়, আকস্মিক বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে পানি-সম্পর্কিত দুর্যোগ পূর্বাভাস আরও উন্নত হবে।

৬. চীনা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন

দেশের সকল নদী ব্যবস্থাপনা এবং বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের জন্য ৫০ বছর মেয়াদি মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নে চীনা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।
এই ওয়ার্কিং গ্রুপের কার্যপরিধি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যার মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নির্ধারণসহ বিভিন্ন নদীর অববাহিকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৭. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা শক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধি

BWDB কর্তৃক বিভিন্ন জেলায় অধিগৃহীত জমির তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অবৈধ দখলে থাকা মূল্যবান জমি উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যেমন:

- বোট ক্লাবসহ বিভিন্ন প্রভাবশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর অবৈধ দখল উচ্ছেদে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে শুধুমাত্র ঢাকায় ৮৫০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে;
- চট্টগ্রাম জেলার উত্তর কাট্টলী এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে দখলকৃত প্রায় ২,০০০ কোটি টাকা মূল্যের ৪০ একর জমি উদ্ধার ও হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যেখানে এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য স্টেডিয়াম ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছিল;
- দক্ষিণ কাট্টলী এলাকায় অবৈধভাবে দখলকৃত ৫৮.৭১ একর অত্যন্ত মূল্যবান জমি BWDB-এর নামে নিবন্ধনের আইনি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৮. জনসাধারণের অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণের জন্য পৃথক লিংক

BWDB একটি লিংক (https://service.bwdb.gov.bd/) প্রস্তুত করেছে, যেখানে জনগণ তাদের দাবি ও অভিযোগ নিবন্ধন করতে পারবে। আবেদনকারী একটি ট্র্যাকিং নম্বর পাবেন, যার মাধ্যমে তিনি BWDB-তে জমা দেওয়া আবেদনের অগ্রগতি অনুসরণ করতে পারবেন। এর ফলে BWDB সময়মতো সাড়া দিতে পারবে এবং জনগণকে আরও ভালো ও কার্যকরভাবে সেবা দিতে সক্ষম হবে।

৯. নদী গবেষণা ইনস্টিটিউটের সক্ষমতা বৃদ্ধি

গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানটি কাগজে কলমে প্রতিষ্ঠিত হলেও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো অর্থায়ন পায়নি। নদীকেন্দ্রিক সচেতনতা কার্যক্রমে এই প্রতিষ্ঠানকে যুক্ত করার পাশাপাশি গবেষণা কাজের জন্য নতুন প্রকল্প প্রদান করা হয়েছে।

নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট সুন্দরবন ও পাহাড়ি জেলাগুলোতে নদী গেজেট সম্পন্ন করা, নদী জরিপ পরিচালনা, সীমানাভিত্তিক নদী গেজেট প্রস্তুত ও নির্ধারণ এবং নদী থেকে বালু ও পাথর উত্তোলনের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গবেষণা কাজ শুরু করেছে।

প্রথমবারের মতো নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট নদী বিষয়ক কাজে আগ্রহীদের জন্য ইন্টার্নশিপ চালু করেছে এবং প্রথম ধাপে ৬ জনকে ৩ মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ প্রদান করেছে।

১০. পানি আইন বাস্তবায়ন না হওয়ার সমস্যা সমাধান

২০১৩ সালে পানি আইন প্রণয়ন হলেও এর আওতায় কোনো বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার পানি আইন বাস্তবায়নের কাজ শুরু করে প্রথমবারের মতো নিম্নোক্ত কাজগুলো সম্পন্ন করেছে:

- মুন্সিগঞ্জে মেঘনা নদীর মোহনায় ধলেশ্বরী নদী দখল করে নির্মিত একটি সিমেন্ট কারখানা উচ্ছেদের নির্দেশ জারি;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সমন্বয়ে 'টাঙ্গুয়ার ও হাকালুকি হাওর সংরক্ষণ আদেশ ২০২৫' জারি;
- নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে দেশের ৪টি এলাকায় (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার ৪৭টি ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকার ৩টি ইউনিয়ন) পানি সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

১১. হ্রদ ও খাল সংরক্ষণের জন্য বিশেষ কর্মপরিকল্পনা

দেশে অনেক হ্রদ থাকলেও অধিকাংশ হ্রদ ভূমি রেকর্ডে হ্রদ হিসেবে উল্লেখ নেই; বরং সেগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন হিসেবে নথিভুক্ত। ফলে হ্রদ সংরক্ষণে সরকারি নিয়ন্ত্রণ দুর্বল। এই বাস্তবতা বিবেচনায় আরিয়াল হ্রদ, ধুলিবিল ও বেরাই হ্রদের বিস্তারিত ভূমি জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং চাঁনমারি হ্রদ ও আরিয়াল হ্রদ পুনরুদ্ধারে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় উক্ত হ্রদসমূহের জন্য একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হবে, হ্রদের পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা

প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে অপসারণ করা হবে এবং হ্রদ-নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে হ্রদের পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করা হবে।

● রংপুরের ঐতিহাসিক শ্যামা সুন্দরী খাল পুনরুদ্ধারের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

● দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৬৩টি জেলার জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা হয়েছে খালের তালিকা প্রস্তুতের জন্য।

১২. নোয়াখালীতে জলাবদ্ধতা নিরসনে গৃহীত উদ্যোগ

দীর্ঘদিন ধরে নোয়াখালী ও সংলগ্ন বিল এলাকায় বিদ্যমান তীব্র জলাবদ্ধতা নিরসনে তাৎক্ষণিক ও মধ্যমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ২০২৪ সালে তীব্র জলাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে এবং একই বছরে [number] হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় আনা হয়েছে, যা ২০২৫ সালে বেড়ে [number] হেক্টরে উন্নীত হয়।

এ অঞ্চলের জলাবদ্ধতার দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে ডেক্কা, শ্রী, হরি, নেলীগঞ্জ, অপরাধা এবং হরিহর নদীসহ ৮১,৫০০ কিলোমিটার খনন কার্যক্রম এবং পাম্প স্থাপন।

একইভাবে বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা নিরসনে স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে শোলমারী নদী খননসহ পাম্প ক্রয়ের একটি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে।

১৩. দীর্ঘদিনের আন্তঃসীমান্ত নদীসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ

● আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি ব্যবস্থাপনায় দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প চূড়ান্ত করেছে, যা পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে। এই ব্যারেজ বাস্তবায়িত হলে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর পানিপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে, পদ্মা-নির্ভর অঞ্চলের নদী ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ কমবে। ফলে সুন্দরবনের প্রতিবেশগত ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, ২৬টি জেলার নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, জলাবদ্ধতা কমবে এবং সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

● তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য চীনা সরকারের নিকট একটি প্রকল্প প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে, যা বর্তমানে চীনা সরকারের চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো নদীভাঙন প্রতিরোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

১৪. সিলেটের পাথরসমৃদ্ধ নদী সংরক্ষণে বিশেষ উদ্যোগ

ডাউকি (গোয়াইন), বলাই, জাদুলং, নলারগুল, উৎমানারা, বিছনাকান্দি, লালাখাল, রাঙাপানি এবং লালাখাল নদীগুলোর পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা ও ইকো-ট্যুরিজম পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

‘সিলেট অঞ্চলের পাথর উত্তোলন এলাকায় নদী পুনরুদ্ধার ও ইকো-ট্যুরিজম’ প্রকল্পটি ১৯৯২ সালের জাতিসংঘের রিও ঘোষণার অংশীদার হিসেবে স্বাক্ষরিত প্রথম টুইনিং প্রোগ্রাম, যেখানে নেদারল্যান্ডস সরকারের আর্থিক, কারিগরি এবং পরামর্শ সহায়তা রয়েছে।
এটি একটি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, যেখানে স্থানীয় জনগণ, জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসন, সরকারি সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরা সমন্বয়ের মাধ্যমে নদী পুনরুদ্ধার এবং নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। পানি ও নদী বিশেষজ্ঞ, জীববৈচিত্র্য বিশেষজ্ঞ এবং স্থপতিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রের মূল্যবান দিকনির্দেশনার মাধ্যমে মাস্টারপ্ল্যানকে বাস্তবসম্মত ও টেকসই করতে সহায়তা করছেন।
প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নদী থেকে পাথর চুরি বন্ধ হবে, নদীর পানি পুনরায় স্বচ্ছ হবে, প্রাকৃতিক পর্যটন বিকশিত হবে এবং স্থানীয় জনগণের মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই জীবিকা নিশ্চিত হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

অন্যান্য সংস্কার

১. ভিজিএফ/জিআর খাদ্যশস্য প্যাকেটজাতকরণ

ভিজিএফ/জিআর খাদ্যশস্য খোলা অবস্থায় না দিয়ে প্যাকেটজাত করে সরবরাহ করা হবে।
প্রত্যাশিত ফলাফল: খোলা খাদ্যশস্যের পরিবর্তে প্যাকেটজাত খাদ্যশস্য প্রদান করা হলে কম পরিমাণ দেওয়ার সুযোগ থাকবে না এবং ত্রাণ বিতরণে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।
তারিখ: ৩১ জুলাই ২০২৫
ভিজিএফ ও জিআর খাদ্যশস্য বরাদ্দ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর থেকে প্রদান করা হয়। তবে খাদ্যশস্য খাদ্য অধিদপ্তরের গুদামে সংরক্ষিত থাকে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে জিও (GO) পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য প্যাকেটজাত করে বিতরণের জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরামর্শক্রমে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২. কাবিখা (খাদ্যশস্য বরাদ্দ) নগদায়নের হার বৃদ্ধি

কাবিখা বরাদ্দের ক্ষেত্রে সড়ক নির্মাণ/সংস্কারের জন্য ৬০% এর পরিবর্তে ৮০% নগদায়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।
প্রত্যাশিত ফলাফল:
১) অনিয়ম কমবে
২) টেকসই প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হবে।
তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪
মাটিকাজ প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনে এইচবিবি (Herring Bone Bond Road Construction), সিসি (Cement Concrete), ডব্লিউবিএম (Water Bound Macadam) নির্মাণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ০২/০২/২০২৫ তারিখের স্মারক নং ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০৩.২১.৩০ অনুযায়ী নগদ প্রদান ৬০% থেকে ৮০% বৃদ্ধি করেছে। মাঠপর্যায়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. কাবিখার খাদ্যশস্য নগদায়ন

কাবিখার জন্য খাদ্যশস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে।
প্রত্যাশিত ফলাফল: কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাবে এবং টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম সম্ভব হবে।
তারিখ: ১৫ জুলাই ২০২৫
খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখতে আপাতত ৮০% এর বেশি নগদায়ন উপযুক্ত নয়। কাজের পরিধি ও গুণগত মান বাড়ানোর লক্ষ্যে ৮০% নগদায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৪. সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক ইউনিটে যুবসমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে পুনর্গঠন

সিপিপি স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্তির বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর এবং অবসরের বয়স ৬৫ বছর। বর্তমান প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের জাগরণ বিবেচনায় ইউনিটসমূহ পুনর্গঠন করে আরও বেশি যুবসমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

প্রত্যাশিত ফলাফল: স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রমে যুব অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে এবং যুবসমাজের অংশগ্রহণের ফলে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি পাবে। সার্বিকভাবে বাংলাদেশের জনগণের দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জন সহজ হবে।

তারিখ: নভেম্বর ২০২৪

এই কর্মসূচির আওতায় পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলার ৭৮টি ইউনিটে ৩৫৬ জন নতুন যুব স্বেচ্ছাসেবক, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলার ৩১টি ইউনিটে ৭৫ জন নতুন স্বেচ্ছাসেবক এবং ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৪টি ইউনিটে ১০৫ জন—মোট ৫১৮ জন যুব স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫. জাতিসংঘের 'Early Warning for All' কর্মসূচিতে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্তকরণ

জাতিসংঘের 'Early Warning for All' উদ্যোগের পিলার ১ হলো দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা এবং পিলার ৪ হলো প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা। উভয় পিলারের লক্ষ্য যুবসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রত্যাশিত ফলাফল: এই সংস্কার উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশে দুর্যোগপ্রবণ জনগণের কাছে সহজে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান পৌঁছানো সম্ভব হবে। পাশাপাশি প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা গঠনে যুব অংশগ্রহণ বাড়িয়ে স্মার্ট রেসপন্ডার তৈরি করা যাবে।

তারিখ: জানুয়ারি ২০২৫

জাতিসংঘের 'Early Warning for All' উদ্যোগের রোডম্যাপ চূড়ান্ত করা হয়েছে। কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যুবসমাজের অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। রোডম্যাপ অনুযায়ী কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. ওপেন মার্কেট সেল (OMS) নীতিমালা ২০২৪ প্রণয়ন

তারিখ: ০৭ অক্টোবর ২০২৪

এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো ওএমএস ডিলার নিয়োগে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, প্রয়োজন অনুযায়ী ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ করা এবং ওএমএস কার্যক্রমে সকল ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধ করা।

২. খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি নীতিমালা ২০২৪ প্রণয়ন

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

এই নীতিমালার উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা।

৩. সরকারি খাদ্য গুদাম (LSD/CSD) ও পরিবহনে খাদ্য ঘাটতি হ্রাস

ধরন: কর্মপরিকল্পনা

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

বাংলাদেশ সরকার খাদ্য ঘাটতি ও দুর্নীতি, LSD/CSD পদে অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি এবং সরকারি অর্থের অপব্যবহার প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং নতুন বিধিমালা প্রণয়ন

ধরন: আইন সংশোধন

এই আইন সংশোধন ও নতুন বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে খাদ্য বাণিজ্য সহজ হবে, রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যান্য সংস্কার

১. 'Farmers App' হালনাগাদ

ধরন: তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের ভূমিকা কমানো এবং কৃষকদের সময় ও ব্যয় হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২. খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডাটাবেজ অনুযায়ী অ্যাপের মাধ্যমে বিতরণ

ধরণ: তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা (Information Management System)

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দ্বারা যাচাইকৃত অ্যাপভিত্তিক বিতরণের মাধ্যমে প্রকৃত ভোক্তা শনাক্তকরণ এবং ভোক্তা ডাটাবেজ প্রণয়নে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৩. সারাদেশে ওএমএস কর্মসূচিতে খোলা আটা বিতরণের পরিবর্তে প্যাকেট আটা বিতরণ

ধরণ: সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

ভোক্তাদের জন্য আটা'র সঠিক ওজন ও মান নিশ্চিত করা, অপচয় রোধ করা, পরিবহন সহজ করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ আটা বিতরণের ঝুঁকি দূর করা।

৪. খাদ্য মজুদ ও বাজার পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা

ধরণ: তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজতর করা এবং ই-সেবা ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সংস্কার (মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত)

১. ‘মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক’ নামে বিশেষায়িত ব্যাংক/এজেন্ট ব্যাংকিং চালু এবং দাদন প্রথা বাতিলের জন্য আইন প্রণয়ন

ধরণ: আইন প্রণয়ন (Legislation)
তারিখ: প্রক্রিয়াধীন
বর্তমানে জেলে, মাছচাষি, প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি খামারিদের পর্যাপ্ত মূলধন বা আর্থিক সক্ষমতা নেই এবং তারা সম্পূর্ণভাবে দাদন প্রথার ওপর নির্ভরশীল (৩০% সুদের হার)। দারিদ্র্য ও শোষণের এই দুষ্টচক্র ভাঙতে সরকারকে দাদন প্রথা বিলোপে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

সম্পন্ন সংস্কার (মৎস্য খাত)

১. ‘মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষা আইন, ১৯৫০’ সংশোধন

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫
‘মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষা (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫’ নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ‘মৎস্য সংরক্ষণ ও রক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫’-এর ০২, ০৩ ও ০৫ ধারা সংশোধন করা হয়েছে।

২. মৎস্য কোয়ারেন্টাইন বিধিমালা, ২০২৪

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
মাছ, মাছজাত পণ্য এবং উপকারী অণুজীবের আন্তর্জাতিক পরিবহনের প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশে রোগজীবাণুর প্রবেশ ও বিস্তার রোধে মাছ ও মাছজাত পণ্যের কোয়ারেন্টাইন ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩. মাছ খাদ্য বিধিমালা, ২০২৪

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১১ ডিসেম্বর ২০২৪
মাছের খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, আমদানি-রপ্তানি, বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিবহন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪. মাছ ধরার নৌযান আমদানি বা স্থানীয় নির্মাণের জন্য কারিগরি নির্দেশিকা ও নমুনা নীতিমালা, ২০২৫
ধরণ: নির্দেশিকা
তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশে মাছ ধরার নৌযান আমদানি বা স্থানীয়ভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে নকশা মানসম্মত করতে এই নির্দেশিকা ব্যবহৃত হয়, যা নিরাপত্তা, সমুদ্রযাত্রার উপযোগিতা, নিয়ন্ত্রক মানদণ্ড অনুসরণ এবং পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে। এটি সরকারি অনুমোদন ও পরিদর্শনে সহায়তা করে, স্থানীয় নির্মাতা ও আমদানিকারকদের দিকনির্দেশনা দেয়, নাবিকদের নিরাপত্তা বাড়ায় এবং জাতীয় মাছ ধরার বহরের আধুনিকায়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখে।

৫. জাতিসংঘের পতাকাবাহী নরওয়েজিয়ান গবেষণা জাহাজ 'ড. ফ্রিডটজফ নানসেন' কর্তৃক বাংলাদেশ সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্য সম্পদ ও প্রতিবেশ জরিপ, ২০২৫
ধরণ: জরিপ ও গবেষণা প্রতিবেদন
তারিখ: ২১ আগস্ট – ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এই মূল্যবান জরিপ তথ্য বঙ্গোপসাগরে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেশভিত্তিক ব্যবস্থাপনার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রদান করে, যা নির্ভুল মজুদ মূল্যায়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, আবাসস্থল মানচিত্রায়ন এবং জলবায়ু প্রভাব বিশ্লেষণে সহায়ক। গবেষণার ফলাফল নীতি নির্ধারণ, মাছ ধরার প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক স্থান পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দিকনির্দেশনা দেবে।

৬. বাংলাদেশ সামুদ্রিক জলসীমায় ৫৮ দিনের মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা
ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২৫
সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায়, 'সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩' আরও সংশোধন করে ৬৫ দিনের (২০ মে থেকে ২৩ জুলাই) পরিবর্তে ৫৮ দিনের (১৫ এপ্রিল থেকে ১১ জুন) নতুন নিষেধাজ্ঞা সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছে, যা প্রতিবেশী দেশ ভারত ও মিয়ানমারের নিষেধাজ্ঞা সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৭. নির্দিষ্ট সময়ে হাওরে সকল ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ
ধরণ: সিদ্ধান্ত
তারিখ: প্রাক-প্রকাশ ২৫ মার্চ ২০২৫
আইন মন্ত্রণালয় প্রতি বছর ২৯ মে থেকে ২৮ জুন (১৫ জ্যৈষ্ঠ থেকে ১৪ আষাঢ়) পর্যন্ত হাওর এলাকায় সকল ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করতে একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি যাচাই-বাছাই করেছে।

৮. ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী জেলের সংখ্যা বৃদ্ধি

ধরণ: সিদ্ধান্ত

তারিখ: ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

বর্তমানে ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding) কর্মসূচির আওতায় নিবন্ধিত উপকারভোগী জেলের সংখ্যা ১৩,২৬,৪৮৬ জন। সামাজিক নিরাপত্তা নেট বিষয়ক উপদেষ্টা কমিটি ১,৭৩,৫১৪ জন নিবন্ধিত জেলে যুক্ত করে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্তর্ভুক্তির পর মোট উপকারভোগীর সংখ্যা হবে ১৫,০০,০০০ (পনেরো লক্ষ)। এই প্রথমবারের মতো সুন্দরবন ও হাওরের জেলেরা নিষেধাজ্ঞা সময়ে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে।

চলমান সংস্কার (মৎস্য খাত)

১. কৃষি খাতে বিদ্যমান স্বল্প/বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ ট্যারিফের অনুরূপভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিদ্যুৎ ট্যারিফ নীতি প্রণয়ন

ধরণ: নীতিমালা

বর্তমানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ব্যবসা (যেমন—মাছের খামার, হ্যাচারি, পোলট্রি ও গবাদিপশুর খামার) একটি বড় ধরনের বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে, কারণ এসব খাতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎকে বাণিজ্যিক হারে উচ্চ মূল্য পরিশোধ করতে হয়। অন্যদিকে, সাধারণ কৃষি ও সেচকার্যে ব্যবহৃত পাম্পগুলো সর্বনিম্ন ভর্তুকিপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। এই অযৌক্তিক ব্যয় কাঠামোর ফলে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে।

২. মাছ ও মাছজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজ পণ্যের আমদানি, উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে সনদ গ্রহণ

ধরণ: নীতি

বাণিজ্য সহজীকরণ এবং প্রক্রিয়া সরল করার লক্ষ্যে প্রতিটি পণ্যের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর অথবা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক একটি মাত্র সনদ প্রদানের বিধান বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়কে সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও সংশোধন করতে হবে, যেখানে বর্তমানে বিএসটিআই সনদ গ্রহণের বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. ‘বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২’-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে সংশোধন

ধরণ: আইন

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে। কার্যবণ্টন অনুযায়ী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমুদ্র ও অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্যসম্পদের কার্যক্রম ও উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪. জাতীয় মৎস্য নীতি, ২০২৫
ধরণ: নীতি
মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ হালনাগাদ করে জাতীয় মৎস্য নীতি ২০২৫ প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৫. নদীতীরবর্তী শিল্পে রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ (খসড়া)
ধরণ: খসড়া অধ্যাদেশ
ঢাকার নিকটবর্তী শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, মেঘনা এবং হবিগঞ্জ জেলার সুতাং নদীর তীরবর্তী শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে যথাযথভাবে ইটিপি (Effluent Treatment Plant) ব্যবহার না করার কারণে রাসায়নিক ও অন্যান্য বর্জ্য নদীতে নিঃসৃত হচ্ছে। এর ফলে নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে উঠছে, যা মানুষসহ অন্যান্য জীবের জন্য মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি করছে। তাই নদীতীরবর্তী শিল্পে রাসায়নিক ও অন্যান্য শিল্পবর্জ্য নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি সমন্বিত পরিকল্পনা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন।

৬. হাওর অঞ্চলে কৃষিতে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ
ধরণ: সিদ্ধান্ত
হাওর অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত ও অনিয়ন্ত্রিত কীটনাশক ব্যবহারের ফলে বর্ষা মৌসুমে পানিতে বিষাক্ত অবশিষ্টাংশ ছড়িয়ে পড়ছে, যা মাছ ও জলজ প্রাণীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মেয়াদোত্তীর্ণ, ভেজাল বা নিষিদ্ধ কীটনাশক ব্যবহার এবং কৃষকদের মধ্যে রাসায়নিক ব্যবহারে সচেতনতার অভাব এ সমস্যাকে আরও তীব্র করেছে। এ কারণে হাওর অঞ্চলের কৃষি খাতে কীটনাশক ব্যবহারের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনাসহ একটি সার্বিক কৌশল জরুরি।

৭. সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা, ২০২৩ সংশোধন
ধরণ: বিধিমালা
সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ সংশোধনের প্রস্তাব গেজেট প্রকাশের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এতে OECM (জলজ অন্যান্য কার্যকর এলাকা-ভিত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা), সাপোর্ট ভেসেল, লং লাইনার ভেসেল, পার্স সেইনার ভেসেল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সংজ্ঞা সংযোজন ও সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ (প্রাণিসম্পদ খাত)

১. জাতীয় পোলট্রি উন্নয়ন নীতি, ২০২৬

ধরণ: নীতি

তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০২৬

বাংলাদেশে পোলট্রি খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভা জাতীয় পোলট্রি উন্নয়ন নীতি ২০২৬ অনুমোদন করেছে।

২. ইন-সার্ভিস মেকআপ কোর্স

ধরণ: একাডেমিক সংস্কার

তারিখ: ৫ নভেম্বর ২০২৫

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বিসিএস (প্রাণিসম্পদ) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ইন-সার্ভিস মেকআপ কোর্স চালুর আদেশ জারি করেছে। এ কোর্সটি প্রাণিপালন বিষয়ে স্নাতক (B.Sc.A.H.) এবং ডক্টর অব ভেটেরিনারি মেডিসিন (DVM) ডিগ্রিধারী কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য, যার উদ্দেশ্য কৃষকের দোরগোড়ায় প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা জোরদার করা।

৩. বাংলাদেশে প্রচলিত স্ট্রেইন থেকে লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিন সিড উদ্ভাবন

ধরণ: গবেষণা উদ্ভাবন

তারিখ: ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) একটি অত্যন্ত সংক্রামক ভাইরাসজনিত রোগ, যা ২০১৯ সাল থেকে বাংলাদেশে গবাদিপশুকে আক্রান্ত করছে এবং উচ্চ অসুস্থতা, দুধ ও মাংস উৎপাদন হ্রাস এবং কৃষকদের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হচ্ছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI) বাংলাদেশে প্রচলিত স্ট্রেইন থেকে LSD ভ্যাকসিন সিড উদ্ভাবন করেছে এবং প্রযুক্তিটি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের (DLS) কাছে হস্তান্তর করেছে। DLS ইতোমধ্যে মাঠপর্যায়ে সফলভাবে টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন শুরু করেছে।

৪. প্রান্তিক পর্যায়ের মাছের খামার ও হ্যাচারি এবং প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি খামারকে বিদ্যুৎ রিবেট সুবিধার আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ

ধরণ: নীতি

তারিখ: ২২ জানুয়ারি ২০২৬

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্যোক্তা ও কৃষকদের উৎসাহিত করতে সরকার মাছের খাদ্য উৎপাদন, পোলট্রি শিল্প, প্রাণিসম্পদ ও পোলট্রি খাদ্য প্রস্তুতকারী শিল্প, দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ (দুধ পাস্তুরাইজেশন, গুঁড়ো দুধ, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, মিষ্টান্ন, চিজ, ঘি, মাখন, চকলেট, দই ইত্যাদি) খাতে ভর্তুকি প্রদানের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ বিলের ওপর ২০% রিবেট প্রদান করা হবে।

চলমান সংস্কারসমূহ (প্রাণিসম্পদ খাত)

১. বাংলাদেশে জাতীয় ক্ষুরা রোগ (FMD) নিয়ন্ত্রণ কৌশল, ২০২৫–২০৩৫ (খসড়া)

ধরণ: রোগ নিয়ন্ত্রণ কৌশল

এই কৌশলের উদ্দেশ্য হলো সহায়ক নীতিমালা ও যোগাযোগ পরিবেশ তৈরি করা, প্রাণিস্বাস্থ্য সেবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং রোগ পর্যবেক্ষণ ও গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। পাশাপাশি গবেষণা সহায়তা ও পরীক্ষাগার নেটওয়ার্ক উন্নয়নও এর অন্তর্ভুক্ত।

২. ভেটেরিনারি ড্রাগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)

ধরণ: খসড়া অধ্যাদেশ

ভেটেরিনারি ড্রাগ অধ্যাদেশ ২০২৫-এর উদ্দেশ্য হলো ভেটেরিনারি ঔষধের উৎপাদন, সংরক্ষণ, পরিবহন, বিতরণ, বিক্রয়, আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে গুণগত মান, কার্যকারিতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। একই সঙ্গে এটি জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণ, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়ালের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং জনস্বাস্থ্য ও প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রণীত।

৩. বাংলাদেশে পেস্ট ডে পেটিটস রুমিন্যান্টস (পিপিআর) নির্মূলের জন্য জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২৪–২০২৮)

ধরন: পিপিআর নির্মূল কৌশল

এই কৌশলপত্রটি বাংলাদেশে জাতীয় পিপিআর নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল কর্মসূচির ধাপে ধাপে বাস্তবায়নযোগ্য একটি পদ্ধতিগত রূপরেখা, যা পিপিআর বৈশ্বিক নির্মূল কর্মসূচির আলোকে প্রণীত।

৪. বাংলাদেশ প্রাণী ও প্রাণিজ পণ্য কোয়ারেন্টাইন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরন: অধ্যাদেশ

বাংলাদেশ প্রাণী ও প্রাণিজ পণ্য কোয়ারেন্টাইন আইন, ২০০৫-এর বিধানসমূহ আধুনিকীকরণ এবং উদীয়মান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে এই সংশোধনী অধ্যাদেশটি খসড়া করা হয়েছে।

৫. প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি ২০২৬ (খসড়া)

ধরন: নীতি

জাতীয় প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি ২০২৬ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য, শিল্প ও কর্মসংস্থান খাত বর্তমানে ‘ক্রোনি ক্যাপিটালিজম’ বা স্বজনপ্রীতি নির্ভর পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এক কঠোর শুদ্ধি অভিযানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা জুলাই অভ্যুত্থানের অদম্য চেতনায় অনুপ্রাণিত। শোষণমূলক অলিগার্কি বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্য ভেঙে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় **বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ২০২৫** বাস্তবায়ন করেছে। এর মাধ্যমে এফবিসিসিআই (FBCCI)-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় ঋণখেলাপি প্রভাবমুক্ত করে ব্যবসায়িক নেতৃত্বকে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নিশ্চিত করা হচ্ছে। অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ার এই সময়ে এসব সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে চলতি ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতি অবশেষে ৯%-এর নিচে নেমে এসেছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ঐতিহাসিক **শ্রম (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৫** গেজেটভুক্ত করেছে, যেখানে ১২০ দিনের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে—সামাজিক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামরত ছাত্র-জনতার প্রতি শ্রদ্ধা হিসেবে। একইসঙ্গে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ‘অভিবাসন মাফিয়া’ চক্র ভেঙে দিচ্ছে, যাতে আমাদের ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের’ সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

স্বৈরাচারী শোষণের পরিবর্তে স্বচ্ছ এবং আইএলও (ILO) মানসম্মত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসব সংস্কার নিশ্চিত করবে যে বাংলাদেশের শিল্প ভবিষ্যৎ পুনরায় জনগণের জন্য পুনর্দখল করা হবে।

খাত–৮
বাণিজ্য, শিল্প ও কর্মসংস্থান

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস, ২০২৫

ধরন: বিধিমালা

তারিখ: ২০ মে ২০২৫

বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ট্রেড অর্গানাইজেশন রুলস, ২০২৫ প্রণয়ন করেছে, যা স্বচ্ছতা ও আর্থিক শুদ্ধতা নিশ্চিত করে। এই বিধিমালায় নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য সরাসরি নির্বাচন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং ঋণখেলাপি ও কর ফাঁকিদাতাদের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে নৈতিক শাসন নিশ্চিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের মধ্যে রয়েছে নির্বাহী মেয়াদ ও মেয়াদসীমা নির্ধারণ, সদস্যপদ নবায়ন, নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন দাখিল এবং অনিয়মকারী সংস্থার বিলুপ্তি। গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব ও জবাবদিহিতা প্রাতিষ্ঠানিক করার মাধ্যমে এই কাঠামো অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এসব উদ্যোগ ব্যবসায়িক শুদ্ধতা ও অংশগ্রহণমূলক বাণিজ্য শাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করে, যা বাংলাদেশে একটি শৃঙ্খলিত, স্বচ্ছ ও টেকসই বাণিজ্য পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

২. মূল্য সংযোজিত পাটজাত পণ্যের রপ্তানি উৎসাহিতকরণ:
রপ্তানি নীতি ২০২৪–২৭ এর অ্যাপেন্ডিক্স-২ এ শর্তসাপেক্ষ রপ্তানি পণ্যের তালিকায় 'কাঁচা পাট' অন্তর্ভুক্তি

ধরন: স্থানীয় শিল্প শক্তিশালীকরণে সংস্কার

তারিখ: ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

রপ্তানি নীতি ২০২৪–২৭ এর অনুচ্ছেদ ৫.৪ (খ) এর ক্ষমতাবলে, নীতির অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে অ্যাপেন্ডিক্স-২ এর আইটেম নম্বর ১৯-এ 'কাঁচা পাট' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো দেশীয় পাটকলগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩. টিসিবির পণ্যের তালিকায় পাঁচটি নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তি

ধরন: জনসেবা

তারিখ: নভেম্বর ২০২৫

টিসিবি সাধারণত ভোজ্যতেল, ডাল ও চিনি বিক্রি করে। এছাড়া রমজান মাসে ছোলা ও খেজুর বিক্রি করা হয়। নভেম্বর ২০২৫ থেকে টিসিবির পণ্যের তালিকায় নতুনভাবে ৫টি পণ্য—চা, লবণ, দুই ধরনের সাবান ও ডিটারজেন্ট—অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ সংশোধন)

ধরন: আইন সংশোধন

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বৈশ্বিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পর্যালোচনা করেছে। এর ফলস্বরূপ, পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ, ডিজিটাল বাজারের গতিশীলতা এবং উদ্‌ভূত প্রতিযোগিতাগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি সংশোধনী খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। অংশীজনদের সঙ্গে পরামর্শ শেষে খসড়াটি চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই উদ্যোগ স্বচ্ছতা ও প্রয়োগযোগ্যতা জোরদার করবে, ন্যায্য প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করবে, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষা করবে এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে জাতীয় মানদণ্ড সামঞ্জস্য করবে।

২. আমদানি নীতি আদেশ ২০২৪–২০২৭

ধরন: নীতি আদেশ

তারিখ: চলমান

আমদানি নীতি আদেশ ২০২৪–২০২৭ আমদানি প্রক্রিয়া ও পেমেন্ট ব্যবস্থাকে সহজতর করেছে, যাতে বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা কমে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (TFA) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই আদেশ স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করে। অশুল্ক বাধা অপসারণের মাধ্যমে এই নীতি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিল্প প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। এসব সংস্কারের লক্ষ্য অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশকে একটি আঞ্চলিক বাণিজ্য ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

৩. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংশোধন

ধরন: আইন সংশোধন

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ সংশোধনের প্রস্তাবিত উদ্যোগ ই-কমার্স, ডিজিটাল পেমেন্ট ও বৈশ্বিক বাণিজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে আইনগত কাঠামোকে আধুনিকায়ন করবে। এই সংস্কারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত করে এখতিয়ার সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং প্রতারণা, ভেজাল ও মিথ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে, যাতে দ্রুত বিচার সম্ভব হয়। আইনি প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও ভোক্তা ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এই সংশোধনী ন্যায়বিচারে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে। এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও ন্যায্য প্রতিযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিক হবে এবং আধুনিক বাজার অপরাধের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা জোরদার হবে।

অন্যান্য সংস্কার

১. ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট (DPP) সিস্টেম বাস্তবায়ন

ধরন: বাণিজ্য সহজীকরণ

তারিখ: চলমান

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) তৈরি পোশাক (RMG) ও অন্যান্য রপ্তানি খাতে ডিজিটাল প্রোডাক্ট পাসপোর্ট (DPP) সিস্টেম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। এই উদ্যোগ ট্রেসেবিলিটি, স্বচ্ছতা ও টেকসই মানদণ্ড নিশ্চিত করবে এবং বাংলাদেশের রপ্তানি শিল্পকে উদীয়মান বৈশ্বিক বাণিজ্য ও পরিবেশগত মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য করবে।

শিল্প মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা, ২০২৪

ধরন: বিধিমালা

তারিখ: ২২ অক্টোবর ২০২৪

আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (আইন নং ০৮ অব ২০২১) এর ৪৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার এই বিধিমালা প্রণয়ন করেছে, যা 'আয়োডিনযুক্ত লবণ বিধিমালা, ২০২৪' নামে অভিহিত হবে।

২. বয়লার বিধিমালা, ২০২৫

ধরন: বিধিমালা

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৫

শিল্পকারখানায় বয়লার দুর্ঘটনার ঝুঁকি হ্রাস, বয়লার ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, মানসম্মত বয়লার উৎপাদন, আমদানি ও রপ্তানিতে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পকারখানায় আরও নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. ট্রেডমার্ক (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরন: অধ্যাদেশ

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

পণ্য ও সেবার জন্য ট্রেডমার্ক নিবন্ধনের সুরক্ষার পরিধি আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ এবং আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্য আনয়নের লক্ষ্যে ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ এর আইন নং ১৯) এবং সংশোধিত ২০১৫ আরও সংশোধনের জন্য এই অধ্যাদেশ প্রস্তাব করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ (সংশোধন) আইন, ২০২৫

ধরন: আইন

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ এর আইন নং ২৫) আরও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনটি 'বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ (সংশোধন) আইন, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে।

৩. এসএমই নীতি, ২০২৫
ধরন: নীতি
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
দক্ষতা উন্নয়ন, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, সহজ অর্থায়ন, বাজার সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এসএমই খাতকে একটি শক্তিশালী ও টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

৪. বৈদ্যুতিক যানবাহন শিল্প উন্নয়ন নীতি, ২০২৫
ধরন: নীতি
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের উচ্চমূল্যের বিকল্প হিসেবে পরিবেশবান্ধব বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা হ্রাস করা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন

এই গুরুত্বপূর্ণ আইনগত সংস্কারের লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-এর সুপারিশ এবং অংশীজনদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা, যা ত্রিপক্ষীয় আইন পর্যালোচনা কমিটি (TLRC) এবং জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (NTCC)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে। প্রধান সংশোধনীগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের জন্য মোট শ্রমিকের ২০% এর পরিবর্তে মাত্র **২০ জন শ্রমিকের** প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে সংগঠিত হওয়ার অধিকার সহজ করা।
- মজুরি বৃদ্ধির সময়সীমা প্রতি পাঁচ বছর থেকে কমিয়ে **প্রতি তিন বছর** করা।
- **১০০ জন স্থায়ী শ্রমিক** রয়েছে এমন মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে **প্রভিডেন্ট ফান্ড** গঠন করতে হবে।
- শিশু শ্রমের জন্য জরিমানা **৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা** করা।
- শ্রমিকদের **ব্ল্যাকলিস্ট** করা নিষিদ্ধ করা।
- শ্রমিক যদি নিয়োগকর্তাকে গুরুতর বিপদের কথা জানান, তাহলে তাকে **বিপজ্জনক কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না**—এই বিধান নিশ্চিত করা।

২. জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ সংস্কার

ধরণ: পরামর্শমূলক সংস্থার সংস্কার

তারিখ: ডিসেম্বর ২০২৪

ডিসেম্বর ২০২৪-এ সরকার ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (TCC) পুনর্গঠন করে যাতে এটি আরও কার্যকর হয় এবং শ্রমিক ও মালিক পক্ষের উন্নত প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। সংস্কারকৃত TCC ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত **১০ বার বৈঠক করেছে**। শ্রমিক সংগঠনগুলো এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছে, কারণ এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং সার্চ কমিটির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে।

৩. নতুন ILO কনভেনশন অনুমোদন

ধরণ: আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুমোদন

তারিখ: নভেম্বর ২০২৫

অন্তর্বর্তী সরকার নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে নিম্নোক্ত কনভেনশনসমূহ অনুমোদন করতে যাচ্ছে—

- কনভেনশন ১৫৫ (Occupational Safety and Health)
- কনভেনশন ১৮৭ (Promotional Framework for Occupational Safety and Health)

- কনভেনশন ১৯০ (Violence and Harassment at Work)

এর লক্ষ্য হলো কর্মক্ষেত্রে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং সামগ্রিকভাবে কর্মপরিবেশে নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা। এই অনুমোদনের মাধ্যমে দেশীয় বিধিমালা আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. জাতীয় মজুরি নীতি প্রণয়ন

প্রমাণভিত্তিক জাতীয় মজুরি নীতি প্রণয়নের জন্য ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ আলোচনা চলমান রয়েছে। ILO এ ক্ষেত্রে সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২. শ্রম আদালত সম্প্রসারণ এবং উপযুক্ত স্থানে সার্কিট কোর্ট স্থাপন

শ্রম সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত, সহজলভ্য এবং কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত স্থানে সার্কিট কোর্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে **ময়মনসিংহ বিভাগে একটি নতুন শ্রম আদালত স্থাপন করা হয়েছে।**

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রম অধিকার সংস্কার কমিশন

অন্তর্বর্তী সরকার শ্রম খাত সংস্কার ও শ্রম অধিকার উন্নয়নের লক্ষ্যে **১৮ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে এই কমিশন গঠন করে। কমিশন **২১ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে প্রতিবেদন জমা দেয় এবং তার সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য **৪ মে ২০২৫** তারিখে একটি পরবর্তী কমিটি গঠন করা হয়।

২. কর্মসংস্থান দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প (Employment Injury Scheme - EIS) পাইলট

ধরণ: সামাজিক বীমা পাইলট প্রকল্প
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫
কর্মসংস্থান দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প (EIS) পাইলট রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক (RMG) খাতের **৪ মিলিয়ন শ্রমিককে** দীর্ঘমেয়াদী পর্যায়ক্রমিক ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করে।
এই প্রকল্পটি **৮৫টি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের অর্থায়নে** পরিচালিত হচ্ছে। এটি কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে **আজীবন মাসিক পেনশন** প্রদান করে। প্রকল্পটি সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং উন্নয়ন অংশীদারদের (ইইউ, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও কানাডা) যৌথ সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে এবং ILO ও GIZ কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

প্রকল্পটি রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল (EPZ)-এ কার্যকর রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ এটি চামড়া ও পাদুকা খাতেও সম্প্রসারিত হয়েছে। মে ২০২৫ থেকে ত্রিপক্ষীয় আলোচনা শুরু হয়েছে স্থায়ী জাতীয় প্রকল্প নকশা করার জন্য। একটি জাতীয় কাঠামো এবং খসড়া আইন **২০২৫-এর শেষ বা ২০২৬-এর শুরুতে** প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং **জুন ২০২৭-এর মধ্যে পূর্ণ বাস্তবায়ন** লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. শ্রম তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ধরণ: তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
তারিখ: এপ্রিল ২০২৫
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের (MoLE) অধীনে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর মে ২০২২ থেকে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত শ্রম তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেম (LIMS) বাস্তবায়ন করেছে। এটি একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম যা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রম তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য তৈরি।
জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) বা জন্ম নিবন্ধন যাচাইকরণের মাধ্যমে শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনে সহায়তা করে এবং আইনগত সম্মতি ও সামাজিক সুরক্ষা যোগ্যতা পর্যবেক্ষণ করে।
মূল কার্যক্রমসমূহ—

- প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য ডিজিটাল সার্ভিস বুক সংরক্ষণ
- অপ্রাতিষ্ঠানিক বা বেকার ব্যক্তিদের প্রোফাইল তৈরি
- DIFE-এর অনুমোদন ও যাচাই শেষে শ্রমিককে অনলাইনে সহজ প্রক্রিয়ায় একটি **শ্রম শনাক্তকরণ নম্বর (LIN)** প্রদান

বর্তমানে LIMS-এ **৭০৯,৭৬১ জন শ্রমিক** এবং **৫,০০৭টি প্রতিষ্ঠান** সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে।
দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শেষে মন্ত্রণালয় এটিকে উন্নীত করে **Integrated Labour Information Management System (ILIMS)** এ রূপান্তরের পরিকল্পনা করছে। এর মাধ্যমে একটি একীভূত জাতীয় শ্রম ডাটাবেজ গঠিত হবে, যা স্বচ্ছতা, শোভন কর্মসংস্থান এবং প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নে সহায়ক হবে।

৪. বেকার শ্রমিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাংলাদেশ

ধরণ: সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি
তারিখ: ২০২৭ সালের মধ্যে প্রত্যাশিত
বেকার শ্রমিক সুরক্ষা কর্মসূচি (UWPP) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অক্টোবর ২০২০-এ শুরু করে। এটি রপ্তানিমুখী খাতে কর্মচ্যুত শ্রমিকদের স্বল্পমেয়াদী আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। অন্তর্ভুক্ত খাতসমূহ হলো— পোশাক, চামড়া, পাট, হিমায়িত খাদ্য এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প।
প্রথমদিকে মাসিক ভাতা ছিল **৩,০০০ টাকা**, যা জুন ২০২৫-এ বাড়িয়ে **৫,০০০ টাকা** করা হয়েছে, সর্বোচ্চ তিন মাস পর্যন্ত।
অর্থায়নের মধ্যে রয়েছে—

- ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) ও জার্মানির **€113 মিলিয়ন** প্রতিশ্রুতি
- জুলাই ২০২৫-এ EU কর্তৃক অতিরিক্ত **€23.5 মিলিয়ন** প্রদান
- ২০১৯ সাল থেকে মোট **€285 মিলিয়ন** বিনিয়োগ

জুন ২০২৫-এ নীতিমালা সহজীকরণ করা হলেও ছাঁটাই রিপোর্টিং এবং সচেতনতার অভাবসহ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয় মন্ত্রিপরিষদের সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগের সাথে যৌথভাবে UWPP-কে একটি পূর্ণাঙ্গ **জাতীয় বেকারত্ব বীমা স্কিমে** রূপান্তরের রোডম্যাপ তৈরি করছে। এই রূপান্তরের লক্ষ্য হলো ডিজিটাল নিবন্ধন অন্তর্ভুক্ত করা এবং অনানুষ্ঠানিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমশক্তির আওতা সম্প্রসারণ করা।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

চলমান সংস্কারসমূহ

১. কাঁচামালের ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিলারশিপ নিয়োগ প্রস্তাব

ধরণ: বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আওতাধীন নীতিগত সংস্কার প্রস্তাব

তারিখ: প্রাথমিক কর্মশালা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫; খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে জমা ২ জুন ২০২৫

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড শুল্কমুক্ত সুতা, রং এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রাথমিক তাঁতিদের মধ্যে বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি নীতি সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই প্রস্তাবে ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিলারশিপ নিয়োগ এবং নির্বাচিত আমদানিকারকদের মাধ্যমে একটি সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে এসব উপকরণ তাঁতিদের জন্য সহজলভ্য হয়। প্রাথমিক কর্মশালা ও খসড়া প্রস্তাব তৈরির পর, জুলাই ও সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, BTMA এবং তাঁত খাতের প্রতিনিধিদের সাথে একাধিক অংশীজন সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভায় বিদ্যমান এবং বিকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি মূল্যায়ন করা হয়েছে।

অন্যান্য সংস্কার

১. বস্ত্র অধিদপ্তরের সময়বদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনা/কার্যক্রম

ধরণ: প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে বস্ত্র অধিদপ্তরের স্পনসরিং অথরিটি–সংক্রান্ত সকল আবেদন সম্পূর্ণভাবে myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ

তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪

বস্ত্র আইন, ২০১৮ এর ধারা ২(৬) অনুযায়ী বস্ত্র শিল্পের জন্য স্পনসরিং অথরিটির দায়িত্ব বস্ত্র অধিদপ্তর পালন করে। বস্ত্র শিল্প (নিবন্ধন ও ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টার) বিধিমালা, ২০২১ অনুসারে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্র খাতের উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সেবা প্রদান করে।

বর্তমানে কিছু সেবা সরাসরি myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হয়, আর কিছু সেবার আবেদন বস্ত্র অধিদপ্তরের ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে গ্রহণ করে D-nothi-এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ শেষে পুনরায় ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে বস্ত্র শিল্প ও বায়িং হাউজ–সংক্রান্ত সকল নিবন্ধন সেবার জন্য myGov প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও স্পনসরিং অথরিটি–সংক্রান্ত সকল সেবা myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সকল আবেদন myGov-এর মাধ্যমে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে

এবং সেবার ফলাফলও myGov-এর মাধ্যমেই প্রদান করা হবে। এটি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকবান্ধব সংস্কার হিসেবে বিবেচিত হবে।

২. বিজেএমসি ও মিলসমূহের জন্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার

ধরণ: সংস্কার পরিকল্পনা

তারিখ: ১১ অক্টোবর ২০২৪

এই সংস্কার পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি) ও এর অধীনস্থ মিলসমূহের সকল ধরনের সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভূমি, স্থাপনা, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ইজারা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং একটি ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারটি বর্তমানে কার্যকরভাবে চালু রয়েছে।

৩. রেশম চাষিদের উৎপাদিত কোকুনের মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হ্রাস

ধরণ: পরিশোধ ব্যবস্থায় বিলম্ব হ্রাস

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

বার্ষিক চারবার উৎপাদিত কোকুন বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ক্রয় করা হয়। পূর্বে ১২টি কেন্দ্র থেকে প্রধান কার্যালয়ে ম্যানুয়াল প্রতিবেদন প্রেরণের কারণে মূল্য পরিশোধে এক মাসেরও বেশি সময় লাগত। স্বল্পমেয়াদি সংস্কারের আওতায় ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে পরিমাণ ও বিক্রেতা যাচাই ডিজিটাল করার জন্য একটি সফটওয়্যার ও মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন উন্নয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদন ও বিপণন বিভাগ এবং অর্থ বিভাগে সমন্বয় সহজতর হয় এবং মহাপরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে অর্থ বিতরণ সম্ভব হয়। ফলে চাষিদের পাওনা পরিশোধের সময় এক মাস থেকে কমে ১০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হচ্ছে। বর্তমানে প্রশাসনিক দক্ষতা নিশ্চিত করতে কোকুন ক্রয় মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেই সম্পাদিত হচ্ছে।

৪. রোগমুক্ত ডিম বিতরণ এবং পালনকালীন সময়ে রেশম চাষিদের কারিগরি সহায়তা প্রদান

ধরণ: সেবা সরলীকরণ ও কারিগরি সহায়তা

তারিখ: ০১ অক্টোবর ২০২৪

বিদ্যমান ব্যবস্থায় বছরে চারবার ৫৯টি সম্প্রসারণ কেন্দ্রের মাধ্যমে রোগমুক্ত ডিম বিতরণ করা হয়। পরিবহনকালে তাপমাত্রাজনিত কারণে গুণগত মানের অবনতি রোধে দূরত্ব কমানোর লক্ষ্যে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে ক্লাস্টারভিত্তিক বিতরণ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অক্টোবর ২০২৪ মাসে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা হয়েছে, যারা একটি নির্ধারিত মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে। এ দলটি তাৎক্ষণিক পরামর্শ

দেয় এবং জরুরি প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ে কারিগরি কর্মকর্তাদের পাঠায়। এসব সংস্কারের ফলে ডিমের কার্যকারিতা বজায় থাকে এবং অব্যাহত কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত হয়। আগ্রহায়ণী বান্ধ (অক্টোবর ২০২৪) থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়ে সারা বছর ধরে রেশম উৎপাদন সর্বোত্তম করার লক্ষ্যে চালু রয়েছে।

৫. কার্যক্রম পরিকল্পনা

ধরণ: অনলাইন লাইসেন্সিং

তারিখ: ০১ জুলাই ২০২৫

পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায় থেকে পাট ও পাটজাত পণ্য ব্যবসায়ীদের জন্য শতভাগ অনলাইন লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে ৩টি শ্রেণির লাইসেন্স (পাটজাত পণ্য উৎপাদক, পাটজাত পণ্য রপ্তানিকারক এবং কাঁচা পাট রপ্তানিকারক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয় থেকে অনলাইনে প্রদান ও নবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও ২০২৬–২৭ অর্থবছর থেকে পাট অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহ থেকেও myGov প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইনে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন কার্যক্রম চালু করা হবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. কল্যাণ, সুরক্ষা ও পুনঃএকত্রীকরণ

৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে গেজেটভুক্ত পুনঃএকত্রীকরণ নীতি ২০২৫ প্রত্যাবর্তনকারী প্রবাসীদের পুনঃএকত্রীকরণের জন্য একটি জাতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশ্বব্যাংকের RAISE প্রকল্পের আওতায় ২,২২,১১৪ জন প্রত্যাবর্তনকারীর একটি যাচাইকৃত ডাটাবেস তৈরি করা হয়েছে, যা আর্থিক সহায়তা, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং মনোসামাজিক কাউন্সেলিংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড (WEWB) বিধি ৭ (২০২৩) সংশোধনের মাধ্যমে সংকটকালীন সহায়তা সম্প্রসারণ করেছে এবং পাঁচটি জেলায় নতুন কল্যাণ কেন্দ্র চালু, সংস্কারকৃত প্রবাসী লাউঞ্জ, অ্যাম্বুলেন্স ফি মওকুফ এবং ছয়টি গন্তব্য দেশে আইনি সহায়তা প্রদান শুরু করেছে।

২. আইনগত ও বিধিগত সংস্কার

শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করতে একাধিক আইন আধুনিকায়ন করা হয়েছে:

- বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী অধ্যাদেশ (২০২৪) – মোবাইল কোর্টের এখতিয়ার সম্প্রসারণ
- সাব-এজেন্ট বিধিমালা (২০২৫) – অনানুষ্ঠানিক এজেন্টদের লাইসেন্সিংয়ের আওতায় আনা
- রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিন্যাস (২০২০) – গ্রেডিং ও কর্মদক্ষতার মান সহজীকরণ
- ব্যবস্থাপনা বিধিমালা (২০১৭) – কর্মী প্রেরণে সময় হ্রাস
- WEWB বিধিমালা (২০২৩) – জরুরি সহায়তার পরিসর বৃদ্ধি

৩. প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণ নীতি ২০২৫ প্রণয়ন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ প্রণীত এ নীতির লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জেলা পর্যায়ের কল্যাণ কেন্দ্র এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে প্রত্যাবর্তনকারী অভিবাসীদের টেকসই পুনঃএকত্রীকরণ নিশ্চিত করা।

৪. কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য টাস্কফোর্স গঠন

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন সংস্কার সংক্রান্ত ছয়টি কমিশন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় একটি বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করেছে। এ টাস্কফোর্সকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM) কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছে।

টাস্কফোর্সটি পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক কর্মদলে বিভক্ত, প্রতিটি দল খ্যাতনামা অভিবাসন বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে পরিচালিত। তারা কমিশনসমূহের সকল সুপারিশ বিশ্লেষণ করে বর্তমান মেয়াদের মধ্যেই কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন রোডম্যাপ প্রণয়ন করেছে।
পাঁচটি বিষয়ভিত্তিক কর্মদল হলো:
১. প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও শাসনব্যবস্থা
২. অভিবাসন প্রক্রিয়া ও ব্যয় দক্ষতা
৩. বৈশ্বিক বাজার সম্প্রসারণ ও সুযোগ
৪. দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থায়ন
৫. অধিকার, সুরক্ষা ও নৈতিক অভিবাসন
এই উদ্যোগ কমিশন প্রতিবেদনভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ নীতি সংস্কারসমূহের সমন্বিত ও বিশেষজ্ঞনির্ভর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। এর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, বৈশ্বিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার ও সুরক্ষা আরও সুদৃঢ় হয়।

৫. প্রবাসী সহায়তা ডেস্ক ও হেল্পডেস্ক স্থাপন

স্থানীয় পর্যায়ে অভিবাসন শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে জেলা অভিবাসন সমন্বয় কমিটি মডেল অনুসরণ করে উপজেলা পর্যায়ে প্রবাসী সহায়তা ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
এছাড়াও, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর অধীনে সকল জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি কার্যালয় (DEMO)-তে হেল্পডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে, যেখানে কর্মী নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি এবং নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে।
এই উদ্যোগগুলোর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে অভিবাসন-সংক্রান্ত সেবা ও তথ্যপ্রাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

৬. কর্মী সুরক্ষার জন্য বিদেশে আইনজীবী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ

অভিবাসী কর্মীদের আইনগত অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড (WEWB) ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে সৌদি আরব (রিয়াদ ও জেদ্দা), সংযুক্ত আরব আমিরাত (আবুধাবি ও দুবাই), ওমান, কুয়েত, কাতার এবং মালয়েশিয়ায় স্বনামধন্য আইনজীবী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করেছে।
বিদেশে হয়রানি, চুক্তি সংক্রান্ত বিরোধ বা বকেয়া মজুরির সমস্যায় পড়া অভিবাসী কর্মীরা এখন সরাসরি আইনগত সহায়তা পাচ্ছেন, যা তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

৭. বিদেশে কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রেক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিন্যাস) বিধিমালা, ২০২০-এর সংশোধন

ধরণ: বিধিমালা সংশোধন
তারিখ: ০৯ অক্টোবর ২০২৫
০৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে প্রণীত সংশোধনীর মাধ্যমে রেক্রুটিং এজেন্সিগুলোর গ্রেডিং ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে এবং তফসিল–১ ও ২ হালনাগাদ করা হয়েছে। এর ফলে রেক্রুটিং এজেন্টদের মধ্যে ন্যায্য ও কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং অভিবাসী কর্মীদের জন্য উন্নতমানের সেবা নিশ্চিত হচ্ছে।

৮. অভিবাসী কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবন বীমা প্রবর্তন

প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড (WEWB)-এর ব্যবস্থাপনায় বৈধভাবে প্রেরিত অভিবাসী কর্মীদের জন্য জীবন বীমা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কোনো অভিবাসী কর্মী প্রেরণের পাঁচ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবার ১০,০০,০০০ টাকা (১০ লক্ষ টাকা) পাওয়ার অধিকারী হবে।
এছাড়াও, পঙ্গুত্ব বা অঙ্গহানির ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে।

৯. নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য ২৪/৭ হেল্পলাইন

BMET এবং প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড (WEWB)-এর মাধ্যমে নারী অভিবাসী কর্মীদের সহায়তার জন্য ২৪ ঘণ্টা চালু হেল্পলাইন স্থাপন করা হয়েছে, যা দেশে এবং গন্তব্য দেশ উভয় স্থানেই কার্যকর। এই সেবা অভিবাসন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে নারীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা, দিকনির্দেশনা ও সুরক্ষা প্রদান করে।

(ক) প্রবাসী কল্যাণ বোর্ড (WEWB)-এর ব্যবস্থাপনায় অভিবাসী কর্মীদের সহায়তার জন্য একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরসমূহ হলো: ১৬১৩৫ (টোল-ফ্রি) এবং বিদেশ থেকে কলের জন্য +৮৮০৯৬১০১০২০৩০।
(খ) এই সেবার আওতায় WEWB পরিচালিত হেল্পলাইনের কার্যক্রম তদারকির জন্য BMET-এর একজন প্রতিনিধি নিয়োজিত আছেন।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. জাপানের স্পেসিফাইড স্কিল্ড ওয়ার্কার (SSW) স্কিমের আওতায় বৃহৎ পরিসরের প্রশিক্ষণ ও প্রেরণ প্রকল্প

জাপানের SSW কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশি কর্মীদের প্রস্তুতি জোরদার করতে ১.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের একটি বৃহৎ প্রকল্প অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD)-এ প্রস্তাব আকারে জমা দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পে ১ লক্ষ ৩২ হাজার সম্ভাব্য অভিবাসীর জন্য জাপানি ভাষার N4 স্তরের প্রশিক্ষণে ২২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অগ্রাধিকার খাতে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪০০ জন সম্ভাব্য অভিবাসীর পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ৯৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।
আগামী পাঁচ বছরে ১ লক্ষ দক্ষ বাংলাদেশি কর্মী জাপানে প্রেরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ থেকে কর্মসংস্থানে একটি কাঠামোবদ্ধ ধারাবাহিকতা গড়ে উঠবে, জাপানি নিয়োগকর্তাদের মানদণ্ড অনুযায়ী প্রশিক্ষণের গুণগত মান নিশ্চিত হবে এবং জাপানের শ্রমবাজারে বাংলাদেশকে একটি নির্ভরযোগ্য দক্ষ শ্রমিক উৎস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রক্রিয়াগত সংস্কার

১ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে চালু হওয়া ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম (OEP) BMET-এর সকল সেবা সম্পূর্ণ ডিজিটাল করেছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ৬৪টি DEMO, ১১০টি TTC, ২,২০০টি রিক্রুটিং এজেন্সি এবং বিদেশে ১৮৫টি মিশন সংযুক্ত হয়েছে।
কর্মী নিবন্ধন থেকে শুরু করে দেশত্যাগ ছাড়পত্র পর্যন্ত সব অনুমোদন এখন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে, যার ফলে বছরে প্রায় ১০০ কোটি টাকার অনানুষ্ঠানিক ব্যয় বন্ধ হয়েছে এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।
অভিবাসন সংস্কার সংক্রান্ত ছয়টি কমিশন প্রতিবেদন বাস্তবায়নের জন্য ILO ও IOM-এর সহায়তায় একটি জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় জেলা পর্যায়ে দেশত্যাগ ছাড়পত্র প্রদান বিকেন্দ্রীকরণ করেছে, জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাইকরণ সংযুক্ত করেছে, বিমানবন্দর প্রক্রিয়া সহজ করেছে এবং দেশব্যাপী অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল ও হেল্পডেস্ক স্থাপন করেছে—যার ফলে সেবাগুলো দ্রুত, দুর্নীতিমুক্ত ও স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য হয়েছে।

২. বাজার উন্নয়ন ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশের বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাজার উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ২০২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাপান সেল ৩০০-এর বেশি প্রশিক্ষণ ও রিক্রুটমেন্ট প্রতিষ্ঠানকে একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় এনেছে।
জাপানে কর্মী প্রেরণ ২০২৪ সালের ৪ হাজার থেকে মাত্র ছয় মাসে ৬ হাজারের বেশি হয়েছে। বড় জাপানি নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে নতুন সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে পাঁচ বছরে ১ লক্ষ কর্মী প্রেরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
সৌদি আরবে সম্প্রসারিত তাকামোল স্কিল ভেরিফিকেশন প্রোগ্রামের আওতায় ১ লক্ষের বেশি কর্মী সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং দেশজুড়ে ৩০টি অনুমোদিত কেন্দ্র রয়েছে।

মালয়েশিয়ায় নির্মাণ শ্রমিকদের সনদায়নের জন্য CIDB-এর সঙ্গে স্বীকৃতি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। NCLEX প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫০ জন নার্স বৈশ্বিক বাজারের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, যাদের একজন ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করেছেন।
জাপানি, জার্মান ও ইতালিয়ান ভাষা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত হয়েছে; এর আওতায় ২০২৭ সালের মধ্যে ইতালিতে ৪ হাজার কর্মী প্রেরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. দক্ষতা উন্নয়ন ও মানবসম্পদে বিনিয়োগ

৪০টি নতুন TTC নির্মাণ এবং বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর আধুনিকায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নতুন ড্রাইভিং ও লেফট-হ্যান্ড ড্রাইভ কোর্স, হাইব্রিড ভাষা প্রশিক্ষণ এবং ৫ হাজার SSC/HSC শিক্ষার্থীর জন্য যুব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি দেশীয় দক্ষতার ভিত্তি শক্তিশালী করেছে।
RAISE প্রকল্পের আওতায় ILO ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)-এর সহায়তায় পূর্ব অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতি (RPL) সম্প্রসারিত হয়েছে, যা অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের দক্ষতাকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিচ্ছে।
IOM-এর সহায়তায় হাউসকিপিং প্রশিক্ষণ পুনর্গঠন করে সংক্ষিপ্ত ও ব্যবহারিক করা হয়েছে, যা কর্মসংস্থানযোগ্যতা ও আয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করেছে।

৪. তথ্য ও বিশ্লেষণভিত্তিক শাসনব্যবস্থা

ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট প্ল্যাটফর্ম (OEP)-এর অ্যানালিটিক্স মডিউল এখন অভিবাসন প্রবণতা সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ড্যাশবোর্ড সরবরাহ করছে। RAISE ডাটাবেজ নীতিনির্ধারণের জন্য সামাজিক-অর্থনৈতিক ও দক্ষতা সম্পর্কিত তথ্য একীভূত করেছে।
জাপান ও সৌদি আরবের স্কিল ভেরিফিকেশন ডেটা বৈশ্বিক শ্রম চাহিদার সঙ্গে প্রশিক্ষণ সমন্বয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করছে।
সারসংক্ষেপে, মন্ত্রণালয় তার প্রধান কার্যক্রম—জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)—কে একটি ম্যানুয়াল প্রশাসন থেকে ডিজিটাল, বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত ও কল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেছে, যা বাজার সম্প্রসারণ, কর্মী ক্ষমতায়ন এবং অভিবাসন শাসনে জবাবদিহিতা ও দক্ষতার নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে।

৫. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়ন

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ৭২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ, অনুমোদিত মূলধন ২ হাজার কোটি টাকায় উন্নীতকরণ এবং BACH, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সফটওয়্যার ও MyGov-এর আওতায় ই-লোন অ্যাপ্লিকেশন (eLAPS) চালুর মাধ্যমে তার সক্ষমতা জোরদার করেছে।
ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগের ঊর্ধ্বসীমা তুলে নেওয়া হয়েছে, যার ফলে প্রবাসীদের উচ্চমাত্রার বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে এক গভীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জাগরণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে—জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে জাতীয় “আত্মশুদ্ধি”-র এক প্রক্রিয়া। অন্তর্বর্তী সরকার স্বীকার করেছে যে পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থার টিকে থাকা নির্ভর করেছিল আমাদের ইতিহাসের পদ্ধতিগত বিকৃতি এবং সামাজিক বিভাজনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের ওপর। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এখন ১৯৭১ সালের উত্তরাধিকারকে “দলীয়করণমুক্ত” করার এক ঐতিহাসিক উদ্যোগের নেতৃত্ব দিচ্ছে, যাতে আমাদের প্রকৃত বীরদের ত্যাগ আর আধুনিক স্বৈরাচারের ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত না হয়। এই সংস্কার ২০২৪ সালের ছাত্র শহীদদের প্রতি এক সরাসরি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যারা প্রমাণ করেছে যে স্বাধীনতার চেতনা একটি জীবন্ত শিখা—স্থির কোনো রাজনৈতিক হাতিয়ার নয়।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় জুড়ে নির্দেশনা স্পষ্ট: রাষ্ট্র-সমর্থিত প্রোপাগান্ডা ব্যবস্থাগুলো ভেঙে দিয়ে একটি সত্যিকারের অন্তর্ভুক্তিমূলক “নতুন বাংলাদেশ” গড়ে তোলা। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে জুলাই অভ্যুত্থানের জেন-জি (Gen- Z) স্থপতিদের কেন্দ্র হিসেবে, আর নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধ বিল ও পারিবারিক সহিংসতা আইনসহ যুগান্তকারী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নিশ্চিত করছে যে রাস্তায় যে সাম্যের দাবি উঠেছিল, তা প্রতিটি ঘরে প্রতিফলিত হয়। পাশাপাশি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে দীর্ঘদিনের আঞ্চলিক ক্ষত সারিয়ে তোলার কাজে নিয়োজিত। ন্যায় ও মর্যাদার বিপ্লবী মূল্যবোধের সঙ্গে আমাদের সামাজিক বুননকে সামঞ্জস্য করে এসব সংস্কার এমন এক রাষ্ট্র নির্মাণ করছে, যেখানে ধর্ম, জাতি,বর্ণ, নির্বিশেষে প্রতিটি কণ্ঠস্বর শোনা হয়।

খাত–৯
সংস্কৃতি ও সামাজিক উন্নয়ন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

অন্যান্য সংস্কার

১. হজ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আধুনিকায়িত হজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন, কল সেন্টার (১৬১৩৬) সহায়তা, ই-হেলথ প্রোফাইল, হজ পোর্টাল (hajj.gov.bd) এবং “লাব্বাইক” অ্যাপসহ বিভিন্ন সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রিপেইড কার্ড ও ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (EFT) ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। ‘রুট টু মক্কা’ চুক্তির আওতায় ঢাকাতেই সৌদি অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং লাগেজ সরাসরি পৌঁছে দেওয়া হয়। হজ ২০২৫-এ মোট ৮৬ হাজার ৯৫৭ জন হাজি (সরকারি ব্যবস্থাপনায় ৫ হাজার ৯১ জন; বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ৮১ হাজার ৬৬৬ জন) সফলভাবে হজ পালন করেন। কেএসএ অংশ থেকে ৪ হাজার ৯৭৮ জন সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হাজিকে মোট ৮.৪৬ কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে। হজ ২০২৬-এর প্রাথমিক নিবন্ধন শুরু হয় ২৭ জুলাই ২০২৫ তারিখে এবং ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে তিনটি পৃথক হজ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়। এসব উদ্যোগ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক—উভয় পর্যায়েই প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।

২. যাকাত অ্যাপ চালু

তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

যাকাত ইসলামের একটি ফরজ স্তম্ভ। বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিবছর যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের দারিদ্র্য লাঘবে সহায়তা করে। এই কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে প্রথমবারের মতো ‘যাকাত অ্যাপ’ (ezakat.gov.bd) চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যাকাত সংগ্রহ করা হচ্ছে। এখন ঘরে বসেই যাকাত অ্যাপের মাধ্যমে যাকাত প্রদান করা যায়।

৩. জাতীয় কুরআন হিফজ ও সীরাত অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা

তারিখ: ২৯ জুন ২০২৪

শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ বছর প্রথমবারের মতো জাতীয় কুরআন হিফজ ও সীরাত অধ্যয়ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে।

৪. ইমাম প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়ন

তারিখ: ৩০ জুন ২০২৪

হাওর এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইমাম মোটিভেশন প্রোগ্রাম প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত) এর মাধ্যমে ২০২৪–২০২৫ অর্থবছরে ১২ হাজার ৯০৩ জন সুবিধাভোগীকে মোট ৫৪.১৩৩ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কার

১. বাংলা একাডেমি সংস্কার কমিটি

ধরণ: কমিটি

তারিখ: ০৭ জুলাই ২০২৫

বাংলা একাডেমির বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, সাংগঠনিক কাঠামো ও সামগ্রিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এর উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অনুযায়ী সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি সংস্কার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

চলমান সংস্কার

১. জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: ২৩ অক্টোবর ২০২৫

২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদ জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন প্রদান করেছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ শেষে শীঘ্রই অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করা হবে।

২. সমকালীন সাংস্কৃতিক নীতি প্রণয়ন

ধরণ: নীতি

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের গণতন্ত্র, অন্তর্ভুক্তি ও ন্যায়বিচারের নতুন আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলনের জন্য ২০০৬ সালের সাংস্কৃতিক নীতি সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ডিজিটাল রূপান্তর, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও সৃজনশীল শিল্পখাতকে অন্তর্ভুক্ত করতে নীতিটি আধুনিকায়ন করতে হবে। নতুন নীতিতে সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সংস্কৃতির সামঞ্জস্য সাধন এবং বৈশ্বিক মানদণ্ড সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক উপস্থিতি জোরদার করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৩. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ/আইন, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ/আইন

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি বর্তমানে ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯’ দ্বারা পরিচালিত। কার্যকর বাস্তবায়ন, আধুনিকায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের স্বার্থে উক্ত আইন সংশোধন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ/আইন, ২০২৫’ প্রণয়নের প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে।

৪. বাংলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ/আইন, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ/আইন
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
বাংলা একাডেমি বর্তমানে ‘বাংলা একাডেমি আইন, ২০১৩’ দ্বারা পরিচালিত। কার্যকর বাস্তবায়ন, আধুনিকায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য উক্ত আইন সংশোধনের প্রয়োজন হওয়ায় সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ‘বাংলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ/আইন, ২০২৫’ প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

অন্যান্য সংস্কার

১. ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর’ স্থাপন

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় শেরেবাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকায় অবস্থিত গণভবন কমপ্লেক্সের সেক্টর-বি-এর প্লট নং ০৫-এ ১৭.৬৮ একর জমি (বিদ্যমান স্থাপনাসহ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়। এরপর ৮ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে জাদুঘর স্থাপনের উদ্দেশ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণভবন কমপ্লেক্সটি বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের কাছে হস্তান্তর করে।

২. ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত ডিজিটাল মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণাগার গঠন’ প্রকল্প

ধরণ: প্রকল্প
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
জুলাই ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত ১,০০০ টি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও ১০০টি ভিডিও ডকুমেন্টারি সংবলিত একটি কেন্দ্রীভূত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাগার শনাক্তকরণ, দুর্লভ বই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

দুর্লভ বই বলতে এমন বই বা পাণ্ডুলিপিকে বোঝায় যা খুব কম পাওয়া যায়, মুদ্রণবন্ধ, অথবা সীমিত সংখ্যায় প্রকাশিত এবং বর্তমানে সহজলভ্য নয়। এসব বইয়ের ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জ্ঞান সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিছু বইয়ের নকশা, বাঁধাই ও শিল্পকর্ম নান্দনিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, যা বইপ্রেমীদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল পুনর্গঠন

ধরণ: কাউন্সিল পুনর্গঠন

তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গেজেট প্রকাশিত

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটের কারণে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সালের ১৫ নং আইন)-এর ৫(১) ধারা অনুযায়ী সরকার জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলকে উপদেষ্টা পরিষদ থেকে ১১ (এগারো) সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটিতে পুনর্গঠন করেছে।

২. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন

ধরণ: কমিটি পুনর্গঠন

তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৪ ও ২১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে গেজেট প্রকাশিত

পূর্বে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড ও নির্বাহী কমিটিতে মাননীয় সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির কারণে কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং নির্বাহী কমিটির সভাপতি হিসেবে মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টাকে দায়িত্ব প্রদান করে বোর্ড ও কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়েছে।

৩. জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ সংশোধন

ধরণ: আইন

তারিখ: ০৩ জুন ২০২৫ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত

জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখা, মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সালের ১৫ নং আইন) সংশোধন করা হয়েছে।

৪. জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর গঠন

ধরণ: অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

তারিখ: ২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে গেজেট প্রকাশিত

উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে “জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর” নামে একটি নতুন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫. জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: ১৭ জুন ২০২৫ তারিখে গেজেটে প্রকাশিত
রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ও আদর্শ প্রতিষ্ঠাসহ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের অ্যাডহক কমিটি গঠন

ধরণ: মুক্তিযোদ্ধা কমিটি গঠন
তারিখ: ৩০ জুলাই ২০২৫
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (সংশোধিত অধ্যাদেশ/২০২৫) অনুযায়ী কেন্দ্রীয়, মহানগর, জেলা ও উপজেলা কমান্ড কাউন্সিলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই অ্যাডহক কমিটি আগামী ০৬ মাসের মধ্যে জেলা/মহানগর ও উপজেলা পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত কমিটির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করবে।

৭. জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন বিধিমালা, ২০২৫

ধরণ: বিধিমালা
তারিখ: ২০ আগস্ট ২০২৫ তারিখে গেজেট প্রকাশিত
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধাদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন বিধিমালা, ২০২৫” প্রণয়ন করা হয়েছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিকায়নের জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ন

ধরণ: সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিকায়ন
তারিখ: কার্যক্রম চলমান
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের সম্পত্তি সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্দেশিকা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: প্রক্রিয়াধীন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অন্যান্য সংস্কারসমূহ

১. সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তদের তথ্য যাচাই

ধরণ: তথ্য যাচাই

তারিখ: কার্যক্রম চলমান

এই মন্ত্রণালয়ের নিকট মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্তদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য বা ডাটাবেস নেই। এ পর্যন্ত ৬০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত মোট ৯০ হজার ৯৭৪ জন কর্মকর্তার তথ্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৮১ হাজার ৬৩৪ জন কর্মকর্তার তথ্য যাচাই সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৭ হাজার ৭৭৮ জনের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রেরণের জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে স্মারক নম্বর ৪৮৮ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের একটি ডাটাবেস তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২. মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আওতাধীন দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সম্পত্তির তালিকা ডিজিটাল সংরক্ষণ

ধরণ: সম্পত্তি সংরক্ষণ

তারিখ: কার্যক্রম চলমান

রাষ্ট্রের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের আওতাধীন দখলকৃত স্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩. প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ

ধরণ: মুক্তিযোদ্ধা সনাক্তকরণ

তারিখ: প্রক্রিয়াধীন

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০২২ (২০২২ সালের ১৫ নং আইন)-এর ৬ ধারা অনুযায়ী জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সুপারিশের আলোকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রম জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল কর্তৃক সম্পন্ন করা হচ্ছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে নামকরণকৃত ২০৫টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: আগস্ট ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের নামে নামকরণকৃত মোট ৮৮০টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছে। তালিকা অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহের নাম পরিবর্তনের সংখ্যা সর্বাধিক। এই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট ২০৫টি প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।

২. ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ নীতিমালা, ২০২৪

ধরণ: নীতিমালা

তারিখ: নভেম্বর ২০২৪

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্রুত, নির্ভুল ও স্বচ্ছভাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণের কৌশল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নভেম্বর ২০২৪ সালে “ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ নীতিমালা, ২০১৬” হালনাগাদ করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় মাঠপর্যায়ে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ক্রীড়া পরিচালক কর্তৃক ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

৩. জাতীয় ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: মে ২০২৫

ক্রীড়া ক্ষেত্রে অবদানকারী ব্যক্তি ও তাঁদের উপর নির্ভরশীলদের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের আইন সংশোধন করা হয়েছে। এ সংশোধনের মাধ্যমে ‘সচিব’ পদ পরিবর্তন করে ‘নির্বাহী পরিচালক’ করা হয়েছে এবং সকল অংশীজনের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্যতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য “বঙ্গবন্ধু” শব্দের পরিবর্তে “জাতীয়” শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

৪. জাতীয় যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতি, ২০২৫

ধরণ: নীতি

তারিখ: জুন ২০২৫

জাতীয় যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন নীতি ২০২৫ উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এর লক্ষ্য

হলো সম্ভাবনাময় যুব উদ্যোক্তাদের চিহ্নিত করা এবং ব্যবসা শুরু ও সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নসহ সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা প্রদান করা।

৫. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫

ধরণ: অধ্যাদেশ
তারিখ: আগস্ট ২০২৫
"জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮" সংশোধন করে 'সচিব' পদ পরিবর্তে 'নির্বাহী পরিচালক' পদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ক্রীড়া উন্নয়নে ক্রীড়া ফেডারেশন ও অ্যাসোসিয়েশনসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এই সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বোর্ডে নারীদের প্রতিনিধিত্বও নিশ্চিত করা হয়েছে।

৬. যুব স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার নীতি (সংশোধিত), ২০২৫

ধরণ: নীতি
তারিখ: জুলাই ২০২৫
নীতিটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য করার জন্য "শেখ হাসিনা যুব স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার নীতি ২০২২" সংশোধন করে "যুব স্বেচ্ছাসেবক পুরস্কার নীতি (সংশোধিত) ২০২৫" করা হয়েছে। অংশীজনদের কাছে এর মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পুরস্কারের শিরোনাম থেকে ব্যক্তির নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

৭. জাতীয় যুব পুরস্কার নীতি (সংশোধিত), ২০২৫

ধরণ: নীতি
তারিখ: জুন ২০২৫
জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনা এবং জাতি গঠনে যুবসমাজের রূপান্তরকারী ভূমিকার গভীর স্বীকৃতির ভিত্তিতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় "জাতীয় যুব পুরস্কার নীতি" সংশোধন করেছে। এই সংশোধনের লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজের মধ্যে উদ্যোক্তা মানসিকতা এবং প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

৮. জাতীয় ক্রীড়া ভাতা নীতি, ২০২৫

ধরণ: নীতি
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫
দরিদ্র, অসুস্থ, আহত বা প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় ক্রীড়া ভাতা নীতি, ২০২৫ অনুমোদিত হয়েছে। এই নীতির নির্দেশিকা প্রকৃত দরিদ্র ও অসুস্থ ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথভাবে আর্থিক সহায়তা বণ্টন নিশ্চিত করবে।

৯. চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতি, ২০২৫

ধরণ: নীতি

তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

চিকিৎসাধীন, আহত ও প্রতিবন্ধী ক্রীড়াবিদদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে চিকিৎসা ও আর্থিক সহায়তা নীতি, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতি যোগ্য ক্রীড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথভাবে নির্বাচন এবং সহায়তা বণ্টন নিশ্চিত করবে।

১০. ক্রীড়া-শিক্ষা বৃত্তি নীতি, ২০২৫

ধরণ: নীতি

তারিখ: অক্টোবর ২০২৫

প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ক্রীড়া-শিক্ষা বৃত্তি নীতি, ২০২৫ অনুমোদিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো ক্রীড়া ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম সম্ভাবনাময় ব্যক্তিদের লালন ও বিকাশ সাধন করা। এই নীতি সম্ভাবনাময় ক্রীড়াবিদ ও খেলোয়াড়দের দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের প্রস্তুত করতে উৎসাহিত করবে।

১১. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের আওতাধীন সকল ক্রীড়া সংগঠন/অ্যাসোসিয়েশন/ফেডারেশনের জন্য আদর্শ সংবিধান

ধরণ: নীতি

ক্রীড়া খাতে গতিশীলতা আনয়ন, সুশাসন নিশ্চিতকরণ, রাজনৈতিক প্রভাব দূরীকরণ এবং ক্রীড়া সংগঠন/অ্যাসোসিয়েশন/ফেডারেশনে নারী প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল ক্রীড়া সংগঠন/অ্যাসোসিয়েশন ও ফেডারেশনের জন্য একটি আদর্শ সংবিধান প্রণয়ন করা হচ্ছে।

নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০২৬

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬

শারীরিক, মৌখিক ও ডিজিটাল হয়রানিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে। এতে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ কমিটি (ICC) গঠন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা অসদাচরণ তদন্ত করবে এবং তিরস্কার থেকে বহিষ্কার পর্যন্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবে। ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে আইনটি গোপনীয়তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে এবং কাউন্সেলিং, আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি বিশেষ তহবিল গঠনের বিধান রেখেছে। সকল প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতা ও লিঙ্গভিত্তিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে তদারকি ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছে।

২. পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০২৬

ধরণ: অধ্যাদেশ

তারিখ: জানুয়ারি ২০২৬

সহিংসতার বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নারী ও শিশুদের শারীরিক, মানসিক, যৌন এবং আর্থিক পারিবারিক সহিংসতা থেকে সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী আইনগত কাঠামো তৈরিতে এই অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে। এতে দ্রুত বিচারভিত্তিক প্রতিকার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যেমন সুরক্ষা আদেশ, বাসস্থানের অধিকার আদেশ, ক্ষতিপূরণ এবং বাধ্যতামূলক ভরণপোষণ। একইসাথে আবেদনসমূহ ৬০ কর্মদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির বাধ্যবাধকতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আদালতের আদেশ লঙ্ঘনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়েছে। ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক প্রতিকার ও কাউন্সেলিংকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই অধ্যাদেশ পারিবারিক নিরাপত্তা ও মর্যাদাকে অখণ্ড আইনগত অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. অভিভাবক ও ওয়ার্ডস অধ্যাদেশ, ২০২৫ (সংশোধন)

ধরণ: আইন প্রণয়ন

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

সংবিধানগত বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে এই সংশোধনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬(১) ও (২) অনুযায়ী মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী কোনো আইন বা অধ্যাদেশ বাতিল ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে। অনুচ্ছেদ ২৭ অনুযায়ী সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আইনি সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। অনুচ্ছেদ ২৮ অনুযায়ী ধর্ম, বর্ণ, জাত, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না। এই সংশোধিত অধ্যাদেশে এ সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক বিধান অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পন্ন সংস্কারসমূহ

১. পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতায়ন

ধরণ: আইনগত/প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

অন্তর্বর্তী পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ ইতোমধ্যে পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন অনুযায়ী পুনর্গঠিত হয়েছে এবং তারা আইন অনুযায়ী তাদের দায়িত্ব পালন করছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ তার আইনগত এখতিয়ারের মধ্যে থেকে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যক্রম সমন্বয় ও তদারকি অব্যাহত রেখেছে এবং একই সঙ্গে তার অন্যান্য বিধিবদ্ধ দায়িত্বও পালন করছে।

চলমান সংস্কারসমূহ

১. টেস্ট রিলিফ (TR) এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণে স্বচ্ছতা আনা

ধরণ: সামাজিক সুরক্ষা

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত চাহিদা যাচাই করে, এরপর সুবিধাভোগীদের কাছে সরাসরি খাদ্যশস্য বিতরণ করা হচ্ছে।

২. জেনারেল রিলিফ (GR) এর আওতায় নগদ অর্থ বিতরণে স্বচ্ছতা আনা

ধরণ: সামাজিক সুরক্ষা

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

(ক) অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক ইস্যু

(খ) চেকে যৌথ স্বাক্ষর

(গ) উপকারভোগীদের মাস্টার রোল তৈরি

(ঘ) উপকারভোগীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর

৩. বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আনা

ধরণ: উন্নয়ন কার্যক্রম

তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া

বিভিন্ন অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে উপযুক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকল্প নির্বাচন ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (ভূমি কমিশন)
ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
ভূমি সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নতুনভাবে পুনর্গঠিত কমিশন আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু করেছে।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড (CHTDB)-এর সংস্কার পরিকল্পনা
ধরণ: প্রশাসনিক সংস্কার
তারিখ: অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত হালনাগাদ
নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগের মাধ্যমে বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তার নিজস্ব আইন ও বিধিমালার আওতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং তিনটি পার্বত্য জেলায় সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে।

৬. বিদ্যমান বিধিমালা সংশোধন
ধরণ: নীতিমালা
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ ও সংস্থাসমূহের বিদ্যমান বিধিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন
ধরণ: নীতিমালা
তারিখ: চলমান প্রক্রিয়া
অন্তর্বর্তী সরকার ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টার নেতৃত্বে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ কমিটি ইতোমধ্যে পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি কার্যক্রম শুরু করেছে।